প্রভাত সঙ্গীত

পঞ্চম খণ্ড

(২০০১–২৫০০)

মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার কর্তৃক রচিত ও সুরারোপিত ৫০০ গানের সংকলন

রচয়িতা নিজেই সুর দিয়েছেন।

সেই সুরেই এগুলি গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

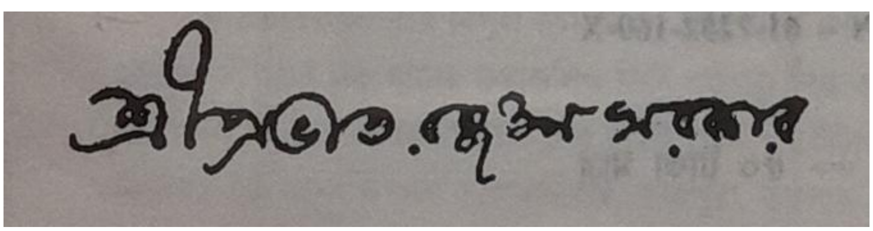

অনুক্রমণিকা

© আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দনগর, পোষ্ট- ৰাগলতা, জেলা পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ

যোগাযোগের ঠিকানা: ৫২৭, ভি.আই.পি.নগর তিলজলা, কলিকাতা ১০০

প্রথম সংস্করণ: ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ: ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯

প্রকাশক: আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব)
আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি.
নগর, তিলজলা, কলিকাতা- ১০০

মুদ্রাকর: রয়েল হাফ়টৌন কোম্পানী ৪নং সরকার ৰাইলেন, কলিকাতা ৭০০০০৭

প্রাপ্তিস্থান: প্রভাত লাইব্রেরী; ৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

ISBN 81-7252-161-8 ;

মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

অনুক্রমণিকা

প্রকাশকের নিবেদন

আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্তক শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর (শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার) যুগান্তকারী অবদানগুলির অন্যতম হ'ল প্রভাত–সঙ্গীত। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৯৮২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিহারের দেওঘরে প্রভাত–সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত। বহুধা–বিস্তৃত সংঘের প্রধান হিসেবে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার ও সুরকার শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মাত্র আট বছরের মধ্যে রচনা করেন ৫০১৮টি গান। ভাব–ভাষা–সুর–ছন্দসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিপুল সঙ্গীতসম্ভার সঙ্গীতজগতে এক বিরাট বিস্ময়।

সংঘের সঙ্গীতানুরাগী সাধক ও সমর্থকদের উৎসাহ–উদ্দীপনায় মার্গীয় সমাজে ও বাইরে গানগুলি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংঘের প্রকাশন বিভাগ জরুরী ভিত্তিতে স্বরলিপি সহ গানগুলি ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের মধ্যেই মোট ২০১ খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হয়। বাংলা লিপির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে দেবনাগরী ও রোমান হরফেও বহু গান প্রকাশিত হয়।

স্বভাবতই কোন সঙ্গীতানুরাগীর পক্ষে ২০১ খণ্ড বই সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা বেশ দুরুহ ব্যাপার। তাই কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ক্রমাগত অনুরোধ আসছিল প্রভাত–সঙ্গীতের সমস্ত গানগুলির ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশ করার। মার্গের শুভানুধ্যায়ীদের ওই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে আমরা দশ খণ্ডে সমস্ত গানের সংকলন প্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিই। আলোচ্য পঞ্চম খণ্ডটি (২০০১–২৫০০) তারই ফলশ্রুতি। অন্য খণ্ডগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে।

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার নিজ হাতে লেখেননি বললেই চলে। অন্যান্য বিষয়ের মত গানের কথাগুলিও তিনি গড়গড় করে বলে যেতেন, অন্যেরা

তা' লিখে নিতেন। কথাগুলি লেখা শেষ হলেই তিনি গায়কীটাও মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। এর জন্যে কখনও হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলার প্রয়োজন পড়ত না।

সেদিন যাঁরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গানের কথাগুলো লিখে নিতেন ও গায়কীটা শিখে নিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত, আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত, আচার্য চেতনানন্দ অবধূত, আচার্য দেবাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য গিরিজানন্দ অবধূত, আচার্য কেশবানন্দ অবধূত প্রভৃতি।

প্রভাত-সঙ্গীত সংকলন যাতে সর্বাংশে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচ্য পঞ্চম খণ্ডটির ৫০০ গানেরই প্রুফ দেখে দিয়েছেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত ও আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত। সংঘের কেন্দ্রীয় প্রকাশন ব্যবস্থাপক আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত ও মার্গগুরুর স্নেহধন্যা ঋতা রায় নানান ভাবে প্রকাশনের কাজে সহায়তা করেছেন। প্রকাশন বিভাগের তরফ থেকে এঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মার্গগুরুর দর্শনচর্চা ও সঙ্গীতসাধনা ছিল একে অন্যের পরিপূরক। আশা রাখি, একাধারে নন্দনতত্ত্ব ও মোহনবিজ্ঞান-আধারিত তাঁর সঙ্গীতরাজি পৃথিবীর মানুষকে অপার্থিব আনন্দলোকের সন্ধান দেবে। অলমতি বিস্তারেণ-

-প্রকাশক

আনন্দমার্গ আশ্রম
তিলজলা, কলিকাতা
১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯

অনুক্রমণিকা

অনুক্রমণিকা

পঞ্চম পর্যায়ঃ প্রথম খণ্ড

ক্রমিক সংখ্যাঃ	গানের প্রথম ছত্রের সূচী

২০০১) আজ প্রভাতে আলোর সাথে

২০০২) আমি স্বপ্নে দেখেছি কাল তুমি এসেছিলে

২০০৩) ভালবেসেছ বিলায়ে দিয়েছ নিজেরে

২০০৪) তোমায় আমায় এই পরিচয়

২০০৫) আসব বলে' গেলে চলে'

২০০৬) কেন এলে আজি চলে' যাবে যদি

২০০৭) তুমি ভুল পথে চলে' এসেছ

২০০৮) তোমার তরে জনম ভরে'

২০০৯) প্রিয় তুমি যে আমার

২০১০) তোমারে দেখিনি, নিকটে পাইনি

অনুক্রমণিকা

২০১১) তুমি প্রিয় আমার আমিও তোমার

২০১২) আমি তোমায় ভালো বেসেছিলুম

২০১৩) আজি পথ ভুলে' তুমি কে এলে

২০১৪) ভালো বেসেছিলে কেন বল

২০১৫) আলোকের যাত্রাপথে আমার সঙ্গে

২০১৬) তোমাকে খুঁজেছিলুম হাসিতে

২০১৭) এসে' হেসে' কেন চলে' যাও বল

২০১৮) তুমি আঁধার ঘরে জ্বালো আলো

২০১৯) তু' ভালবাসিস শুধু শুণে' থাকি

২০২০) এসেছি তোমার ইচ্ছামত চলিতে

২০২১) তুমি কখন কী ভাবে ধরা দাও প্রিয়

২০২২) আসবে' বলে' গিয়েছিলে চলে'

২০২৩) এত দুঃখ দিয়ে আমারে ভরেনি কি মন

২০২৪) আমাকে বলেছিল সে

২০২৫) আরতি করিতে কত ডেকেছি

২০২৬) আমার আসা আমার যাওয়া

অনুক্রমণিকা

২০২৭) তুমি আছ, আমিও আছি

২০২৮) এই ফাগুনে কার মনোবনে

২০২৯) কথা দিয়ে কেন এলে না

২০৩০) আমার কাজল আঁখির 'পরে

২০৩১) তুমি মধুর মধু প্রাণের বঁধু

২০৩২) তুমি যখন এলে ঘুম ভাঙেনি

২০৩৩) মনের মাঝে কোন্ সে কাজে

২০৩৪) ভালবেসেছ মোরে জিনেছ

২০৩৫) পথ ভুলে' যদি এলে মোর ঘরেতে

২০৩৬) এক ফালি চাঁদ শুধু আকাশে

২০৩৭) আমার মন মাঝে এসো

২০৩৮) এসো, আমার হৃদয়ে এসো

২০৩৯) তুমি চাওনি কিছু, নিয়ে নিয়েছ সব

২০৪০) তোমার মনের কথা স্বপ্নময় বারতা

২০৪১) দিন চলে' যায়, কাল বহে' যায়

২০৪২) হেমন্তে এই মধু মায়াতে কে এলে

অনুক্রমণিকা

২০৪৩) কেন দাঁড়িয়ে আছ শির নত রেখেছ

২০৪৪) তুমি এসো মোর নিলয়ে

২০৪৫) আমার সকল আশা–ভরসা তুমি

২০৪৬) তুমি এসো আমার ঘরে

২০৪৭) যদি ভালবাস না তবে কেন ডাক

২০৪৮) ফিরে' চলো, যাই চলো ফিরে'

২০৪৯) একলা বসে' বসে' বাতায়ন পাশে

২০৫০) জ্যোৎস্না তিথিতে বকুল বীথিতে

২০৫১) এসো মোর ঘরে এসো ঘরে মোর (মধুমালঞ্চ, কলিকাতা)

২০৫২) করো নাকো কোন অভিমান

২০৫৩) এ পথের শেষ কোথায়

২০৫৪) তুমি কত লীলা জান

২০৫৫) তুমি এলে প্রভু এই অবেলায়

২০৫৬) তোমাকে পেয়েও পাই না কেন

২০৫৭) আমি ভুলি তোমারে, তুমি ভোলে না মোরে

২০৫৮) জানি নাকো তোমায় আমি

অনুক্রমণিকা

২০৫৯) তুমি আঁধার ঘরে মোর ওগো প্রিয়

২০৬০) তুমি প্রীতি ঢেলে' দিলে কোন্ বনে

২০৬১) গানের ভেলা ভাসিয়ে দিলুম

২০৬২) তুমি এসেছিলে নব বারতা দিলে

২০৬৩) তব আসা–পথ চাহিয়া বসিয়া আছি

২০৬৪) জ্যোৎস্না রাতে চাঁদেরই সাথে

২০৬৫) তুমি কোন অতীতে মোরে পাঠিয়েছিলে

২০৬৬) সঙ্গী আমার প্রিয় আমার

২০৬৭) নীল আকাশে চলে ভেসে'

২০৬৮) শারদ নিশীথে জ্যোৎস্না মায়াতে

২০৬৯) কেমন মন বুঝি না তোমার

২০৭০) তুমি এসো আমার মনে

২০৭১) আলোকের পথ ধরে' আঁধারে সরিয়ে দূরে

২০৭২) আলোক–তীর্থে চলি

২০৭৩) দিনের আলোতে আস নি

২০৭৪) অত দূরে থেকো না, তুমি কাছে এসো

অনুক্রমণিকা

২০৭৫) তোমারে ভেবেছি বহু দূরে আমি

২০৭৬) আমার ঘরেতে এ শারদ রাতে

২০৭৭) তোমায় ভেবে' ভেবে' দিন চলে' যায়

২০৭৮) তুমি এসেছ, ভালবেসেছ

২০৭৯) তোমারই তরে জীবন ভরে'

২০৮০) কোন্ সোণালী প্রহরে সুরধারা ধরে'

২০৮১) নীরব রাতে চাঁদেরই সাথে

২০৮২) এই জ্যোৎস্না–নিশীথে চাঁদেরই মায়াতে

২০৮৩) আমি দেশে দেশে অনেক ঘুরেছি

২০৮৪) উত্তুঙ্গ শিখর 'পরে বসে' আছ

২০৮৫) তুমি এসেছিলে, কাউকে না বলে'

২০৮৬) এসো আমার আরো কাছে

২০৮৭) তুমি এলে কোথা হতে

২০৮৮) আমি আহ্বান করি তোমারে

২০৮৯) তোমাকে চেনা নাহি যায়

২০৯০) সবার প্রিয়তম নিহিত মানসে

অনুক্রমণিকা

২০৯১) আমি ধরার ধূলার 'পরে পেতেছি

২০৯২) কোন্ ভুলে' যাওয়া ভোরে

২০৯৩) তুমি এলে কেন আজি আমার মনে

২০৯৪) তব করুণাতে সবে রয়েছে

২০৯৫) যেও না, তুমি যেও না

২০৯৬) তোমায় চেয়েছি জীবনের দীপে

২০৯৭) সবার প্রিয় প্রণাম নিও

২০৯৮) এই অনুরোধ প্রভু তব চরণে

২০৯৯) আঁধার শেষে অরুণ হেসে' বললে

২১০০) তোমারে দেখিয়াছি আলো–আঁধারে

২১০১) অমন জল ভরা চোখে চেয়োনা

২১০২) আমি কুসুম–পরাগে ভেসে' যাই

২১০৩) বন্ধু হে ভুলিনি তোমায়

২১০৪) তোমার পানে চলি তোমাকে ভাবিয়া

২১০৫) গানের রাজা এসো আমার প্রাণে

২১০৬) তোমাকে চেয়েছি আমি

অনুক্রমণিকা

২১০৭) [তোমায় চেয়ে তোমায় ভেবে']
২১০৮) [এই–বন বীথিকায় পুষ্প মায়ায়]
২১০৯) [কেন দূরে যাও বারে বার]
২১১০) [কে বলে রয়েছ দূরে]
২১১১) [কে গো তুমি আজি]
২১১২) [তোমারে নিভৃতে আমার করে']
২১১৩) [ভালবাসি তোমায় আমি]
২১১৪) [তুমি এসেছিলে, কাছে টেনে' নিলে]
২১১৫) [দূরে সরে' যায় তামসী যামিনী]
২১১৬) [তোমাকে খুঁজেছি না দেখে']
২১১৭) [তুমি কেন দূরে আছ]
২১১৮) [এত ডেকেছি, সাড়া না পেয়েছি]
২১১৯) [ভুল ভেঙ্গে' গেছে, নিশানা মিলেছে]
২১২০) [শারদ শুক্লা নিশীথে]
২১২১) [হেমন্তেরই হিমাঘাতে]
২১২২) [দূর আকাশের তারা তুমি]

অনুক্রমণিকা

২১২৩) আমি আছি ভয় কী তোমার

২১২৪) তোমার কথা শুণে' শুণে'

২১২৫) শুণেছি তুমি দয়ালু

২১২৬) তুমি এসেছ, ভালবেসেছ

২১২৭) আকাশ বাতাস কহিছে আমারে

২১২৮) কেন এসেছিলে, কেন চলে' গেলে

২১২৯) তোমায় আমায় গোপন দেখা

২১৩০) গ্রহ–তারা ঘোরে তোমারে ঘিরে'

২১৩১) তুমি এসেছিলে ভালবেসেছিলে

২১৩২) শুধু তোমার প্রীতির আলোকে

২১৩৩) শাশ্বত সত্তা প্রভু তুমি

২১৩৪) ভালো যদি না ৱাসিলে

২১৩৫) আলো তুমি তুলে' ধর

২১৩৬) সন্ধ্যাগগনে মৃদু সমীরণে

২১৩৭) কোন্ সে অতীতে তুমি

২১৩৮) দুস্তর কাল–সমুদ্র পারে

অনুক্রমণিকা

২১৩৯) তুমি চুপি চুপি ঘরে আসিও

২১৪০) আমি তোমায় ভুলে' কিসের ছলে

২১৪১) যবে এই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে

২১৪২) সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাতারা

২১৪৩) আমি তোমায় চিনি না

২১৪৪) অরণ্যে গিরিশিরে খুঁজে' খুঁজে'

২১৪৫) তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল

২১৪৬) চেয়েছি তোমারে মনেরই মুকুরে

২১৪৭) অপার অনন্ত তুমি

২১৪৮) তুমি এলে না, দিনের পরে দিন

২১৪৯) কবে তুমি আসবে প্রিয়

২১৫০) আলোকের এই উৎসবে

২১৫১) তোমারে ডেকেছি গানে গানে

২১৫২) গান ভেসে' গেছে তানে লয়ে সুরে

২১৫৩) আমি যা' গেয়েছি তুমি শুণেছ কি

২১৫৪) তোমাকে জেনেছি, মর্মে বুঝেছি

অনুক্রমণিকা

২১৫৫)　[অলকার দূত এসে' হেসে' বলে]

২১৫৬)　[আমার মনে সঙ্গোপনে]

২১৫৭)　[এ কী লীলা বিশ্বমেলায়]

২১৫৮)　[প্রিয় তুমি কখন আস]

২১৫৯)　[ভুল কি কেবল আমরাই করি]

২১৬০)　[এসো প্রভু আমার কাছে]

২১৬১)　[আঁধার নিশীথে প্রভু আলো জ্বালো]

২১৬২)　[মানস–কমলে তুমি এসেছিলে]

২১৬৩)　[তোমারে যবে ভেবে' থাকি]

২১৬৪)　[তমসার পরপারে ভাষার অতীত তীরে]

২১৬৫)　[তুমি আঁধার হৃদয়ে এসেছ]

২১৬৬)　[আলোক আনিলে, আকাশ ভরিলে]

২১৬৭)　[আসারই আশে দিন চলে' যায়]

২১৬৮)　[এলে আর গেলে না কয়ে না বলে']

২১৬৯)　[তুমি যখন একলা ছিলে]

২১৭০)　[কে কী ভেবে' চলে মনে মনে]

[অনুক্রমণিকা]

২১৭১) আর কারো কথা ভাবি নিকো

২১৭২) আলোর রথে রাঙা প্রভাতে

২১৭৩) আঁধার সরিয়ে দিলে

২১৭৪) রাত্রির জীব আঁধার আনে

২১৭৫) নোতুন এসেছে, পুরাতন গেছে

২১৭৬) তুমি ছন্দময় আলোকময়

২১৭৭) সঙ্গে সঙ্গে ছিলে মোর তুমি

২১৭৮) ফুলের বনে আনমনে

২১৭৯) কে ঘুমিয়ে আছে তুমি জান

২১৮০) তব পথ ধরে' তব নাম করে'

২১৮১) তোমারে স্মরিয়া সুপথ ধরিয়া

২১৮২) কেন বসে' আছ

২১৮৩) আঁধার সরেছে, আলো ঝরিয়াছে

২১৮৪) তোমারে করি আহ্বান

২১৮৫) সহে নাকো আর আঁধারের ভার

২১৮৬) তুমি দূর অজানায় থেকো না প্রিয়

অনুক্রমণিকা

২১৮৭) [হেমন্তে মোর ফুল বনে]

২১৮৮) [এসো স্নিগ্ধ শীতল পবনে]

২১৮৯) [যামিনীর শেষ যামে]

২১৯০) [স্বর্ণকমল ফুটেছিল]

২১৯১) [তুমি এসেছিলে প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে]

২১৯২) [মানুষ যেন মানুষের তরে]

২১৯৩) [আজি সজল সমীরে সলাজ প্রহরে]

২১৯৪) [আসবে না যদি কেন তা' বল নি]

২১৯৫) [এই বকুল তরুর তলে]

২১৯৬) [আমি তোমার তরে কিছু করি নি]

২১৯৭) [চন্দনমাখা দূর নীহারিকা]

২১৯৮) [তুমি এসেছ, ভালো বেসেছ]

২১৯৯) [তোমার তরে বিশ্ব ঘুরে']

২২০০) [জগৎ তোমারে চায় কাছে প্রভু]

২২০১) [তুমি যে এসেছিত]

২২০২) [আমার মনের মধুবনে]

[অনুক্রমণিকা]

২২০৩)　[তোমারে খুঁজেছি তীর্থে মরুতে]
২২০৪)　[নূতনেরই আলো এল দিকে দিকে]
২২০৫)　[প্রাণের প্রদীপ সঙ্গে নিয়ে]
২২০৬)　[তোমারে ভুলে' ভেসেছি অকূলে]
২২০৭)　[কত যে ডেকে' গেছি তোমারে]
২২০৮)　[নভোনীলিমায় সুর ভেসে' যায়]
২২০৯)　[মোর মানস সরোবরে]
২২১০)　[আঁধার এসেছিল]
২২১১)　[তোমার তরে জীবন ভরে']
২২১২)　[মন কেড়ে' নিয়েছিস]
২২১৩)　[ভোরের আলো লাগল ভালো]
২২১৪)　[তোমার পথে যেতে যেতে]
২২১৫)　[তোমায় আমি ভালবাসি]
২২১৬)　[কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি]
২২১৭)　[আসিবে কবে প্রিয় তুমি]
২২১৮)　[আলোকের এ উৎসবে এসো সবে]

অনুক্রমণিকা

২২১৯) গান গেয়ে যাই, তোমাকে শোণাই

২২২০) আঁধার সাগর পারে কে গো এলে

২২২১) তুমি আসিবে বলিয়া এলে না

২২২২) কোন্ অজানার বুক থেকে এলে

২২২৩) তোমার নামে তোমার গানে

২২২৪) তুমি যদি নাহি এলে

২২২৫) সাগর পারে এক সে পরী

২২২৬) তোমার অরুণ আলো

২২২৭) আমার মনোবনে এলে

২২২৮) শেষ হল যত কাঁদা–হাসা

২২২৯) জ্যোতি–উজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল

২২৩০) পথের শেষ কোথায় তুমি বলো

২২৩১) তোমারে শোণাতে গান গেয়ে গেছি

২২৩২) কোন্ অজানা হতে এসেছ

২২৩৩) কোন্ অলকার লোক থেকে

২২৩৪) আসিবে বলে' কেন না এলে

অনুক্রমণিকা

২২৩৫) গানের মালা আমার কণ্ঠে

২২৩৬) সে যে এসেছে, মন জয় করেছে

২২৩৭) দূরে থেকো নাকো, কাছে এসো

২২৩৮) কেন এলে যদি যাবে চলে'

২২৩৯) যারা তোমায় ভালৰাসে

২২৪০) দিন চলে' যায়, সন্ধ্যা ঘনায়

২২৪১) সজল পবনে ঝঞ্ঝা স্বননে

২২৪২) এসো তুমি রঙে রূপে

২২৪৩) ওগো অজানা পথিক, কাছে এসো

২২৪৪) রেখা এঁকে' দিল আলো

২২৪৫) এই ঊষর উপকূলে

২২৪৬) তুমি পথ ভুলে' যদি এলে

২২৪৭) প্রীতির ধারায় তুমি এলে

২২৪৮) তোমারে চেয়েছি সকল মাধুরী দিয়ে

২২৪৯) ফাল্গুন এল মনে না জানিয়ে

২২৫০) আমি তোমায় খুঁজেছি

অনুক্রমণিকা

২২৫১) তোমায় ভুলে' থাকা কেন নাহি যায়

২২৫২) এ কী অভিনব ভালবাসা

২২৫৩) আলো এসেছে, ঘুম ভেঙ্গেছে

২২৫৪) এসো, তুমি এসো

২২৫৫) কেন তুমি এলে মোর মনমঞ্জুষায়

২২৫৬) আসার কথা ছিল অনেক আগে

২২৫৭) নূতন ঊষায় আজিকে

২২৫৮) কোথা থেকে এলে

২২৫৯) আপন তুমি প্রিয় তুমি

২২৬০) আমি তোমাকেই ভালবেসেছি

২২৬১) কতকাল আর কতকাল

২২৬২) চম্পক বনে তুমি এসেছিলে

২২৬৩) মাধবী ফাগুন শেষে হঠাৎ এসে'

২২৬৪) তোমার কথাই ভাবিতে ভাবিতে

২২৬৫) তোমারই লাগিয়া তোমাকে ভাবিয়া

২২৬৬) গানে জেগেছিলে তুমি প্রাণে

অনুক্রমণিকা

২২৬৭) তোমারই প্রীতিতে মুগ্ধ আমি

২২৬৮) আলোতে ভেসে' সহসা এসে'

২২৬৯) অরূপ তোমার রূপের লীলায়

২২৭০) তুমি এলে আলো জ্বেলে'

২২৭১) চেতনায় পাই নি তোমায়

২২৭২) মননে ভুবনে ভরিয়া রয়েছ

২২৭৩) প্রজাপতি পাখনা মেলে'

২২৭৪) কোন্ নীলিমার কোণ থেকে

২২৭৫) তোমারে পেয়েছি গহনে গোপনে

২২৭৬) ভোমরা বলে বকুল ফুলে

২২৭৭) পথ ভুলে' তুমি এসেছিলে

২২৭৮) কাছে এসে' ভালবেসে'

২২৭৯) তোমাকে ভালবেসে'

২২৮০) আঁধার সাগর পার হয়ে

২২৮১) আলোকের এই ঝর্ণাধারায়

২২৮২) তুমি এলে আমার কাননে

অনুক্রমণিকা

২২৮৩) [আমায় কেন ভালৰাসিলে]

২২৮৪) [রূপসায়রের আঙ্গিনাতে]

২২৮৫) [নূপুর ছন্দে সুস্মিত দিনগুলি]

২২৮৬) [এলে বুঝি আজি শ্যামরায়]

২২৮৭) [ভালোর চেয়েও ভালো যে তুমি]

২২৮৮) [তোমাকে কাছে পেয়েও চেনা দায়]

২২৮৯) [তিমির শেষে আলোর দেশে]

২২৯০) [শুক্লা আকাশে সুমন্দ বাতাসে]

২২৯১) [তোমারে চাই যে কাছে মনের মাঝে]

২২৯২) [পথ বেঁধে' দিল এ কী ভালবাসা]

২২৯৩) [নয়ন রাখিয়া যাও প্রিয়]

২২৯৪) [তুমি আলো ঢেলে' দিলে]

২২৯৫) [পূর্বাকাশে অরুণ হেসেছে]

২২৯৬) [আলোকের ঝর্ণাধারায় কে গো এলে]

২২৯৭) [কোথায় গেলে দূরে চলে']

২২৯৮) [চিন্ময় তুমি রূপময় তুমি]

অনুক্রমণিকা

২২৯৯)		আলোকের হে প্রতিভূ

২৩০০)		আমি পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হই নি

২৩০১)		ভেসে' আঁখিনীরে ভেবেছি

২৩০২)		এ পথের শেষ যে কোথায়

২৩০৩)		তোমার সঙ্গে মোর পরিচয়

২৩০৪)		সে কোন্ প্রভাতে ঢালিলে

২৩০৫)		গান গেয়ে যাব

২৩০৬)		তোমাকে চেয়েছি করুণাধারায়

২৩০৭)		আমি ভুলে' গেছি সেই তিথি

২৩০৮)		তুমি আমায় ভালৰাসিয়াছ

২৩০৯)		তুমি এসেছিলে, মৃদু হেসেছিলে

২৩১০)		বধির থেকো নাকো প্রিয়

২৩১১)		ভুবনে তোমার তুলনা নাই

২৩১২)		শুণেছি তুমি দয়ালু

২৩১৩)		অজানারই সুরে বাঁশী পূরে'

২৩১৪)		পরাব বলিয়া সঙ্গে এনেছি

অনুক্রমণিকা

২৩১৫)　তোমার ভালবাসা বিশ্ব রচনা করেছে

২৩১৬)　আজি আমার মনের আঙ্গিনায়

২৩১৭)　এই নীল সরোবরে

২৩১৮)　দেখেছি তোমারে মর্মমাঝারে

২৩১৯)　তোমার অপার দানে

২৩২০)　তোমারে ভুলিয়া থাকিতে চেয়েছি

২৩২১)　ভালবাসি আমি তোমারে

২৩২২)　তোমারে পাবার আশে

২৩২৩)　আজি মনেতে তুফান কেন বয়

২৩২৪)　পাই নি তীর্থে গিরিগুহাতে

২৩২৫)　আঁধার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলুম

২৩২৬)　ফাগুনে মোর ফুলবনে

২৩২৭)　চোরাবালির পাড়ে কেন

২৩২৮)　আমার চিত্তে দীপ জ্বেলে' দিতে

২৩২৯)　ভালবাসি তোমায় আমি

২৩৩০)　হারানো দিনে ব্যথাভরা গানে

অনুক্রমণিকা

২৩৩১) ভালবেসে' কোথা' লুকালে

২৩৩২) এখনও কি প্রভু তোমায়

২৩৩৩) আমি ভালৰাসিয়াছি

২৩৩৪) নীরবে এলে নীরবে গেলে

২৩৩৫) স্বর্ণ–শতদলে ভরে' দিলে

২৩৩৬) ঘুম ভাঙ্গিয়ে না জানিয়ে

২৩৩৭) এসো তুমি মোর ঘরে

২৩৩৮) তোমার আমার ভালৰাসা

২৩৩৯) বাঁধলে মোরে প্রীতির ডোরে

২৩৪০) অন্ধ তমসা সরিয়া গিয়াছে

২৩৪১) এসেছিলে তুমি প্রাণে মনে

২৩৪২) কেন দূরে গেলে, মন না বুঝিলে

২৩৪৩) আমায় ডাক দিয়ে যায়

২৩৪৪) প্রাণ তুমি ঢেলে' দিয়েছিলে

২৩৪৫) দূরের বন্ধু মোর এসো

২৩৪৬) কোন্ সে দেশে আছ তুমি

অনুক্রমণিকা

২৩৪৭)	তোমাকে যায় না ভোলা

২৩৪৮)	আমার আঁধার হৃদয়

২৩৪৯)	তুমি এলে, আলো ঝরালে

২৩৫০)	প্রভু তোমার নামের ভরসা

২৩৫১)	কাজল কালো আঁখির 'পরে

২৩৫২)	মনের গহনে সরোরুহ–বনে

২৩৫৩)	ভুবনে ভোলালে মনকে রাঙালে

২৩৫৪)	কুসুম–কাননে মধুর স্বননে

২৩৫৫)	ওগো প্রিয় বলতে পার

২৩৫৬)	তোমার তরে জীবন ভরে'

২৩৫৭)	ফুল বলে ডেকে' সে প্রীতি–প্রতীকে

২৩৫৮)	পুষ্পে পুষ্পে তোমারই মাধুরী

২৩৫৯)	পায়ে ধরে' বিনতি করি

২৩৬০)	জীবন–আসবে ছন্দ তুমি

২৩৬১)	আঁখির তারায় থেকো তুমি

২৩৬২)	তোমার আসার তিথি ভুলে' গেছি

অনুক্রমণিকা

২৩৬৩) না জানিয়ে এসেছিলে

২৩৬৪) নন্দনবনে এসে' চলে' গেলে

২৩৬৫) তোমারে চেয়ে তোমারই কাছে

২৩৬৬) উত্তাল মোহ–জলধি ঘিরে'

২৩৬৭) আমি চাই নি তোমারে কাছে

২৩৬৮) তোমার রঙে রঙ মিশিয়ে

২৩৬৯) আলোকে উদ্ভাসিত তুমি

২৩৭০) তুমি দিব্য লোকে এসো

২৩৭১) পথ চিনে' এসেছিল অজানা পথিক

২৩৭২) ভেবেছিলুম তুমি আসবে নাকো

২৩৭৩) তোমারে চেয়েছি আলো–ছায়ায়

২৩৭৪) আলোকের পথে চলিতে চলিতে

২৩৭৫) তুমি আছ, তাই আছি

২৩৭৬) কেতকী–জাগা বরষায়

২৩৭৭) তুমি কাছে থেকে কত দূর

২৩৭৮) এসো কাছে আরো কাছে

অনুক্রমণিকা

২৩৭৯) [মোর ক্ষুদ্র ঘরের আঙ্গিনায়]

২৩৮০) [তুমি লীলা ভালবাস]

২৩৮১) [কেন যে এলে, কেন বা গেলে]

২৩৮২) [আঁখির বাদল ধুয়েছে কাজল]

২৩৮৩) [মনের ময়ূর তোমার তরে]

২৩৮৪) [আমার দেশে এলে কে গো বিদেশী]

২৩৮৫) [আকাশ বাতাস পুষ্প–সুবাস]

২৩৮৬) [কোন্ অজানা থেকে এসেছ]

২৩৮৭) [গানের ভাষা মোর হারিয়ে গেছে]

২৩৮৮) [আনন্দে উজ্জ্বল আলো–ঝলমল]

২৩৮৯) [বিশ্বকে যত ছন্দায়িত]

২৩৯০) [আঁখির কাজলে ঘন নভোনীলে]

২৩৯১) [মনে দোলা দেয় ভাবের ঘরে]

২৩৯২) [আকাশ বাতাস তোমাকেই ডাকে]

২৩৯৩) [প্রীতিতে এসেছ, ভুবন ভরেছ]

২৩৯৪) [তুমি এসেছ, সুধা ঢেলেছ]

[অনুক্রমণিকা]

২৩৯৫)	তোমার প্রীতির ডোরে

২৩৯৬)	সাত সাগরের ছেঁচা মাণিক

২৩৯৭)	মলয় এসেছিল

২৩৯৮)	না ডাকিতে এলে

২৩৯৯)	আমার সাগর শুকিয়ে গেছে

২৪০০)	দোলা দিয়ে গেল

২৪০১)	নন্দিত তুমি আকাশে বাতাসে

২৪০২)	আকাশে ভেসে' আসে

২৪০৩)	চন্দনসার মণিদ্যুতি হার

২৪০৪)	তুমি যদি না আসিবে

২৪০৫)	আঁধারের ৰাধা চিরে' আলোর উত্তরণ

২৪০৬)	কথা দিয়ে নাহি এলে কেন

২৪০৭)	ধরার বাঁধন ছিঁড়তে নারি

২৪০৮)	অরূপ যখন রূপে এসেছিল

২৪০৯)	কোন অজানা জগৎ হতে এলে

২৪১০)	তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম

অনুক্রমণিকা

২৪১১)	গানের এ গঙ্গোত্তরী সাগরের পানে ধায়

২৪১২)	হিমানীশিখর হতে নেবেছিলে

২৪১৩)	বর্ষণসিক্ত এ সন্ধ্যায় কেতকী–পরাগে

২৪১৪)	কী না করে' গিয়েছিলে

২৪১৫)	তোমারে ভেবে' এ কী অনুভবে

২৪১৬)	আমি গান গেয়ে গেয়ে চলে' যাই

২৪১৭)	আসার আশায় যুগ চলে' যায়

২৪১৮)	গান গেয়ে যাই, তোমাকে শোণাই

২৪১৯)	মনে ছিল আশা, মোর ভালবাসা

২৪২০)	কমল নিকরে সন্ধ্যাসায়রে

২৪২১)	ঈশান কোণেতে বেজে' উঠেছে বিষাণ

২৪২২)	তোমাকে আমি ভালৰাসিয়াছি

২৪২৩)	আহ্বান করি তোমারে

২৪২৪)	আশার প্রদীপ মোর নিবিয়া গেছে

২৪২৫)	বিরাট তোমার ভাবনায়

২৪২৬)	অঞ্জন এঁকে' জলদের

অনুক্রমণিকা

২৪২৭) এসো প্রভু এসো তুমি

২৪২৮) তোমার কথায় তব করুণায়

২৪২৯) সকল দুয়ার খুলে' দিলে প্রভু

২৪৩০) আমার মনের মঞ্জুষায়

২৪৩১) কুসুম কোরকে যত মধু ছিল

২৪৩২) আলোক–তীর্থে তুমি কে গো এলে

২৪৩৩) যে ক্লেশ দিয়েছ মোরে

২৪৩৪) কত পথ চলেছি, কত গান গেয়েছি

২৪৩৫) তুমি এসেছ, ভালো বেসেছ

২৪৩৬) চাঁপা বকুলের মালা হাতে

২৪৩৭) দোলা দিয়ে যায়, দুঃখ ভোলায়

২৪৩৮) ভোমরা এল ফুলের পাশে

২৪৩৯) গান গেয়ে দিন চলে' যায়

২৪৪০) মালা গেঁথেছি, ঘর সাজিয়েছি

২৪৪১) সুর দিলে তুমি প্রিয়, কণ্ঠে দিয়েছ গান

২৪৪২) গানের ডালি সাজিয়ে তুলি

অনুক্রমণিকা

২৪৪৩) সে এসেছিল, কেনই বা চলে' গেল

২৪৪৪) অশ্রুকণা কেন দুলিছে বল

২৪৪৫) চম্পক বনে বিরলে বিজনে

২৪৪৬) ভালোর চেয়ে ভালো তুমি

২৪৪৭) এই সন্ধ্যা রক্তরাগে এসেছিলে

২৪৪৮) সুরভি ভরা এই সন্ধ্যায়

২৪৪৯) তুমি আমার প্রাণের প্রদীপ

২৪৫০) অরূপ কোথায় ছিলে কবে

২৪৫১) কত ক্লেশে আছি বেদনা সয়েছি

২৪৫২) তোমার পানেই যাব

২৪৫৩) আগুন জ্বালালে কিংশুক বনে

২৪৫৪) মন্দ্রিত মেঘে উঠেছিনু জেগে'

২৪৫৫) আমি তোমার নামে তোমার গানে

২৪৫৬) আঁধার পথের সঙ্গী তুমি দীন হৃদয়ে

২৪৫৭) এসো স্মিত মুখে মোর ঘরে

২৪৫৮) এই সন্ধ্যামালতীর গন্ধে মন ভেসে' যায়

অনুক্রমণিকা

২৪৫৯) তোমায় আমায় দেখা হ'ল

২৪৬০) মোর কবরীর মালা শুকিয়েছে

২৪৬১) কোন মানা মানে না মোর আঁখি

২৪৬২) তুমি যে এসেছ মনেরই মুকুলে

২৪৬৩) তুমি মোর পানে আঁখি মেলেছ

২৪৬৪) ভালবাস কি না জানি না

২৪৬৫) বর্ষার রাতে তুমি এসেছিলে

২৪৬৬) বুঝিতে যদি না পারি তোমারে

২৪৬৭) এই আলোকের উৎসবে

২৪৬৮) বিশ্বাধিপ বিশ্বম্ভর কী গাইব

২৪৬৯) এই উচ্ছল উন্মদ বায়ু মন ভেসে'

২৪৭০) এসেছিলে মনে কোন সে ফাল্গুনে

২৪৭১) তোমার তরে আমি করেছি জীবন দান

২৪৭২) কাছে এসো, যেও না দূরে

২৪৭৩) স্বপনে চেয়েছিনু গোপনে

২৪৭৪) কোন অজানা লোকে পুষ্পমাধুরী

অনুক্রমণিকা

২৪৭৫) আনন্দের এই সমারোহে

২৪৭৬) এই ঘনঘোর অমানিশাতে

২৪৭৭) মনোহর হে মনোহর

২৪৭৮) রঙীন ফাল্গুন প্রাণের আগুন দিল

২৪৭৯) তুমি এসেছিলে কোন্ সুপ্রভাতে

২৪৮০) এই আলো–ঝরা স্বর্ণ–ঊষায়

২৪৮১) কেন ধরা দিতে নাহি চাও

২৪৮২) যতই বলো ভুলতে তোমায়

২৪৮৩) ঘুমের ঘোরে ছিলুম আমি

২৪৮৪) কাছে এসে' ধরা দিয়ে যাও

২৪৮৫) কেন বাঁশরী বাজালে বলো না

২৪৮৬) জানি তুমি আসবে প্রিয়

২৪৮৭) ছন্দে ছন্দে এলে নৃত্যের তালে তালে

২৪৮৮) বর্ষণস্নাত এই সন্ধ্যায় কেতকী–পরাগে

২৪৮৯) সেই কৃষ্ণা রজনী এসেছিল

২৪৯০) রাত্রির তপস্যা এই ভরা অমাবস্যায়

অনুক্রমণিকা

২৪৯১)	এই ঝিরঝিরে দখিণা বায়

২৪৯২)	ঝড়-ঝঞ্ঝায় বরষায় তুমি এসেছিলে

২৪৯৩)	তারার মালার সাজে আকাশ

২৪৯৪)	সেই ঝঞ্ঝা-ভরা অন্ধকারে

২৪৯৫)	সবাকার সে যে আঁখির তারা

২৪৯৬)	ঈশান তোমার বিষাণ বেজেছে

২৪৯৭)	তন্দ্রা যদি আসে হে প্রভু

২৪৯৮)	আলোর রঙে মনের রঙে

২৪৯৯)	দূর অম্বরে সন্ধ্যাসায়রে যে রক্তলেখা

২৫০০)	আলোকের দূত ছুটে' এসেছিল

প্রভাত সঙ্গীত

২০০১

আজ প্রভাতে আলোর সাথে নূতন যুগের বার্তা দিলে।
বললে আঁধার কেটে' গেছে, মানবতায় প্রাণ জাগালে।।

দানবেরই অত্যাচারে মানবতা ছিল কুঁকড়ে'।
আজ দানবে সরিয়ে দেবে চেতন মানব আত্মৰলে।।

আলোর রথের হে দিশারী, আনলে হাতে আশার বারি।
গাইলে এসে' মধুর হেসে', চেয়েছিলে যা' পেয়ে' গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১০/৮৪)

২০০২

আমি স্বপ্নে দেখেছি কাল তুমি এসেছিলে মোর ঘরে।
ঘর সাজায়ে রেখেছি আজ পুনরাগমনের তরে।।

আলোর ছটায় ভরে' গিয়েছিল মনের যে কোণ তমঃ–ঢাকা ছিল।
যে কোমলতা ঝরে' গিয়েছিল সুনিবিড় অন্ধকারে।।

স্বাগত জানাতে তৈরী আমি, কাজ করি তোমারই নাহি থামি'।
তব ভাবনায় ঝরে তিথি–যামী আনন্দাশ্রু অঝোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০০৩

ভালবেসেছ, বিলায়ে দিয়েছ নিজেরে তুমি ত্রিসংসারে।
কে তোমারে চায়, কে বা নাহি চায়, চেয়ে' নাহি যাও নিজ কাজ করে'।।

আঁধার হৃদয়ে আলো অকাতরে ঢালো, অরুণোদয়ে নাশ নিশ্ছিদ্র কালো।
মধুর হাসিতে মোহন বাঁশীতে জোয়ার আন অণু–পরমাণু স্তরে।।

দূরের নীহারিকা মননেরই রেখা, তোমাতে নিহিত যত কপালেরই লেখা।
দূরে নিকটে প্রাণসরিতা তটে ভেসে' ভেসে' নিয়ে যাও অমিয় সাগরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১০/৮৪)

২০০৪

তোমায় আমায় এই পরিচয় কোন্ যুগে কেউ জানে না।
জানি তা' দু'–চার দিনের তো নয়, কবে থেকে তুমি বল না।।

কোন্ সে অতীতে ধরা রচেছিলে, ফুলে ফলে মধু কেন যে ঢালিলে।
বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া দিলে, কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।।

কেউ হারায় না ভীড়ে কখনো, সবাইকে দেখ তুমি অনন্য।
তুমি বিনা কারো গতি নাই কোন, বুঝেও বুঝিতে পারে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০০৫

আসব বলে' গেলে চলে', গিয়ে কথা গেলে ভুলে'।
বুঝি আমার নাই সাধনা, কৃপার কণা তাই না দিলে।।

চেতন তুমি অরূপ রতন, রূপের ডালায় স্নিগ্ধ মোহন।
ক্ষুদ্র আমি জান অচেতন, মোর ত্রুটিও ধরতে গেলে।।

চাওয়ার কী আর আমার আছে, যা দিয়েছ মন ভরেছে।
ভাল হ'ত যদি কাছে এসে' কোলে তুলে' নিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১০/৮৪)

২০০৬

কেন এলে আজি চলে' যাবে যদি এই অবেলায়।
ভুল করে' চলে' এসেছিলে বুঝি, ভুল ভেঙ্গে' গেছে, মন চলে' যেতে চায়।।

মঙ্গলঘট রাখা ছিল না দ্বারে, স্বর্ণপ্রদীপ জ্বালা ছিল না ঘরে।
ঘুমিয়েছিলুম কেঁদে' কেঁদে' অঝোরে তব নির্মমতায়।।

সব গুণে গুণী তুমি, নেই মমতা, সব কিছু বুঝে' থাক, বোঝ না ব্যথা।
অনুভূতি বলে তব এ ইতিকথা, ধরা দিতে আস, শুধু আঁখি বরষায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০০৭

তুমি ভুল পথে চলে' এসেছ।
বিধি জানি না, তীর্থ মানি না, কৃপা করে' ধরা দিয়েছ।।

শুষ্ক মরুতে সরসতা দিতে, নীরস তরুতে পুষ্প ফোটাতে।
আভরণহীন কণ্ঠে দুলিতে মুকুতার হারে হেসেছ।।

বুঝতুম শুধু তুমিই আমার, তুমি ছাড়া কেউ নয় আপনার।
মোর সব কিছু কৃপাতে তোমার, তাই ভেবে' ভুল করেছ।
তুমি জেনেশুনে' ভুল করেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১০/৮৪)

২০০৮

তোমার তরে জনম ভরে' গেয়ে গেছি কত গীতি।
কত রঙের গেঁথে' গেছি কত মালা মাখা প্রীতি।।

কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত, কত শরৎ জ্যোৎস্নারই রাত।
কল্পনারই আল্পনাতে এঁকে' গেছি কত স্মৃতি।।

যা' করি সব তোমার তরে, যা' ভাবি ভেবে' তোমারে।
মধু রাতে তোমার স্রোতে ভেসে' চলি নিতি নিতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০০৯

প্রিয় তুমি যে আমার।
কেন তা' জানি না, বুঝিতে পারি না, আগ্রহ নেই বুঝিবার।।

যে মন দিয়েছ সীমিত পরিসরে, তাতে তোমারে কে বুঝিবারে পারে।
ব্যর্থ প্রয়াসে কালাপব্যয় ছেড়ে' ধরিতে মন চাহে দুর্নিবার।।

জ্যোতিঃসমুদ্রের তল মেপে' হায় সুখ কারও মন কখনো কি পায়।
জ্যোতিঃতে মিশে' যাব, তোমার হয়ে রব, মিলেমিশে' হব একাকার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১০/৮৪

২০১০

তোমারে দেখি নি, নিকটে পাই নি, মনে মনে শুধু ভেবে' গেছি।
প্রসুপ্ত আশা যত ভালবাসা জাগিয়ে তুলিতে সাধনা করেছি।।

নবনীতে পাই তোমার কোমলতা, কুসুমনির্যাসে ভরা তব মধুরতা।
নভোনীলে ভাসে তোমার ব্যাপকতা, দেখেশুনে' তন্ময় হয়েছি।।

জানা না-জানার ঊর্ধ্বলোকে তুমি, অণু-পরমাণু স্তরে রয়েছ অভ্র চুমি'।
চিত্তের গভীরে কাঁপিয়ে সপ্তভূমি, রয়েছ সবার কাছাকাছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০১১

তুমি প্রিয় আমার আমিও তোমার, ছন্দে ছন্দে নাচি তব ভাবে।
আমি আলোকে আঁধারে জীবনসরিতা–তীরে ঊর্মিমালায় হেরি অনুভবে।।

চলার পথে দাও সতত প্রেরণা, কাজের প্রেষণা দিতে কখনও ভোোেল না।।
তোমারে ভুলিয়া গেলে আঘাতে অশ্রুজলে তন্দ্রা ভাঙ্গাও মধু আসবে।।

তোমার মাঝারে ক্ষুদ্রতার নাহিক ঠাঁই, সর্বানুস্যূত ভাব নিহিত তোমাতে পাই।
ব্যথাহত চিতে মণিময় দ্যুতিতে উচ্ছ্বল করো আলোকোৎসবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১০/৮৪)

২০১২

আমি তোমায় ভালো বেসেছিলুম, মোর পানে ফিরে' চাও নি–
তুমি মোর পানে ফিরে' চাও নি।
আমি জেনেশুনে' ভুল করেছিলুম, সে ভালবাসা আজও ভুলি নি।।

আমার মনেতে কেন এসেছিলে, ব্যথা বুঝে' মন জিনে' নিয়েছিলে।
সারা সত্তাকে আপ্লুত করে' গেলে দূরে, ফিরে' আস নি।।

মোর পাপড়িতে যত মধু ছিল তব ভাবনায় প্রাণোচ্ছল।
তুমি গেলে সরে', মধু গেল ঝরে', আর তা' ফিরিয়া পাই নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১০/৮৪)

২০১৩

আজি পথ ভুলে' তুমি কে এলে।
মনের মাঝে দোলা দিয়ে লাজ-ভয় সরিয়ে দিলে।।

না বলে' কেন যে এলে, প্রস্তুত হ'তে নাহি দিলে।
প্রদীপ রাখি নি জ্বেলে', আঁধারে জ্যোতিঃ আনিলে।।

যদি বল ভালবেসেছ তবে কেন দূরে থেকেছ।
একা কেন মোরে রেখেছ, ভালবাসা একে কি বলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১০/৮৪)

২০১৪

ভালো বেসেছিলে কেন বলো।
যদি না দিলে ধরা, অশ্রুতে যদি না গল।।

সাজায়ে রেখেছি ঘর, ভুলেছি আপন-পর।
কেঁদে' হয়েছি কাতর, নিশি চলে' গেল।।

ফুল ঝরে' গেল শেষে, অশ্রু বাতাসে মেশে।
বেদনা আকাশে ভেসে' হারা হ'ল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১০/৮৪)

২০১৫

আলোকের যাত্রাপথে আমার সঙ্গে থেকো দিবা–রাতি।
অসহায় আমি প্রভু তব কৃপা যাচি দু'হাত পাতি'।।

সুখে মোর এসো ঘরে, তুষিব প্রীতি ভরে'।
দুখেতেও থেকো না দূরে, আমার শাকান্ন যে তোমার তরে।
আঁধার ঘরে আমার জ্বেলো বাতি।।

তুমি দূরে, জড়েতে হারাই, তুমি ঘিরে', নিজেরে যে পাই।
হাসি কাঁদি তব গীতি গাই, তব ভাবনাতে থাকি মাতি'।
তোমায় শত শত জানাই নতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১০/৮৪)

২০১৬

তোমাকে খুঁজেছিলুম হাসিতে আনন্দে উচ্ছলতায়।
ভুলে' গিয়েছিলুম দুঃখের মাঝেও তোমাকে পাওয়া যায়।।

কুসুমের মধুতে আছ, জ্যোৎস্নার বিধুতে আছ।
পাপড়ির সুবাসে আছ, আছ ঘূর্ণীঝড়ের বিভীষিকায়।।

অমরার আলোকে আছ, জীবনের পুলকে আছ।
ভূলোকে দ্যুলোকে রয়েছ, আছ অশনির অনল–জ্বালায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১০/৮৪

অনুক্রমণিকা

২০১৭

এসে' হেসে' কেন চলে' যাও বলো।
তারও মুখপানে নাহি চাও যে তোমারে বাসে ভালো।।

রূপের ছটা ধরায় ছড়িয়ে দিয়েছ, মাধুরী কণা কানায় কানায় ভরেছ।
আভাসে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চলেছ, কেন ছল'।।

ধরা না দিতে চাও, কেন আস যাও, আলোয় এসে' পুনঃ আঁধারে লুকাও।
ক্ষণেক হাসাও ক্ষণেক কাঁদাও, এ কী লীলা উচ্ছল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১০/৮৪

২০১৮

তুমি আঁধার ঘরে জ্বাল আলো, ব্যথাহতে ৰাস ভালো।
দু'হাত দিয়ে দাও মুছিয়ে লাগলে গায়ে পাপের কালো।।

তুমি ছাড়া কেউ কারও নাই, তোমার পানে তাই তো তাকাই।
তোমায় নিয়ে আছি সদাই, সর্বকালেই প্রীতি ঢাল।।

কভু কোথাও কেউ একা নয় থাকে যদি তব বরাভয়।
শৈলশিখর নত শিরে রয়, অমায় হাসে রত্নশালও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১০/৮৪

অনুক্রমণিকা

২০১৯

তু' ভালবাসিস শুধু শুণে' থাকি, কাজে কেনে তবে অন্য দেখি।

কথা কইব নাই, ও মুখ হামি ভালব নাই আর,

ভুলব নাই, ভুলব নাই, ভুলব নাই আর।।

আছে মালা গাঁথা, আছে ফুলের তোড়া,

আছে মহুল কচরাতে হামার ঝুড়ি ভরা।

তুকে দিব নাই, দিব নাই, দিব নাই আর।।

ওই সূয্য ওঠে, এল রঙিন বিহান,

তু মুর মনের মানুষ, ছেড়ে' যাই গো কুনখান।

তু আই গো কাছে, হামার মন যে নাচে,

তুকে ঘিরে' হবেক হামার সংসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১০/৮৪)

২০২০ *উত্তর ভারতীয় রীতিতে উচ্চারণ করতে হবে।*

এসেছি তোমার ইচ্ছা মত চলিতে।

আমার জীবন-পণ আমার বাঁচা-মরণ তোমার আলোয় উদ্ভাসিতে।।

সূর্যোদয় থেকে মোর সূর্যাস্ত হে প্রভু দিয়েছ কাল অপর্যাপ্ত।

করুণা করো যাতে যে ভার আছে ন্যস্ত,

করে' যাই রবিকর থাকিতে থাকিতে।।

অনুক্রমণিকা

ধন-মান নাহি চাই, চাই না প্রতিষ্ঠা, দাও শুধু আমারে ইষ্টনিষ্ঠা।

তোমার কাজে যেন পাই পরাকাষ্ঠা, তোমারই আশিসেরই বলেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১০/৮৪)

গানটির ভাবার্থ ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা

২০২১

তুমি কখন কী ভাবে ধরা দাও প্রিয়, কে তা' জানে, কে বলিতে পারে।

যুক্তিতে অসম্ভব হলেও মুক্তিদাতা তা' করে বারে বারে।।

স্থলেতে কমল ফোটে কি কখনো, মনে কি ভ্রমর গায় গান কোন।

তুমি চাহিলেই কৃষ্ণ সঘন জলদ বরষে সুধাসারে।।

তোমার চাওয়াতে আমাদের পাওয়া, মোদের চাওয়ায় হয় নাকো পাওয়া।

এই চাওয়া-পাওয়া চলিয়া চলেছে যুগে যুগাতীতে শত ধারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/১০/৮৪)

২০২২

আসবে বলে' গিয়েছিলে চলে', আসার সময় হ'ল না।

কাছে যবে ছিলে ভালবেসেছিলে, বলেছিলে ভুলিবে না।।

অনুক্রমণিকা

তরুলতা-গ্রহ-তারা কত শত তব ভালবাসায় আপ্লুত।

কেন আমারে রেখে দিলে' দূরে, স্মৃতিপটে রাখিলে না।।

আমারই মতন ভুলে' যাওয়া কত ধূলোয় লুটায় হয়ে ব্যথাহত।

তাদের বেদনা মনে কি পশে না, এ কেমন মন বলো না।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/১০/৮৪)

২০২৩

এত দুঃখ দিয়ে আমারে ভরে নি কি মন তোমার।

আঁখি জলে সদা ভাসি হিয়া নিঙাড়িয়া আমার।।

লোকে বলে দয়ানিধি, আমার কেন অন্য বিধি।

ব্যথার বোঝা নিতি নিতি বয়ে বেড়াই, কারণ কি তার।।

সদয় তুমি সবার 'পরে, দেখ না শুধু আমারে।

তবু আশায় আছি নিশি ভোরে যদি পেলুম কণা কৃপার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১১/৮৪)

২০২৪

অনুক্রমণিকা

আমাকে বলেছিল সে, ভাবনা তোমার কিসে,

আমি আছি, তুমি কেঁদো না।

আসিবে সোণালী আলো, নাশিৱে সকল কালো।

মোর কথা যেন ভুলো না।।

আকাশে তারার মালা বলে নও একেলা।

চাঁদের হাসিতে ভুলে' যাবে ব্যথা-বেদনা।।

গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বালা যদি নাহি সহে,

মলয়ানিল এনে' দেবে মধু্ দ্যোতনা।

কাহারও বাক্যবাণে ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,

পিক-পাপিয়ার সুর সুধাসার সরাবে যত যাতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১১/৮৪)

২০২৫

আরতি করিতে কত ডেকেছি তোমায়, আস নি প্রিয় কেন বলো।

বরণ ডালা সাজিয়ে কেঁদেছি, দেখ নি চোখের মোর জলও।।

অনুক্রমণিকা

প্রভাত-কুসুমে গেঁথে' রেখেছি মালা, সন্ধ্যারক্তরাগে মর্ম-ঢালা।

কত গান গেয়ে গেছি শোণাতে তোমায়, শোণার সময় নাহি হ'ল।।

আর কিছু কহিব না শোণাতে তোমায়,

মোর প্রীতি নিতে তব মন নাহি চায়।

নীরবে মনের কোণে এঁকে' যাব প্রতিক্ষণে তব স্মৃতি আলোঝলমল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১১/৮৪)

২০২৬

আমার আসা আমার যাওয়া তোমার খেয়াল-খুশী প্রিয়।

জীবন-মরণ বরণ আমার, তোমার তা' উপেক্ষণীয়।।

অহোরাত্র বড় আমার, কোটি বর্ষ তুচ্ছ তোমার।

মহোদধি অগাধ আমার, তোমার শিশিরবিন্দু নয়-ও।।

তোমার আলোর স্রোতে আসি, তোমার টানের ঝোঁকে ভাসি।

তোমার ভালবাসার ধারায় আমি আছি, আমি নেই-ও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১১/৮৪)

২০২৭

অনুক্রমণিকা

তুমি আছ, আমিও আছি, আর কেউ নেই এ ত্রিভুবনে।

তুমিই এনেছ, তুমিই রেখেছ, তব কৃপা পাই জীবনে মরণে।।

ঊষার আলোতে পাই তোমারই পরশ,

কমলে কুমুদে জাগে তোমারই হরষ।

মরু মাঝে আন শ্যামশ্রী সরস, মধুরিমা-মাখা স্নিগ্ধ স্বপনে।।

নভোনীলে নাচ কুসুম সুবাসে, মনের কোণে ভাস অলক আভাসে।

স্থির বিদ্যুৎ সম তব দ্যুতি হাসে অন্তরে বাইরে বিশ্বমনে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১১/৮৪)

২০২৮

এই ফাগুনে কার মনোবনে ফুল তুলিলে গোপনে চিতচোর।

ফুল নিলে সাথে, মধু নিয়ে গেলে, ফেলে' রেখে' দিলে বৃন্ত কঠোর।।

আমি ভাবি শুধু তোমার বারতা, লীলা করে' যাও কও নাকো কথা।

স্পন্দনে আন যে মুখরতা তাতে মাতে মোর চিত্তচকোর।।

অনুক্রমণিকা

4 অনাদি কালের তুমি সখা মোর, অনন্ত পথে তব প্রীতিডোর।
বেঁধে' রাখে মোরে মুছে' আঁখিলোর, তব ভাবে তাই হয়েছি বিভোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১১/৮৪)

২০২৯ *বসন্তবিনোদ রাগ*

কথা দিয়ে কেন এলে না।
আসার আশায় বসে' কত যুগ গেছে' ভেসে', কত নিশি তাও জানি না।।

শুণি তুমি মনে আছ, মনের কথা শুণিছ।
আমার মনে কি থাক না।।

কাল নিশি কেটে' গেছে, অরুণ প্রভাত এসেছে।
মোর নিশি কেন কাটে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১১/৮৪)

২০৩০

আমার কাজল আঁখির 'পরে তোমার ছায়া যেন পড়ে।
যেথায় যেমন থাকি আমি তুমিই যেন যেও না সরে'।।

অনুক্রমণিকা

ক্ষুদ্র আমি অণু তোমার, অসম্পূর্ণতা আছে আমার।
তবুও তুমি হে বিশ্বাধার, আমার মনে রয়েছ ভরে'।।

অরুণ আলোয় নয়ন মেলে' তোমার পানে প্রীতি ঢেলে'।
উঠি তোমার তালে তালে তাল রেখে' তুষিতে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১১/৮৪)

২০৩১

তুমি মধুর মধু, প্রাণের বঁধু, কেন দূরে আছ বলো না।
বলো না, আমায় বলো না।
স্নিগ্ধ অনিলে স্মিত নভোনীলে খুঁজিয়া বেড়াই কত না।।

সাধ্য আমার যাহা কিছু আছে, সব বিনিময়ে রূপে রাগে নাচে।
ধরিবারে চাই প্রতি অণু মাঝে, তবু কেন ধরা দাও না।।

তুমি বিনা মোর জনম বিফল, জল বিনা মীন যেমনই অচল।
তুহিন-কেয়ূরবিহীন অচল, এ কি নহে তব ছলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১১/৮৪)

২০৩২

তুমি যখন এলে ঘুম ভাঙ্গে নি, কেন চলে' গেলে।
কী কথা বলেছিলে শুণি নি, জানি হেসেছিলে।।

যে পথে এসেছিলে সে পথে আজও রঙিন ফুলে মুকুলে তুমি রাজ।
বর্ণশোভায় সুরভি মদিরায় ফেলে' রেখে' দিলে।।

যে পথে চলে' গেছ সে পথে আজও নেই কোন প্রাণীনতা, মোহক সাজও।
মর্মবীণার তারে ব্যথা-ভরা গানে সুরে ধুই আঁখির জলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১১/৮৪)

২০৩৩

মনের মাঝে কোন্ সে কাজে আছ বলো না।
কোনো ভাবনাই লুকোতে না পাই, এ কী যাতনা।।

লীলা তোমার বোঝা যে ভার সিন্ধু সম অগাধ অপার।
মাপিতে যাই, নিজে হারাই, ভাসে চেতনা।।

ধরা আমায় যদি না দাও, লীলার ঠাকুর বলো কী চাও।
তোমার চাওয়া মোরও চাওয়া, তাও কি জান না।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১১/৮৪)

২০৩৪

ভালবেসেছ, মোরে জিনেছ, বিলায়ে দিয়েছ আপনারে।
নাশ অশুভ ভাবো শুভ, রূপে গুণে চিনেছি তোমারে।।

তোমার খোঁজে তীর্থে যাই নি, তোমায় পেতে কোন ব্রত করি নি।
মন দিয়েছি, মন পেয়েছি, মনে মেতে' আছি সংসারে।।

তোমার কথা কভু বলা নাহি যায়, আদি-শেষ নাই যার মধ্য কোথায়।
ছিলে, আছ, থেকে' যাবে তুমি চির তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১১/৮৪)

২০৩৫

পথ ভুলে' যদি এলে মোর ঘরেতে, না চাও যদিও হবে থেকে' যেতে।।

হয় নি প্রদীপ জ্বালা, হয় নিকো গাঁথা মালা,
তোমার বেদীতে সাজাই নি ফুলের থালা।
শুধু মন চেয়েছিল, ভালবেসেছিল, তাই বুঝি এলে কৃপা করিতে।।

অনুক্রমণিকা

কভু আর তোমারে নাহি আমি দোব যেতে,
অর্গল দিয়ে রেখে' দোব মোর মর্মেতে।
সুখে দুখে শোকে কান্না–হাসিতে, মেতে' রব তোমারে দেখিতে দেখিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১১/৮৪)

২০৩৬

এক ফালি চাঁদ শুধু আকাশে, তাতেই ধরা আলোতে ভাসে।
পূর্ণ চন্দ্র তুমি পূর্ণ রূপে এসো, জ্যোৎস্নায় ভরো মোর চিদাকাশে।।

অখণ্ড চেতনায় তুমি জ্যোতিসিন্ধু,[১] তোমাতে উদ্ভাসিত আছে যত বিন্দু।
তোমাকে ভোলা যায় না, মেঘ যায় আর আসে।।

জেনে' বা না জেনে' সবাই তোমারে চায়,[১]
প্রীতিডোরে তোমারে সবাই কাছে পায়। তুমি আছ তাই আছি তব সুধারসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১১/৮৪)

১. দ্রুত এবং বিলম্বিত আআআআআআআআ

অনুক্রমণিকা

২০৩৭

আমার মন মাঝে এসো যেমন এসেছিলে অতীতে।
জানি কাছে আছ তবু দেখি না, বলো ডাকিব কোন গীতে।।

আছ তুমি চাঁদে তারাতে, আছ তুমি আলো–ঝরণাতে।
আছ লক্ষ্যে অলক্ষ্যে তন্দ্রায় সম্বিৎ দিতে।।

আছ তুমি মায়ামুকুরে, আছ তুমি কৃষ্ণ চিকুরে।
আছ তুমি প্রীতি–মণিমালায়, ছন্দদোলায় টেনে' নিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১১/৮৪)

২০৩৮

এসো, আমার হৃদয়ে এসো।
আঁধার ঘরে তোমার তরে কাঁদি, আলো নিয়ে এসো।।

এই তমসায় তুমিই আলো, আকাশ–ভুবন কালোয় কালো।
কাজলা রাতের এই আঁধারের মর্মে সোণা–ঝরা হাসো।।

কালোর রন্ধ্রে আলোর ঘটা অণুর মাঝে জাগায় ছটা।
সকল ব্যথার সব হাহাকার সরিয়ে চিদাকাশে ভাসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৩৯

তুমি চাও নি কিছু, নিয়ে নিয়েছ সব।
আমি দিই নি কিছু, দেখি দিয়েছি সব।
আমার আঁধার হিয়ায় আলো জ্বেলে' দিয়ে।
আমায় দিয়েছ এ কী অনুভব।।

তোমার আলো জ্বলে চাঁদে তারায় অনুভূতি-ভরা নীহারিকায়।
তুমি আছ, তাই আমিও আছি, ভালৰাসায় ভরা এ মহোৎসব।।

তোমার নামে নাচে বিশ্বভুবন, তোমার গানে আনে এ কী স্পন্দন।
তুমি চাও নি কিছু, সবাই দিয়েছে সব, বেঁচে' থাকার প্রিয় তুমিই আসব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১১/৮৪)

২০৪০

তোমার মনের কথা স্বপ্নময় বারতা।
সবারে শোণায়ে দিও ভুবনের কাণে কাণে।
যা' তুমি কহিবে প্রিয়, এ কথা জানিয়া নিও।
থাকিয়া যাবে তা' গাঁথা অনন্ত গানে গানে।।

অনুক্রমণিকা

ফাগুন রজনী কাঁদে, তবু সে আশায় বাঁধে-
মনেরে শোণার তরে, তব অসীম অভিযানে।

এসো তুমি বারে বার, করিব নমস্কার,
শত ভাবে শত বার ভুলে' সব অভিমানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১১/৮৪)

২০৪১

দিন চলে' যায়, কাল বহে' যায়, হিসাব তাহার কে রাখে।
অনাদি অনন্ত প্রেক্ষাপটে ইতিকথা বলো রচিবে কে।।

তোমাকে ঘিরে' ঘিরে' আমার যাওয়া-আসা,
হাসিতে আঁখিনীরে আমার ভালবাসা।
চিনি না তোমারে যাহার পানে ফিরে' চালাই জীবন-তরণীকে।।

যতই করি বৈদুষ্যের অহমিকা, তবু ভাবি বসে' নিজ মনে একা।
কিছু না আমার সবই যে তোমার, প্রশান্তি পেলে তোমাকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১১/৮৪)

২০৪২

অনুক্রমণিকা

হেমন্তে এ মধু মায়াতে কে এলে তুমি নিস্তব্ধ রাতে।
পরিচয় দাও নি, কোন কথা কও নি, আলো ঢেলে' দিলে মোর অমানিশাতে।।

আপনার বলে' মোর কেউ ছিল না, ব্যথার অশ্রু কেউ মুছাইত না।
নীরবে দু'হাত দিয়ে আঁখি দিলে মুছায়ে, ব্যথা দিলে ভুলায়ে নিমেষেতে।।

কে গো তুমি প্রিয় জন আজও জানি না, পরিচয় জানিতে মন চাহে না।
এতটুকু জানি আমি, মোর সাথে আছ তুমি, ছিলে, থেকে যাবে কালে কালাতীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১১/৮৪)

২০৪৩

কেন দাঁড়িয়ে আছ, শির নত রেখেছ, কোন্ সে ব্যথার ভারে বলো আমারে।
কে দুঃখ দিয়েছে, কথা শুনিয়েছে, কে সে নিঠুর বোঝে নি তোমারে।।

অলকে ঢাকিয়া গেছে আঁখি দু'টি, কমলকোরক মাঝে পড়েছে লুটি'।
তব এই বেদনার এ হাহাকার, বলে' দাও কী ভাবে সরিতে পারে।।

বুঝি কে তব প্রিয়, মোর কথা মানিও, সে নিঠুর আঁখিলোরে বাঁধে সবারে।
তার অবোধ্য ভাবাতীত প্রীতিডোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৪৪

তুমি এসো মোর নিলয়ে।
তোমার তরে প্রদীপ ধরে' পল গুণে' যাই আশা নিয়ে।।

তোমার আমার চেনা–শোনা কত যুগের তাও জানি না।
কালান্তরেও বুঝিবে না তৃতীয় কেউ কোনো উপায়ে।।

ওতযোগের এই পরিচয়, ভাষায় ব্যক্ত হবার তা' নয়।
দর্শনে বিজ্ঞানে না পাই এ সমাচার কোনো সময়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১১/৮৪)

২০৪৫

আমার সকল আশা–ভরসা তুমি, তোমার পানেই ছুটে' চলেছি।
তুমি আছ তাই তো আছি, তোমার গানেই মেতে' রয়েছি।।

সকল ভাবনারই মূলে, অতল জলধিরই তলে।
তোমার ভাবই ছন্দে দোলে, সেই তুমি–কে খুঁজে' পেয়েছি।।

তুষার–গিরিশিখর 'পরে নবঘন নীলাম্বরে।
সবায় ভরে' সবায় ঘিরে' আছ তুমি, তাও বুঝেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৪৬

তুমি এসো আমার ঘরে।

কত যুগ ধরে' ভাসি আঁখিনীরে, স্বাগত জানাতে তোমারে।।

আমার সব কিছু তোমার জানা, নেইকো গোপন নেই কোন মানা।

অনন্তাকাশে মেলিয়া ডানা মন ভেসে' যায় তোমারই তরে।।

লোকলাজ–ভয় নেইকো আমার, ভালবাসিয়াছি মানি' আপনার।

রূপে গুণে তুমি অসীম অপার, এই বুঝিয়াছি বিচারে হেরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১১/৮৪)

২০৪৭

যদি ভালৰাস না তবে কেন ডাক।

কাজল–আঁকা আখি দিয়ে সজল মেঘে কেন ঢাক।।

তোমার লীলাই এই বুঝেছি, আলো–ছায়ায় নেচে' গেছি।

ভালবেসেছি আর কেঁদেছি, প্রীতির পরাগ কেন মাখ।।

তবু তোমায় ভোলা না যায়, পরশমণি কে কবে পায়।

পরিবর্তিত হবই সোণায়, নামের টানে টেনে' রাখ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১১/৮৪)

২০৪৮

ফিরে' চলো, যাই চলো ফিরে', চলো নিজ কুটিরে।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে, কোথায় কে কারে ডাকে যে পিছে।
পিছনে তাকাই কার তরে।।

এসেছি করিতে কাজ, দেরি সহে না আর।
সূর্য ডুবে' যায়, আঁধার হয়-হয়, হাতছানিতে কে ডাকে মোরে।।
কাজেরও শেষ নাই, পথেরও শেষ না পাই।
তবু চলেছি, চলাতে মেতেছি, পৌঁছুতে হবে নিজ ঘরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১১/৮৪)

২০৪৯

একলা বসে' বসে' বাতায়ন পাশে ভাবিতেছি শুধু তার কথা।
কে সে পরদেশী ভালবাসে বেশী, মাধুরীতে ঢাকে মোর ব্যথা।।

অলস প্রহরে একাকী যবে থাকি অরুণে রাঙা রাগে তারই প্রীতি দেখি।
কাজের মাঝেও তারই মাখামাখি যবে ভাবি তারই বারতা।।

সে ভোলে না মোরে যদি বা ভুলি তারে, তাহারই বীণার তারেরই ঝঙ্কারে।
আমার জীবন বহে শত ধারে জাগিয়ে মোহন মুখরতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১১/৮৪)

২০৫০

জ্যোৎস্না তিথিতে বকুল বীথিতে কার প্রীতিকণা বিছায়ে রয়।
কে সে রূপকার করেছে সাকার মাধুরী তাহার ভাবনাময়।।

যাহা ভাবি নিকো তাও দেখি হয়, ভাবি যাহা বারে বারে তা' না হয়।
এ কী লীলা জানে, এ কী জাল বোনে, সুরভি রভসে ছন্দময়।।

নিরাকার বাঙ্মনোংগোচর ভরিয়া রয়েছে সারা চরাচর।
ছড়ায়ে দিয়েছে আলোকে আঁধারে দ্যুতি মণিহারে বিশালতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১১/৮৪)

২০৫১

এসো মোর ঘরে, এসো ঘরে মোর।
তোমার কথাই দিবানিশি ভাবি, তব ভাবনায় আছি বিভোর।।

বিদ্যা–বুদ্ধি নেইকো আমার, নেই সঞ্চিত পুণ্যের ভার।
শুধু ভালবাসি, শুধু ভাবে ভাসি, ভেবে' ভেবে' নিশি হয় যে ভোর।।

যে প্রীতি আমার ছিল কিশলয়, শ্যামল পত্রে পেল পরিচয়।
তুমি তারে প্রিয় নিজ করে ছুঁয়ো, তাতে বেঁধে' দিও প্রীতিডোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১১/৮৪)

২০৫২

কোরো নাকো কোন অভিমান, সে আসবে আবার।
অমানিশায় হারিয়ে যাওয়া চাঁদ ফিরে' আসে বারে বার।।

যে পাতা ঝরে' যায় শীতের ঘাতে, কিশলয়ে ফিরে' আসে বসন্তে।
সূর্যের আলো ঢাকে মেঘের কালো, মেঘ সরে' যায় আলো ফিরে' পায় তার।।

তুচ্ছ কেহই নয়, তুমিও নও, পরমপুরুষের আলো সবে পাও।
তারে মনে রেখো, তারে স্মৃতিতে এঁকো, আড়ালে থেকেও সে সঙ্গে সবার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১১/৮৪)

২০৫৩

এ পথের শেষ কোথায়।
আদিও নেই, অন্তও নেই, কোথা হতে এসে' কোথায় যায়।।

কে সে পথিকৃৎ লুকিয়ে রয়েছে, এত খুঁজি তবু দেখা না দিতেছে।
দূরে নয় জানি কাছে আছে, কেন সে ধরা না দিতে চায়।।

কী চায় সে কথা স্পষ্ট বলে না, কী করিলে আসে তাও জানায় না।
দর্শন-বিজ্ঞানে আসে না, মোর বুদ্ধিতে বোঝা দায়,
তাই তাঁর কৃপা বিনা নাই উপায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৫৪

তুমি কত লীলা জান।

কাছে যে ভাবে তারে দূরে ঠেল, যে ভাবে দূরে তারে টান।।

জ্যোৎস্না-আকাশে মেঘ দিয়ে ঢাক, শ্যামল ধরা 'পরে উল্কারে ডাক।

পঙ্কিল জলে অজমধু মাখ, হতাশ প্রাণে আশা-দ্যুতি আন।।

লীলা দেখে লীলাময়ে দেখিতে চাই, লীলার মত কেন তাহারে না পাই।

পাখীর কূজনে কাননে বিজনে খুঁজিয়া বেড়াই কেন জান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১১/৮৪)

২০৫৫

তুমি এলে প্রভু এই অবেলায়।

সারা দিন ধরে' ডেকেছি তোমারে দুয়ার খুলিয়া দুরাশায়।।

আমার ডাক কি শুণিতে পাও নি, শুণিয়াও হয়তো কাণে তোল নি।

ক্লান্তির কোলে ঘুমায়ে পড়িলে, সাড়া দিলে এসে' তমসায়।।

হয়তো এ ছিল দুরাশা আমার, গুণ ছিল নাকো তোমাকে পাবার।

কৃপা-ভরসায় ডেকেছি তোমায়, এলে চলে' গেলে করুণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১১/৮৪)

২০৫৬

তোমাকে পেয়েও পাই না কেন।

এসো আমার মনের মাঝে, সকল কাজেই থেকো যেন।।

আমি তোমার তরেই বেঁচে' আছি, তোমার কাজেই রয়েছি।

তোমার গানের মালা নিয়ে ভাবে বিভোর হয়েছি।

তুমি এসো কাছে, আরো কাছে, মনের ভাষা তো জান।।

কৃপা করো, লীলা ছাড়ো, অবুঝ হ'য়ো না হেন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১১/৮৪)

২০৫৭

আমি ভুলি তোমারে, তুমি ভোলে না মোরে।

তোমার ধরা, তোমার আলো স্থান দিয়েছে আমারে।।

সৃষ্টির কোন্ ঊষাকাল থেকে আশ্রয় তুমি দিয়েছ আমাকে।

তোমার শ্যামল কোমল কোলে পেলুম আমি নিজেরে।।

হে সর্বাধীশ পরম আশ্রয়, কাজ কি জেনে' তব পরিচয়।

আমি তোমার, তুমিও আমার, এ সত্য সার সংসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৫৮

জানি নাকো তোমায় আমি, তুমি জান আমাকে।

লীলার আড়ালে যে তুমি, আমি স্বচ্ছ দিবালোকে।।

আলো–ছায়ায় তোমার লীলায় আছ তুমি উচ্ছলতায়।

যাচিয়া যাই তোমার কৃপায় জানিতে চাই সত্যকে।।

তোমার মাঝে যারা আছে তোমায় নিয়ে মেতে' রয়েছে।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস মূর্ত প্রীতির আলোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১১/৮৪)

২০৫৯

তুমি আঁধার ঘরে মোর ওগো প্রিয় আলো জ্বেলে' দিও।

আসন পাতা আছে অন্ধকারে, দেখে' বসে' নিও।।

আবেশে ভরা আঁখি তোমারই তরে চেয়ে আছে কত যুগ যুগ ধরে'।

সকল আশা তার পূর্ণ করে' হেসে' তাকিও।।

তোমার কাছে ছোট–বড় নেই, চাওয়া–পাওয়ার কোন বেদনা নেই।

পূর্ণ তুমি হারাবার ভয় নেই, মধু মাখিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৬০

তুমি প্রীতি ঢেলে' দিলে কোন্ বনে, ফুলবনে না মনবনে।
ফুলের কলিরা জাগিয়া উঠেছে, তালে তালে নাচে আনমনে।।

পাপড়ি তাদের তব মধু–ভরা, তোমারে করেছে স্বয়ংবরা।
প্রাণের আকুতি ভাবসম্প্রীতি ঢালিয়া দিতেছে প্রতি ক্ষণে।।

মনের পরাগে যবে এলে তুমি তোমার পরশে চিদাকাশ চুমি'।
ছড়িয়ে পড়েছে অসীমের মাঝে মহাদ্যোতনার নিঃস্বনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪)

২০৬১

গানের ভেলা ভাসিয়ে দিলুম সুরের সাগর পানে।
তোমার কাছে চলবে সে যে তোমার প্রাণের টানে।।

আত্ম–পরের প্রভেদ ভোলা গানের আছে আপন দোলা।
সেই দোলাকে বিশ্বদোলায় মিলিয়ে দিলুম এনে'।।

হে মোর প্রিয় বরণীয়, সব সময়ের স্মরণীয়।
তোমার দ্যুতির দিশা দিও দীনতার এই দানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৬২

তুমি এসেছিলে নব বারতা দিলে,
আলো জ্বেলে দিলে, দিলে চেতনা।
যারা ঘুমে ছিল তোমাকে ভুলে ছিল,
তাদের জাগিয়ে দিলে প্রেরণা ।

আঁধার নেবে আসে যখনই ধরায়,
মানবতার বাণী ধূলোতে লুটায়।
সম্বিত আসে তোমারই কৃপায়।
জাগিয়ে দিয়ে দাও দ্যোতনা ।।

হে তমসাতীত মূর্ত করুণা,
নিজের কৃতিকথা কখনও বল না।
নীরবে থেকে যাও মর্মে লুকাও,
কোন বাধাতেই কভু থামোনা ।

মেধু মালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪

২০৬৩

তব আসা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছি দিন গুণে' গুণে'।
সলাজ সমীরে ভাসিয়া চলিয়া যাই ভেবে' তব গুণে।।

অনুক্রমণিকা

বোঝা নাহি যায় তোমার প্রকৃতি, ব্যক্ত হয়েছ তবুও কী রীতি।
ধরা নাহি দাও এ কী তব নীতি, তাকাও না মুখেরই পানে।।

তব মমতার কথা শুণে' থাকি, কাজের বেলায় বিপরীত দেখি।
ভালৰাসা কেউ একে বলে নাকি, নিথর পাথর মধুবনে।
তুমি নিথর পাথর মধুবনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪)

২০৬৪

জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদেরই সাথে-
তোমারে ভেবেছি, তোমারে পেয়েছি, তোমারই ছন্দে তোমারই গীতে।।

আঁধারে আলো তুমিই ঢালো, আমরা আনি নিকষ কালো।
প্রাণ ভরে' তুমি ৰাস ভালো, মোদের মাঝেই যা' কিছু বিষম।
মুখে বলি এক কাজে আর এক, বিষকুম্ভ পয়োমুখেতে।।

ভালৰাসিতে তুমিই জান, সবাইকে নিজ বলে মান।"
দূরকে কাছে টেনে আন, ভেদ কর না ঘরে-পরেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৬৫

তুমি কোন অতীতে মোরে পাঠিয়েছিলে সৃষ্টির পরিক্রমায়।
সে পরিক্রমা আজও শেষ হ'ল না, দিন যায়, যুগ চলে' যায়।।

তোমা' হতে আসিয়াছি, যাব তোমাতে,
তোমাকে ভুলে' জড়ে আছি যে মেতে',
এলুম যে কাজ করিয়া যেতে হয় নিকো অবহেলায়।।

শত ত্রুটি আছে, তবু ক্ষমা করে' যাও,
শত দোষ জানিয়াও মুখপানে চাও।
ভালৰাস, স্মিত নয়নে তাকাও, শোধরাও করুণাধারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৬৬

সঙ্গী আমার, প্রিয় আমার, নিত্যকালে রয়েছ।

তোমার প্রীতি অমর গীতি, মনকে ভরে' দিয়েছ।।

কোন্ অলকার উৎস হতে এসেছিলে অলখ স্রোতে।

কোন্ সে দুর্নিবার গতিতে সুমুখ পানে চলেছ।।

বুদ্ধিতে তুমি অজানা, ভাবে তুমি যাও গো জানা।

সে-ই যে পায় তোমার ঠিকানা যাকে কৃপা করেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১১/৮৪)

২০৬৭

নীল আকাশে চলে ভেসে' শাদা মেঘের ভেলা।

নীচে ঘাসে আছে মিশে' কুশ-কাশেরই মেলা।।

শরৎ বলে এলুম আমি, স্নিগ্ধ শীতল শিশির চুমি'।

আমার পাশে যারা আসে তারাও দিল দোলা।।

সঙ্গে এনেছি শেফালী-গন্ধে ভরা ফুলের ডালি।

নীরব রাতে এই নিভৃতে গাঁথা গানের মালা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৬৮

শারদ নিশীথে জ্যোৎস্না-মায়াতে কার কথা মনে জেগে' রয়,

বলো কার কথা মনে জেগে' রয়।

কে সে অজানা নাহি মেনে' মানা নিয়ে গেল মোর লাজ-ভয়।।

সে কি আসিবে না, ফিরে' চাহিবে না, আবার করিয়া মনে পশিবে না।

আবার কথার জাল বুনিবে না নব ভাবে জিনিতে হৃদয়।।

তার তরে বাঁচা, তাকে ঘিরে' আশা, অকারণে কাঁদা, অকারণে হাসা।

অভিমান ভরে' নব নব সুরে গান গেয়ে যাওয়া অসময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১১/৮৪)

২০৬৯

কেমন মন বুঝি না তোমার, চেনাকেও ভুলে' যাও-

তুমি চেনাকেও ভুলে' যাও।

কেঁদে' কেঁদে' মরি, বুকে আশা ধরি' যদি আঁখি মেলে' চাও।।

সহকারশাখা ভারে অবনত, নম্রতা গুণ শিখেছে সে কত।

আমারেও করো তারও চেয়ে নত, চরণধূলায় নাও।।

অনুক্রমণিকা

ভুলে গিয়ে থাক কোন ক্ষতি নাই, মনে রাখো প্রার্থনা না জানাই।
শুধু কাছে রাখ আঁখি নাহি ঢাক, যে ব্যথা দিলে তা' ভুলাও।।

[গ্রাম: খাসাটিকা, পোঃ বক্রাহাট, থানা: বিষ্ণুপুর, ২৪পঃ।]

১৩/১১/৮৪

২০৭০

তুমি এসো আমার মনে, আমার সকল ভাবনায়।
সকল কাজে তোমার খোঁজে সতত যেন পাওয়া যায়।।

অরুণ আলোকে তোমাকেই চাই, আঁধারের ভয় যেন নাহি পাই।
আমার মনের সব নাই-নাই দূর করো পূর্ণতা-সুধায়।।

তোমার কাছে শুধু চেয়ে গেছি, ভাবি নি কখনো কী বা দিয়েছি।
হাত পেতে গেছি, শুধু নিয়েছি, দীনতামুক্ত করো আমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১১/৮৪)

২০৭১

আলোকের পথ ধরে' আঁধারে সরিয়ে দূরে,
এগিয়ে যাবই আমরা সবাই সমুন্নত শিরে।।

অনুক্রমণিকা

পরম পুরুষে মানি, দ্বিবিধা কোন না জানি।
লক্ষ্যে রেখে' সতত সুমুখে রক্তিম রবিকরে।।

ভালবাসি এই ধরা–নীহারিকা–গ্রহ–তারা।
আর ভালবাসি আলো–ঝরা হাসি সবাকার মুখ 'পরে।।

বিনাশ কারও না চাই, ঋদ্ধির পথে যাই।
স্বাগত জানাই প্রীতিভরে' তাই চেতনা–জড় সবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১১/৮৪)

২০৭২ *নব্যমানবতা বাদ*

আলোকতীর্থে চলি অতীতের গ্লানি ভুলি'
এগিয়ে চলাই জীবনের ব্রত মানি।
সবারে সঙ্গে ডাকি, মমতার মধু মাখি',
সবাইকে নিয়ে সমাজ আমার জানি।।

কল্যাণ যারা না চাহে ধরার, যারা বিষিয়ে দেয় সংসার।
তাদেরও তরে আছে প্রীতিভার, তাদেরও শুধরে' আনি।।

অনুক্রমণিকা

ঘৃণা করিব না কাকেও কখনো, না অবহেলা উপেক্ষা কোন।
বাদ যেন নাহি যায় একজনও, সবে মিলে' রথ টানি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১১/৮৪)

২০৭৩

দিনের আলোতে আস নি, এলে তুমি আঁধারে।
চাঁদের হাসিতে ভাস নি, ব্যথায় প্রলেপ দিলে অন্ধকারে।।

সবারে ভালবাস সবাই তা' জানে, সবার কথা ভাব সবাই তা' মানে।
তর্ক করে' যায় প্রীতি দৃঢ় করিতে, ভালবাসিতে ভালো করে'।।

অনাদি কালের প্রভু অনন্তে অধিবাস, সুখ দুঃখে সঙ্গে রয়েছ বার মাস।.
সবাকার আশ্রয় সবাকার তুমি প্রাণ, কাছে টেনে' নাও সবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১১/৮৪)

২০৭৪

অত দূরে থেকো না, তুমি কাছে এসো।
আমারে পায়ে ঠেলো না, শুধু মৃদু হেসো।।

তোমার ভালবাসা অনন্ত ব্যাপ্ত, ওতঃপ্রোতযোগে ভূমা পরিব্যাপ্ত।
আমিও তোমার মাঝে সাজি তব দেওয়া সাজে, না চাও তবু ভালবেসো।।

অনুক্রমণিকা

বিশ্বের অধিপতি, তুমি বিশ্বেরই প্রাণ,

সবার ভরসা তুমি, সবারে করো ত্রাণ।

আমিও বিশ্ব মাঝে রত আছি তব কাজে,

তমোSতীত তমঃ নাশো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১১/৮৪)

"S" *উচ্চারণ করার সময় এই চিহ্নটা যেখানে থাকবে তার পুর্ববর্তী স্বরধ্বনিটাকে প্লুত (দীর্ঘ্য) করতে হবে ।*

২০৭৫

তোমারে ভেবেছি বহু দূরে আমি, এত কাছে কভু ভাবি নি।

গিয়েছি তীর্থে বনে পর্বতে, কোথাও খুঁজিয়া পাই নি।।

হে মোর দেবতা লীলা করে' গেছ, ছুটোছুটি দেখে' মুচকি হেসেছ।

ক্লান্ত হইয়া পড়ে' গেছি যবে টেনে' তুলে' নিলে তখনি।।

মন মাঝে থেকে' সব দেখে' গেছ, সব আবিলতা লক্ষ্য করেছ।

আঘাতে আঘাতে দহনজ্বালাতে শোধন করিতে ভোল নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৭৬

আমার ঘরেতে এ শারদ রাতে এলে তুমি প্রিয় পথ ভুলে'।
ছিল নাকো আশা হবে তব আসা, এ দীনের দ্বারে কোন কালে।।

ঘর সাজাবার সময় পাই নি, মানস কুসুমে মালিকা গাঁথি নি।
আল্পনা-রেখা আঁকাও হয় নি ঘটে বেদীমূলে বীথিতলে।।

বুঝিলাম অহেতুকী এ করুণা, আবাহনের মন্ত্র বুঝি না।
বিসর্জনও করিতে জানি না, থেকে' যেতে হবে সব কালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৭৭

তোমায় ভেবে' ভেবে' দিন চলে' যায়।
তুমি কি শোণ না তায়, বোঝ না তায়।।

কভু ভাবি ভাবব না আর, দেয় না সাড়া ব্যাকুলতার।
আবার ভাবি ভেবেই দেখি যুগান্তরেও যদি শুণে' নেয়।।

অনুক্রমণিকা

ভালৰাস কি না ৰাস, কেন নাহি কাছে আস।
যাই কর না, তব করুণা মর্ম্মমাঝে যেন ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৭৮

তুমি এসেছ, ভালবেসেছ, মন নিয়ে চলে' গেছ।
তোমারই তরে অশ্রু ঝরে, কেন এমন কাজ করেছ।।

দিনে ভাবি তোমারই কথা, রাতে বুঝি মর্মব্যথা।
আমার হিয়ার ব্যাকুলতা তুমি কেন না বুঝেছ।।

কেন বা এলে, কেন গেলে, কেন ভালবেসেছিলে।
যাওয়ার পথে ফুলবীথিতে সুরভি ঢেলে' দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৭৯

তোমারই তরে জীবন ভরে' ঘুরে' বেড়িয়েছি তুমি জান না।
আঁখির জলে তন্দ্রা ভুলে' ডেকে' গেছি, তুমি শুণতে পাও না।।

অনুক্রমণিকা

তোমাকে খুঁজেছি আমি বনবীথিকায়, তোমারে চেয়েছি আমি মরুর মায়ায়।
তোমারে খুঁজেছি তীর্থমহিমায়, তুমি দেখ না, তুমি বোঝ না।।

তোমারে চিনেছি আমি একটি গুণে, শুনিতে পাও তবু থাক না শুণে'।
জানিতে পার তবু থাক না জেনে', এ কি ছলনা মোরে বলো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৮০

কোন্ সোণালী প্রহরে সুরধারা ধরে' তুমি এসেছিলে, কেউ জানে না।
মনকে মাতালে, প্রাণকে ভরালে, বোধি ঢেলে' দিলে সবার অজানা।।

তারপর কত কাল কেটে' গেছে, কত জলধারা সাগরে মিশেছে।
কত ফুল হেসে' খসে' গেছে মিশে' কালগহ্বরে, নাই গণনা।।

সেই ক্ষণ থেকে আমি বসে' আছি, পল-অনুপল গুণিয়া চলেছি।
ক্লান্তির ভারে ঘুমে ঢলে' গেছি, আমার বেদনা কেউ বোঝে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৮১

অনুক্রমণিকা

নীরব রাতে চাঁদেরই সাথে তোমারে চেয়েছি নীড়ে।

তুমি বারেক তাকাও, দেখো মোরে।

আমারই প্রাণে তোমারই গানে দুর্মদ জোয়ারে।।

অধিকার মোর কোন কিছু নাই, অনুরোধ করি, দাবি না জানাই।

উদগ্র মন না মানে বারণ, চায় শুধু তোমারে।।

অনন্ত নয় এ আমার চাওয়া, অনন্তে পেলে পুরো হবে পাওয়া।

ধরা নেচে' যায় এ চাওয়া-পাওয়ায় অজ্ঞেয় অভিসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৮২

এই জ্যোৎস্না-নিশীথে চাঁদেরই মায়াতে তোমারে চেয়েছি অনুপম।

চাও কি না চাও তুমি, তাহা নাহি জানি আমি,

আমি জানি তুমি কেবলই মম।।

আমার চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ তোমার কাছে, মোর কাছে কিন্তু অশেষ মূল্য আছে।

পূর্ণ করে' আশা এসো মোর মনমাঝে, আশাকে করিয়া দাও মনোরম।।

অনুক্রমণিকা

এসো তুমি স্মিত মুখে, থাকো মোর সুখে দুখে।
আমার বেঁচে' থাকা ভরে' দাও আলোকে, কালাকালের তুমি প্রিয়তম।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৮৩

আমি দেশে দেশে অনেক ঘুরেছি, খুঁজে' পাই নি তোমাকে।
শাস্ত্রাধ্যয়ন ঢের করেছি আমি, জাগাতে পারি নিকো বোধিকে।।

বিদ্যা-বুদ্ধি সবই তব দয়াতে, ঋদ্ধি-সিদ্ধি পাই তব কৃপাতে।
তুমি চাইলেই হবে, মরুতে ফুল ফুটিবে, সুরভিতে ভরে' দেবে ধরাকে।।

তব ক্রীড়াকন্দুক আমরা সবাই, তোমার কল্পলোকে কাজ করে' যাই।
তব পথ ভুলে' গেলে নিজেকে হারাই, ধূলোয় মিলিয়ে যাই পলকে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১১/৮৪)

২০৮৪

উত্তুঙ্গ শিখর 'পরে বসে' আছ তুমি কা'র তরে।
ধূলি-অবলুণ্ঠিত মানবতা, নেবে' এসো ত্বরা করে'।।

অনুক্রমণিকা

মানুষ ভুলে' গেছে সে যে মানুষ, কল্পনার আকাশে সেজেছে ফানুস।
স্বার্থভাবনাতে হারায়েছে হুঁশ, তুমি এসে' জাগাও তারে।।

তোমার সুমুখে কোন দ্বিবিধা তো নেই, তব সৃষ্ট ধরারে বাঁচাতে হবেই।
নেবে' আসিবার কাল এসে' গেছে, তরীর হাল ধরো নিজ করে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১১/৮৪)

২০৮৫

তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে' না জানিয়ে গেলে চলে'।
মোর আরও গীতি ছিল গাওয়ার, আরও ছন্দে তালে।।

ভাবিতে পারি নি আমি, এ ভাবে আসিবে তুমি।
এমনি যাবে যে চলে', আঁখিজলে মোরে ফেলে'।।

ধরার ধূলিতে যত ফুল ফোটে শত শত।
তাদের কোরক তলে দিয়ে গেলে মধু ঢেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১১/৮৪)

২০৮৬

এসো আমার আরও কাছে, মনের মাঝে লুকিয়ে থেকো।
কও না কথা, নেইকো ব্যথা, কইতে কিছু বলছি না তো।।

অনুক্রমণিকা

তোমার কাজই করে' থাকি, অহর্নিশি তোমায় ডাকি।

তোমার গানে ভরাই প্রাণে দুঃখে সুখে যাতেই রাখো।।

অন্তবিহীন এ তপস্যা, সরাতে চাই সব তমসা।

জেগে' থাকে একটি আশা, আমার পানে চেয়ে দেখো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১১/৮৪)

২০৮৭

তুমি এলে কোথা হ'তে, গেলে কোথায় কেউ জানে না।

দিনের পরে কেন রাত্রি আসে,

আঁধার পুনঃ কেন আলোতে ভাসে, মোরে বল না।।

বিপদে হতাশাগ্রস্ত হ'লে আশার আলো পুনঃ আঁখিতে জ্বলে।

নিন্দা–স্তুতি–গ্লানি দলে' এগিয়ে চলিতে দাও প্রেরণা।।

ঝর্ণাধারা চলে তরতরিয়ে অজানা সাগরের প্রতীতি নিয়ে।

মেতে' ওঠে সে সুদূরের সুরে, ৰাধা মানে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১১/৮৪)

২০৮৮

অনুক্রমণিকা

আমি আহ্বান করি তোমারে।
এসো মোর ক্ষুদ্র কুটিরে, এসো মোর মনমন্দিরে।।

ভোরের আলোয় খুঁজেছি তোমায়, বকুল বীথিতে ফুলসুষমায়,
সন্ধ্যাতারায় নীহারিকায় রজতশুভ্র সিতাধারে।।

তোমারে খুঁজেছি জীবন ভরিয়া সব ভাবনায় হিয়া উপচিয়া।
সকল কর্মে প্রাণের ধর্মে শুভ্র দ্যোতনার সুধাসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১১/৮৪)

২০৮৯

তোমাকে চেনা নাহি যায়।
যখনই ভাবি চিনিয়া নিয়াছি, চেতনাকে ঢাকে তমসায়।।

তব দুন্দুভি বাজিয়া চলেছে, ফুলের পরাগ তোমাতে হাসিছে।
সবার অন্তে দেখি একান্তে, সবই হয়ে থাকে তব কৃপায়।।

আমার বলিতে কোন কিছু নাই, আমার ভাবাই অপরাধ তাই।
তুমিই আমার, সবই যে তোমার, সবে যাচে তব করুণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২০৯০

সবার প্রিয়তম নিহিত মানসে মম, রয়েছ ভিতরে বাহিরে।
তোমাকে ভোলা না যায়, সবাই তোমাকে চায়, তুমিই সার এ সংসারে।।

যা' কিছু ভাবি আমার সবই যে প্রভু তোমার।
ভ্রম থেকে বাঁচাও আমারে।।

তোমাতে সবার বাস, তুমি সবার অধিবাস।
সবে আছে তব অন্তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১১/৮৪)

২০৯১

আমি ধরার ধূলার 'পরে পেতেছি আসন, শৈলশিখরে তুমি থাক।
তোমার আমার মাঝে ঘোর ব্যবধান, তবু তুমি মোরে সদা দেখো।।

চাই না আমি তুমি নেবে' এসো, চাই না দূরে থেকে' হাসো।
চাই আমি মোরে তুমি টেনে' নাও, আমারে তোমার কাছে রাখো।।

অনুক্রমণিকা

আমি সৃষ্ট তুমি স্রষ্টা, আমি দৃশ্য তুমি মোর দ্রষ্টা।

তুচ্ছ হলেও আমি তব বিশেষণ, অনুরোধ মোরে ভুলো নাকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১১/৮৪)

২০৯২

কোন্ ভুলে' যাওয়া ভোরে এলে মোর ঘরে, চলে' গেলে দূরে, আর এলে না।
তারপর আমি কত দিবাযামী কেঁদেছি না থামি', আঁখি মোছালে না।।

এত নির্মম যদি জানিতাম কিছুতেই নাহি ভালবাসিতাম।

কেনই বা এই ভুল করিলাম, আজ ভালবাসা ফেলা যায় না।।

যে বাঁধনে তুমি বেঁধেছ আমারে, তাহাতে কি তুমি বেঁধেছ নিজেরে।

ভাব নিকি কোন অলস প্রহরে এক জন তোমারে ভোলে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১১/৮৪)

২০৯৩

তুমি এলে কেন আজি আমার মনে,

মোর ৰাধা না মেনে', মোর কথা না শুণে'।

ভোরের রঙে রাঙা পাখীর গানে এই পূর্বারুণে।।

অনুক্রমণিকা

আমি ছিলুম জড়ভোগে নিজেকে নিয়ে, কখনো কারও দিকে না তাকিয়ে।
তুমি সব ভুলালে, তুমি এ কী করিলে, দেখিতে বলিলে মোরে তোমার পানে।।

তুমি হাসিয়া বল, তুমি ভাসিয়া চল, তুমি অরূপ ধরারে কর উচ্ছল।
তোমারে ধরা যায় তোমারই গুণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৪

তব করুণাতে সবে রয়েছে প্রভু, রয়েছে।
তোমায় ছেড়ে' ত্রিসংসারে কেউ না বাঁচে, কেউ না আছে।।

যারা তোমায় চায় না প্রভু তারাও দূরে নয়কো কভু।
তাদের নিয়েও, তাদের ভেবেও সৃষ্টি নেচে' চলেছে।।

সবায় তুমি ৰাস ভালো, সবার তুমি আশার আলো।
সবার মনের কোণে তোমার মণিকা-দীপ জ্বলেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৫

যেও না, তুমি যেও না।
রঙিন ধরায় রূপে ভরে' রেখো, দূরে কখনো সরো না।।

হাসিতে হও উচ্ছ্বসিত, কল্পনাতে কল্পাতীত।
মধুর ভাবে মুখরিত লীলার জগৎ ভুলো না।।

মিলে' আছ সবার মাঝে, মিশে' আছ সকল কাজে।
মেতে' আছ ছন্দে নাচে, হে নটরাজ থেমো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৬

তোমায় চেয়েছি জীবনের দীপে।
তুমি আছ তাই আমিও আছি, উৎসারিত মধু নীপে।।

উৎস তুমি আলোর ধারার, তোমার মাঝে সবে একাকার।
সর্ব লোকের তুমি আধার, ফলে ফুলে গন্ধে ধূপে।।

হে মোর ৰন্ধু চির প্রিয়, সবার তুমি ৰরণীয়।
এই ধরারে ভরিয়ে দিও মানবতার মোহন রূপে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৭

সবার প্রিয়, প্রণাম নিও, প্রিয়তম তুমিই সবার।
খুঁজে' তোমায় দিন চলে' যায়, কাছে এসো হে সর্বাধার।।

থাক না তীর্থে থাক না বনে, মন্ত্রে স্তবে স্তুতিগানে।
আছ মনে, সঙ্গোপনে, মনকে শোণাই এ ডাক আমার।।

রাজার রাজা রাজাধিরাজ সরিয়ে আমার সব ভীতি-লাজ।
মনের ময়ূর নাচে যে আজ, তোমার পানেই দৃষ্টি তাহার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৮

এই অনুরোধ প্রভু তব চরণে, মনকে আমার শুভ পথে চালিও।
হতাশাগ্রস্ত হলে কভু আশার প্রদীপ সুমুখে ধরিও।।

লাজ-ভয়-ঘৃণা কভু পথ রোধ করে প্রভু, বজ্র আঘোবে সম্বিৎ আনিও।
জড়ভোগ বাসনাতে চিত্ত যদি মাতে, প্রসুপ্ত মানবতা জাগিয়ে দিও।।

অনুক্রমণিকা

চলিব তোমার পথে, যেন না ঝুঁকি বিপথে।
পথের দিশারী তুমি নিজে হ'য়ো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২০৯৯

আঁধার শেষে অরুণ হেসে' বললে, আমি এসেছি।
আমি এসেছি, ভয় কী আর, সঙ্গে আলো এনেছি।।

রাতের আঁধার ছিল ভয়াল, হিংস্র শ্বাপদ-দংষ্ট্রা করাল।
সবাই গেছে, আশা জেগেছে, আলোয় ভুবন ভরেছি।।

ভয় পেয়ো না কেউ কখনো, অমার পরেই আলো জেনো।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ও শোণ আমিই ধরে' রেখেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২১০০

তোমারে দেখিয়াছি আলো-আঁধারে।
কখনো আলোয় থাক, কখনো আঁধারে, মর্মে, কভু বাহিরে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার লীলা বুঝে' ওঠা সহজ নয়, বৈপরীত্যের এ কী সমন্বয়।
হার মানিয়া যবে সর্মপণ করিবে, ধরা দাও কেবলই তারে।।

এ কি লীলারসাভাস, এ কী প্রীতি–পরিহাস,
অশ্রু হাস্যে দুঃখে লাস্যে কী উপহাস।

কিছু না কহিব আমি, যাহা খুশী করো তুমি, শুধু কৃপা করো সবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১১/৮৪)

২১০১

অমন জল–ভরা চোখে চেয়ো না।
আমি আছি তোমার কাছাকাছি, কী হয়েছে মোরে বলো না।।

কে বা সে দিয়েছে অন্তরে ব্যথা, কে সে বোঝে নি মর্মেরই কথা।
কে সে নিষ্ঠুর করেছে বিধুর, মন মাঝে দিয়ে বেদনা।।

কথা দিয়ে কে বা কথা রাখে নিকো, বীণার তারেতে সুর তোলে নিকো।
আসিবে বলিয়া ফিরে' আসে নিকো, প্রীতিতে ঢেলেছে ছলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১০২

আমি কুসুম–পরাগে ভেসে' যাই আর পিক–কলতানে গাই।

আমি নিরাশ হৃদয়ে আশাদীপ, আমি মরুতে তরু সাজাই।।

আমায় যে না চেনে, যে বা চেনে, যে না মানে, যে বা মানে।

সবাকার মনে মাধুরী এনে' ধরাতে সুধা বহাই।।

আমি সবাকার তরে আছি গো, সবাইকে ভালবাসি গো।

সবাইকে নিয়ে দুঃখ ভুলিয়ে অমৃতের পানে ধাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১০৩

বন্ধু হে ভুলি নি তোমায়, না, না, ভুলব না।

সঙ্গে ছিলে, আজও রয়েছ, জানি কভু দূরে সরে' যাবে না।।

অন্ধকারে বরাভয়ে আছ, আলোকের মাঝে পুলকে নাচিছ।

সৃষ্টি–স্থিতি–লয়ে মেতে' আছ, তোমাকে দূরে রাখব না।।

সবার সঙ্গে মিলেমিশে' আছ, শুভ ভাবনায় প্রেরণা দিতেছ।

গানের ভাষায় সুর যুগিয়েছ, তোমাকে ছেড়ে' থাকব না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১০৪

তোমার পানে চলি তোমাকে ভাবিয়া।
আমার যাহা কিছু রহিয়া গেছে পিছু, মন থেকে দাও মুছিয়া।।

যা' করেছি, যা' করি নি, কিসে কত সুখ-গ্লানি।
মানবাধারে এসে' যাহা করিতে পারি নি,
ভাবিয়া নাহি কাজ, ভাবিব তোমারে আজ পরাণ ভরিয়া।।

সুমুখে আলোকশিখা, কপালে জয়ের টিকা।
হে দেব এগিয়ে যাব পথে, রেখো নাকো ঢাকা।
তোমার ইচ্ছামত কাজ করে' যাব শত তোমারে সতত স্মরিয়া।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১০৫

গানের রাজা এসো আমার প্রাণে।
তোমারে চেয়েছি, তোমাতে মেতেছি, তুমি থাক সর্ব ক্ষণে।।

যবে অরুণরাগে পূর্বাকাশ মেতে' ওঠে, গন্ধমধুতে কুসুম-কানন লোটে।
আমার মনেতে নব নব কুবলয় ফোটে, তুমি এসে' বসো সেখানে।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে ধরিতে চাই, মর্মে রাখিতে চাই।
সুখে দুঃখে কাছে কাছে তোমারে যেন পাই।
এ নতি বিনতি মোর, হৃদয়ের এ আকুতি, নিজ গুণে শোণ কাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১০৬

তোমাকে চেয়েছি আমি জীবনের প্রতি পলে,
ভাবনার শতদলে, কর্ণিকা-মধু্ মাঝে।
আমার যা' কিছু ভাল, যা' কিছু আমার আলো।
সব বিনিময়ে তুমি এসো মোহন সাজে।।

তোমার সবই যে ভাল, এ বিধুতে নাই কালো।
অহেতুকী কৃপা ঢালো, দূর করো ভয়-লাজে।।

তোমারে নিকটে চাই, অন্য বাসনা নাই।
কাজের মাঝারে তাই খুঁজে' যাই রাজাধিরাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১০৭

অনুক্রমণিকা

তোমায় চেয়ে তোমায় ভেবে' দিন যে চলে' যায় আমার।
তুমি কথা শোণ না, কথা বল না, কী যে করি বলো এক বার।।

আমি তোমায় পাবই পাব, তোমার ছিলুম তোমার হব।
মোহের ঘোরে ঘুরে' ঘুরে' ভুলেছিলুম আমি তোমার।।

কমল ভালৰাসে রবিকে, ছোট্ট হলেও ভাবে বড়কে।
আমি ভালৰাসি তোমাকে, দূরে থাকা যায় না আর।।

(নিউ আলিপুর, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১০৮

এই বনবীথিকায় পুষ্পমায়ায় নিজে এসে' ধরা দিলে আমায়।
যে কথা বলিলে, যাহা শিখাইলে, স্মৃতিপটে ধরে' রেখেছি তায়।।

ভুলিতে পারি না সে তিথির কথা, মমতা-মাখানো সেই প্রাণীনতা।
মানস কুসুমে মাসর্তুক্রমে স্নিগ্ধ করি তা' ভালৰাসায়।।

আমার মাঝারে পেয়েছি তোমারে, এত দিন বৃথা খুঁজেছি বাহিরে।
মনের গহনে বিজনে গোপনে পূর্ণ করেছি সব আশায়।।

অনুক্রমণিকা

(বিষ্ণুপুর, ২০/১১/৮৪)

মাসর্তু = মাস+ ঋতু

২১০৯

কেন দূরে যাও বারে বার, এবার এলে থেকে' যেও।
সবাই ধরায় চায় যে তোমায়, তাদের আশা ভরে' দিও।।

জানি তোমার আসা-যাওয়া, হয় না কোন চাওয়া-পাওয়া।
তবু এমন মনের মায়া দেখি নাকো কাছেও।।

এই মায়াতেই জগৎ আছে, চক্রাকারে ঘুরে' চলেছে।
জানত যদি আছ কাছে, যেত নাকো দূরেও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১০

কে বলে রয়েছ দূরে, এত কাছে থাকা নাহি যায়।
কে ভাবে গেছ ভুলে', ভেবে' যাও প্রতি লহমায়।।

ভেবেছিলুম তুমি রয়েছ দূরে, তাই তো মরেছি ঘুরে' ঘুরে'।
আজকে প্রভু চিনিয়াছি তোমারে, তব জ্যোতি চিতে ঝলকায়।।

অনুক্রমণিকা

শোণ সবাকার কথা, বোঝ মর্মের ব্যথা,

হিয়ায় হিয়া দিয়ে জেনে' নাও ব্যাকুলতা।

আমরা অবোধ প্রভু কিছুই বুঝি না, তবু দোষ খুঁজি তব মহিমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১১

কে গো তুমি আজি ভরে' নিলে সাজি না বলিয়া মোর ফুলবনে।

আসিতে বলি নি, বসিতে বলি নি, স্বাগত করি নি বিতানে।।

ডাকিলে আস নি অনাহূত এলে, মোর মনোবনে নীরবে পশিলে।

কিছু না কহিয়া মধুর হাসিয়া রত হলে ফুল চয়নে।।

বুঝিতে পারি না এ কী তব লীলা, মন নিয়ে কেন করে' যাও খেলা।

আমার কাননে আমারই গোপনে দোলা দাও প্রীতি-স্পন্দনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১২

তোমারে নিভৃতে আমার করে' নিতে চাই, জান না কি সে কথা।

ভাবো আকুতি মম, হ'য়ো না নির্মম, বোঝো মোর ব্যাকুলতা।।

অনুক্রমণিকা

প্রভাতে রাঙা রাগে তোমার কথা ভাবি, সন্ধ্যাতারকায় দেখি তব ছবি।
বিজনে নিশীথে শুণি বীথিকাতে তোমার আসার বারতা।।

হ'য়ো না দূরতম এসো নিকটে মম, ভুলো না তুমি মোর অন্তরতম।
আলোকে আঁধারে আমারে থেকো ঘিরে', হে শোভন মধুরতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১৩

ভালবাসি তোমায় আমি, ভুলে' যাব না, যাব না, না, না, না।
তুমি ছাড়া কেউ কি আছে, আমি জানি না, জানি না।।

সৃষ্টি যখন ছিল নাকো, কেউ ছিল না যাকে দেখ।
এখন সবাই ঘিরে' বলে মোরে দেখো না, দেখো না।।

তুমি আছ তাই সৱাই আছে, জগৎ আছে, ঘুরে' চলেছে।
তোমার কৃপায় সবই যে হয়, কেউ তা' বোঝে, কেউ বোঝে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১৪

অনুক্রমণিকা

তুমি এসেছিলে, কাছে টেনে নিলে, নিজ রঙে মনকে রাঙালে।
তুমি যা মোর পাওয়ার সবই দিয়ে দিলে, যা' পাওয়ার নয় তাও দিলে।।

ছিলুম তোমাকে ভুলে' জড়ে' মিশে', তুমি চেতনা এনে' দিলে শেষে।
বোঝালে আমার মানবাধারে পরাগতি হয় কী করিলে।।

আমার বলিতে কিছুই ছিল না, ছিল না সাধ্য, ছিল না সাধনা।
দেখি কৃপা হ'লে আঁখি যায় খুলে', ভুলেই তোমাকে ছিনু ভুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

২১১৫

দূরে সরে' যায় তামসী যামিনী, নবারুণ হাসে পূর্বাকাশে।
মনের কুয়াশা কেটে' ফোটে আশা মন্দ্রিল মধু বাতাসে।।

আর ঘুমায়ো না, উঠে' পড়ো সবে, অনেক কাজ আছে জীবনের উৎসবে।
অনেক রিপু আছে, সরিয়ে দিতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ে, দৃঢ় আশে।।

ধরায় এসেছি সীমিত কাল নিয়ে, তাতেই কাজ সারিতে হবে গুছিয়ে।
ব্রত সার্থক হবে কি করে' অলস বিলাসে কাল গেলে ভেসে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১১৬

তোমাকে খুঁজেছি, না দেখে' ভালবেসেছি, শুণেছি তোমার কথা লোকমুখে,
তুমি আঁধারে আলো আন, কাছে টানিতে জান,
শুধরিয়ে দিতে চাও সব পাপীকে।।

অলখ নিরঞ্জন হে প্রভু সবাকার, কল্যাণদ্যুতি জ্বালো মর্ম মাঝে আমার।
ভুল পথে যা' চলেছি, ভুল করে' যা' করেছি,
সরাও সে গ্লানি মোর তুমি আজিকে।।

তব কাজ করে' যাব, তোমার হয়ে রব,
তোমার মাঝারে পাব জীবনের গৌরব।
বিশালতা তব হবে মোর বৈভব, এগিয়ে যাব তাকিয়ে সুমুখে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১১/৮৪)

২১১৭

তুমি কেন দূরে আছ, দূরে আছ, কেন দূরে আছ।
এসো কাছে মনের মাঝে মনকে যদি চেয়েছ।।

অনুক্রমণিকা

তোমার আমার মেলামেশা নিত্যকালের ভালবাসা।
মর্ম মাঝে যাওয়া-আসা কেউ জানে না, ঢেকে রেখেছ।।

কালাতীতের হে প্রিয় মোর, অনন্তে বেঁধেছ প্রীতিডোর।
পূর্বাকাশে এল যে ভোর, এখনো কি ভেবে' চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১১/৮৪)

২১১৮

এত ডেকেছি, সাড়া না পেয়েছি, বলো আর কী করিতে পারি।
মোর কাঁদা-হাসা, মোর যাওয়া-আসা, সব কিছু মনে তোমারই।।

জড় ও চেতন যা' কিছু রয়েছে, তোমার মনেতে নাচিয়া চলেছে।
সবাই তোমাতে তুমিও সবেতে ওতঃপ্রোত ভাবে সঞ্চারি'।।

সকল মনের আশা শত শত, যত কথা ব্যথা তোমাতে নিহিত।
তুমি দাও বিধি তব মনোমত, মোরা শুধু অনুরোধ করি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১১/৮৪)

২১১৯

অনুক্রমণিকা

ভুল ভেঙ্গে' গেছে, নিশানা মিলেছে, এইবার চলো এগিয়ে যাই।
পথে কি বিপথে সে রয়েছে সাথে, তাই তো আলোক দেখিতে পাই।।

আমরা কখনো কেউ নই একা, সঙ্গে সে আছে হয়ে যাবে দেখা।
তাহারই আশিসে প্রাণের হরষে শুধু সুমুখের পানে তাকাই।।

পিছনে দেখার অবসর নাই, লাজ–ভীতি ভুলে' তারই গীতি গাই।
হাতে যা' পেয়েছি সঙ্গে রেখেছি, লক্ষ্যের পথে পাথেয় তাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১১/৮৪)

২১২০

শারদ শুক্লা নিশীথে তোমারে চেয়েছি নিভৃতে।
এ চাওয়া পূর্ণ হতে পারে প্রিয় তোমার কৃপার কণাতে।।

শক্তি নাই, সামর্থ্যও নাই, অকপটে কৃপা যেচে' চলি তাই।
নয় যোগ্যতারই দাবিতে।।

পথ বেঁধে' দিলে করুণানিধান, দিলে ৰন্ধন করে' দিলে ত্রাণ।
তোমার ছায়ায় মন্ত্রমায়ায় চলে' যাব তব বীথিতে।।

অনুক্রমণিকা

মানুষের হাতে কতটুকু আছে, তব করুণায় বিশ্ব চলেছে।

ও করুণাকণা যে বা পেয়েছে সে সব পেয়ে গেছে ধরাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১১/৮৪)

২১২১

হেমন্তেরই হিমাঘাতে–

কমলকলি ফোটে না আর, পায় না মধু ভৃঙ্গেতে।।

নিয়ে এসো মধু ঋতু পূর্ণ প্রাণের তুঙ্গ কেতু।

উড়িয়ে তারে দাও অম্বরে মলয়স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতে।।

প্রাণের আবেগ তুমিই জান মর্ম মাঝে ছন্দ আন।

সে ছন্দেরই ঊর্ধ্বপাতে সীমা মেশে ভূমাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২২

দূর আকাশের তারা তুমি কাছে এসো।

প্রাণে এসো, মনে এসো, স্মিত হেসো।।

ভালবাসি আমি তোমায় কেন তাহা বলা না যায়।

সর্ব সত্তা তোমারে চায়, মর্মে মেশো।।

অনুক্রমণিকা

তুষার গিরিশিখর 'পরে, মহোদধির অতল নীরে।

ভাব-ভাবনার সীমার পারে ভালবেসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২৩

আমি আছি ভয় কী তোমার, সুখে দুঃখে আমাকে ডেকো।

মন্দ-ভালো যে বা আসুক, মনের মধু মাখিয়ে রেখো।।

নিদাঘেরই দহন জ্বালায় যাতনা সহা না যদি যায়।

ভাবনারই ছন্দছায়ায় কোমলতায় আমাতে ঢেকো।।

শীতের নিঠুর ঝঞ্ঝাবাতে প্রীতির কুসুম ঝরে' যেতে-

রয় না যাতে কোন মতে, প্রাণোচ্ছ্বতায়, আমায় দেখো।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২৪

তোমার কথা শুণে শুণে' কাছে পেতে মোর মন যে চায়।

কত দূরে আছ তুমি নাহি জানি, ভাবনা হয়।।

অনুক্রমণিকা

কত লোকে কত বলে, শাস্ত্র নানা পথে চলে।
আমি ভাসি আঁখিজলে, বুঝে' না পাই কী উপায়।।

কৃপা তোমার ভরসা আমার, জেনো আমি নিরুপায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২৫

শুণেছি তুমি দয়ালু, কাজে কেন অন্য দেখি।
তোমার তরে আঁখি ঝরে, দিন চলে' যায় তোমায় ডাকি'।।

ভালবাসি তোমায় জেনো, তুচ্ছ হলেও অণু মেনো।
অণুর ব্যথায় ভূমার ব্যথা, এও বুঝিতে পারো নাকি।।

যা' ইচ্ছা তাই কোরো প্রিয়, শুধু আমায় সঙ্গে নিও।
মর্মকথা ব্যাকুলতা কথার জালে যায় না ঢাকি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২৬

তুমি এসেছ, ভালবেসেছ, সবাকার মুখ চেয়ে নিজেরে করেছ দান।

অনুক্রমণিকা

তোমারই পথ ধরে', তোমারই নাম করে,'
এগিয়ে যাই মোরা গেয়ে তোমারই গান।।

তোমারই আগমনে তমসার অপনয়নে,
রাত্রির ছিল যত ভয় হয়েছে অবসান।।

নাই কো কোন ৰাধা, চলিতে কোন দ্বিধা।
সুমুখের পানে চলি, মোদের এ আলোর অভিযান ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১১/৮৪)

২১২৭

আকাশ বাতাস কহিছে আমারে, তুমি আছ কাছাকাছি।
এ ঊর্মি সলিলে ৰালুকার কূলে তুমি আছ, আমি আছি।।

ছিলুম না একা নহিও একাকী, সব কালে রেখেছ প্রীতিতে ঢাকি'।
কাল-দ্রাঘিমায় মধু তনিমায় শুধু তব কৃপা যাচি।।

অনাদি কালের ৰন্ধু আমার, জানি তুমি প্রাণপ্রিয় সবাকার।
তবু মানি আমি মোর শুধু তুমি, যেভাবে সাজাও সাজি,
আমি তব রূপে রাগে নাচি।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১১/৮৪)

২১২৮

কেন এসেছিলে, কেন চলে' গেলে, কেন ফেলে' গেলে ভালবাসা।

তৃণের অঙ্কুরে মনের মুকুরে এঁকে' রেখে' গেলে রাঙা আশা।।

কোন কিছু তুমি চাও নি কখনো, দিতে নির্দেশ দাও নিকো কোন।

বলেছিলে কাজ করে' যাও আজ দূরে ফেলে' দিয়ে নিরাশা।।

সঙ্গে রয়েছি, থাকি চির কাল, কল্যাণ ভাবি সন্ধ্যা-সকাল। যে আমার প্রিয় তারে জেনে' নিও, মোরে পাওয়া নয় দুরাশা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১১/৮৪)

২১২৯

তোমায় আমায় গোপন দেখা হবে প্রিয় মনের কোণে।

জানবে না কেউ, দেখবে না কেউ, বুঝবে না কেউ মনে মনে।।

আসবে তুমি ফুলের সাজে উদ্বেলিত হিয়ার মাঝে।

জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের সাথে আলোয় আলোয় মধুবনে।।

অনুক্রমণিকা

যতটুকু জানি তোমায়, ভাবে ভাষায় ধরা না যায়।

ভাবাতীত ভাষাতীত, তাই কি আস সঙ্গোপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১১/৮৪)

২১৩০

গ্রহ–তারা ঘোরে তোমারে ঘিরে' সাগর–ঊর্মিরই মাঝে মাঝে।

মনেরই কেকা তোমাকে একা পাইতে কলাপে চলে নেচে'।।

অণু–পরমাণু মহাকাশ–বুকে ছন্দে ও তালে নাচে মহা সুখে।

যাহা পাইয়াছি, যাহা পাই নিকো, সবেতে তোমাকে মন খোঁজে।।

যা' ছিল নিকটে, যাহা গেছে দূরে, যাদের লাগিয়া মন আজও ঘোরে।

তাহারা সবাই আছে তোমাতেই, তুমি রাখিয়াছ লীলা সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১১/৮৪)

২১৩১

তুমি এসেছিলে, ভালবেসেছিলে, আমার মনে মনে মধু কুঞ্জবনে।

তোমায় কেউ ডাকে নি, প্রীতি ঢালে নি, গীতি শোণায় নিকো কাণে কাণে।।

তুমি হাসতে জান, ভালবাসতে জান, দূরকে নিকটে টান গানে গানে।।

কেউ পর নাই তোমার সবাই আপনার, সবাকার কণ্ঠে পরাও প্রীতিহার।
যে তোমাকে পায় সে সব কিছু পায়, সবেতে মিশে' থাকে প্রাণে প্রাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১১/৮৪)

২১৩২

শুধু তোমার প্রীতির আলোকে তোমাকে জানা বোঝা যায়।
বিদ্যা-বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না, সব কিছু হয় কৃপায়।।

যতই জানুক জীব জ্ঞান তার সীমিত, পরিমিত আধারে বুদ্ধিও পরিমিত।
তুমি নিত্য, তব সব কিছু সীমাতীত, স্পন্দিত তব দ্যোতনায়।।

তবে কেন অহমিকা, কেনই বা ভুলে' থাকা,
নিজের অজ্ঞতা বাজালে কেন ঢাকা।
তোমার আলোকে চেতনা জাগাও লোকে, চিন্ময় তব করুণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১১/৮৪)

২১৩৩

শাশ্বত সত্তা প্রভু তুমি, আর সবে তোমার কৃপায় আছে।
তব রূপে রাগে তব অনুরাগে তব প্রেষণায় সবে নাচে।।

প্রাণের প্রদীপ তুমি রাখ জ্বালি', সাজায়ে রেখেছ কুসুমের ডালি।
বিষাদে আবেশে হরষে সহাসে তব করুণায় সবে বাঁচে।।

হে প্রভু সঙ্গে আছ চিরকাল, অণু-হিয়া মাঝে তুমি সুবিশাল।
মত্ত পবনে মেঘগর্জনে তোমার অভীতি সবে যাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১১/৮৪)

২১৩৪

ভাল যদি না বাসিলে কোন ক্ষতি নাই, শুধু কাছে এসো।
মোর কুটিরে যদি না বসিলে, চরণ ফেলে' শুধু মৃদু হেসো।।

তোমায় সবাই প্রভু চেয়ে থাকে হৃদয়ে, আমিও যে তাই চাই সবিনয়ে।
প্রার্থনা যদি না শোণ, শুধু কাছে এসে' বলো ভালবাসি না লেশও।।

গানে গানে প্রাণে প্রাণে মিশে' রব আমি তোমারই ধ্যানে।
এ কথা বলিতে পারিবে না, চাই না আমার তুমি ধ্যানে বসো।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১১/৮৪)

২১৩৫

আলো তুমি তুলে' ধরো সবারই সামনে,
তোমায় যায় না জানা বুদ্ধি-জ্ঞানে।।

ভাবি যখন জেনে' গেছি, দেখি তখন আঁধারে আছি,
সমর্পণে বুঝি আছ মনে।।

দুঃখের রাতে দহনজ্বালায় শোকে তাপে ব্যথিত হিয়ায়,
ডেকে' দেখি, আছ সঙ্গোপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১১/৮৪)

২১৩৬

সন্ধ্যাগগনে মৃদু সমীরণে কে গো তুমি এলে মোর মনে।
চিনিতে পারি নি, জানিতে পারি নি, বুঝিতে পারি নি কী কারণে।।

ছিলুম ভুলে' নিজেকে নিয়ে, মোর যত ত্রুটি রেখে' লুকিয়ে।
দেখি জান সব মোর অনুভব সবই তব নখদর্পণে।।

অনুক্রমণিকা

বুঝিলাম কিছু ঢাকা নাহি যায়, গোপন ভাবনা তব কাণে যায়।
সবার মাঝারে সবার বাহিরে রয়েছ মনের মধুবনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১১/৮৪)

২১৩৭

কোন্ সে অতীতে তুমি এসেছিলে, ভুলে' গেছি দিন–ক্ষণ তার।
কোন্ অতলে তারা তলিয়ে গেছে, রেখে' গেছে শুধু স্মৃতিভার।।

সে অতীত লেখা নেই ইতিহাসে, পত্রে ছত্রে কোন রেখাভাসে।
সে অতীত আছে বেঁচে' মনেরই মাঝে, অশ্রুতে সিক্ত করে' প্রীতিহার।।

অতীত কখনো ফিরে' আসিবে না আর, আসিবে না ফুলে ভরা প্রীতি সমাহার।
কেবল থাকিবে তুমি অভ্র অবনী চুমি, তাই তো তোমারে নমি শত শত বার।।

(রায়পুর থেকে ঠাকুর পুকুরের পথে, ২৭/১১/৮৪)

২১৩৮

দুস্তর কালসমুদ্র পারে তুমি জেগেছিলে।
অন্ধতমিস্রার হয়ে গেল অপসার মুহূর্তে কোন্ মন্ত্ৰবলে।।

অনুক্রমণিকা

যা' ছিল না তাহা এল, প্রাণে স্পন্দিত হ'ল।
নৃত্য–গীতে প্রাণ হয়ে গেল উচ্ছল, নীরবতা মাঝে বাণী দিলে।।

জড়েতে চেতনা এল, প্রগতি–ঋদ্ধি এল, হাসিখুশিতে ধরা পূর্ণ হয়ে গেল।
অপার করুণায় অমেয় মমতায় প্রীতিডোরে তুমি সবারে বাঁধিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১১/৮৪)

২১৩৯

তুমি চুপি চুপি ঘরে আসিও, মোর কালনিদ্রা ভেঙ্গে' দিও।
যদি কাজ ভুলে' ঘুমে পড়ি ঢুলে', বজ্র আঘোষে জাগাইও।।

বনবীথিকায় বিছানো বকুলে অরুণ যখন হেসে' এসে' বলে।
আমি আছি সাথে কালে অকালে সে আশ্বাস মনে ভরিও।।

জলদর্চিতে আকাশের কোণে ইন্দ্রধনু যে মায়াজাল বোনে।
সে নয় সত্য, সূর্যই ঋত, এ শাশ্বত বাণী শুণিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১১/৮৪)

২১৪০

অনুক্রমণিকা

আমি তোমায় ভুলে' কিসের ছলে কাল কাটালুম ধরার বুকে।
কোন কুহকে ছিল ঢেকে', তাই শুণি নি শুভার্থীকে।।

আঁধার যখন নেবে' এল, ভরসা কেউ না রহিল।
তখন বলি এসো চলি', ৰাঁচাও প্রভু এই বিপাকে।।

সময়ে হুঁশ হয় নি আমার, তবু জানি তুমি সবার।
টানো মোরে আপন করে', থাকো আমার সুখে দুঃখে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১১/৮৪)

২১৪১

যবে এই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে, বীথিকা পুষ্পে ভরা ছিল।
গন্ধেতে মন মেতে' উঠেছিল, গীতিকার ধারা ভেসেছিল।।

সে বকুল বীথি আজও পড়ে' আছে, ঝরা ফুলদল ধূলায় মিশেছে।
গন্ধ কোথায় উবিয়া গিয়াছে, সবে' ভুলে' গেছে কী বা ছিল।।

বকুল তরুরা আজও বেঁচে' আছে, ইতিহাস নিয়ে কাঁদিয়া চলেছে।
জলে ভেজা বীথি গাইয়া চলেছে, এক নেই, কেউ না রহিল।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১১/৮৪)

২১৪২

সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাতারা, দূর আকাশে একলা কেন জেগে' আছ।
কার আসা-পথ চেয়ে আছ, কার কথা ভাবছ।।

কে বলে নি কথা বলো, দুঃখে আঁখি ছলছল।
হয়ে ওঠ প্রাণোচ্ছল, ছন্দে নাচ।।

আমি তোমার ব্যথার ব্যথী, একই রাগে গাই যে গীতি।
একই তালে চলতে চাই, আমায় কি চিনেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১১/৮৪)

২১৪৩

আমি তোমায় চিনি না, চিনিতে চাহি না।
আমি তোমার তুমিও আমার, এর বেশী কিছু জানি না।।

নিদাঘের তাপে শীতল ছায়া, দহন-জ্বালায় চন্দন-মায়া।
তোমাতে তৃপ্ত সব চাওয়া-পাওয়া, এর বেশী কিছু বুঝি না।।

অনুক্রমণিকা

শীতে জড়তার কুহেলিকা 'পরে আন মধুমাস স্মিত নূপুরে।
ফুলে ফলে রসে মন দাও ভরে', তোমার নাহিকো তুলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১১/৮৪)

২১৪৪

অরণ্যে গিরিশিরে খুঁজে' খুঁজে' তোমারে, দিন চলে' যায়, সন্ধ্যা ঘনায়।
সাড়া নাহি দিলে, কথা নাহি শুনিলে, কেমন হৃদয় বোঝা নাহি যায়।।

কুসুমে খুঁজেছি, মধুতে খুঁজেছি, পরাগের প্রতি রেণু রেণু মাঝে খুঁজেছি।
কোনখানে পাই নি, ধরিতে পারি নি, তুমি এসে' বল নি আছ কোথায়।।

তীর্থে তীর্থে কত ভ্রমণ করেছি, কত হ্রদ-নদী-সাগরেতে স্নান করেছি।
কোন অবগাহনে শান্তি পাই নি মনে, অতৃপ্ত হিয়া শুধু আঁখি ঝরায়।।

অবশেষে বুঝেছি মনমাঝে পেয়েছি, মনের রন্ধ্রে তব জ্যোতিঃকণা দেখেছি।
মনেরই মাঝারে পাওয়া যায় তোমারে, শুদ্ধ মনে তব আলো ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

২১৪৫

তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল স্বর্ণৰালুকা-উপকূলে।
ঊর্মিমালায় নর্তনরত মহোদধির মন্দ্রিলে।।

ৰালুকাবেলায় বসে' আনমনে, কাল কাটাতুম তারা গুনে' গুনে।
ভাবিতে কখনও পারি নিকো মনে তোমাকে পাব কোন কালে।।

চুপি চুপি হঠাৎ এসে' গেলে, মোর প্রাণ-মন জয় করে' নিলে।
কাছে এসে' মোর কাণেতে কহিলে, আমি আছি সাথে সব কালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

২১৪৬

চেয়েছি তোমারে মনেরই মুকুরে জীবনকে ভরে' মোর প্রতি পলে।
তোমারে ভেবে' তব অনুভবে প্রাণেরই উৎসবে ফুলে ফলে।।

নিত্যকালের প্রিয়তম আমার, লীলানন্দে আছ মনে সবাকার।
সবারই অন্তরে সবারই বাহিরে নাচিয়া চলেছ প্রীতি-উচ্ছলে।।

তোমারে দেখি নি, তোমারে জানি নি, ভালবাসিয়াছি কেন তা ভাবি নি।
এ কেন-র কোন উত্তরও চাই নি, শুধু চাই কৃপাকণা সু-কালে অ-কালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১৪৭

অপার অনন্ত তুমি কি বা জানি আমি, তোমার কৃপায় মোর দিন চলে' যায়।
তোমারই নাম নিয়ে তোমারই গান গেয়ে, ভবপথ ধরে' চলি তব ইচ্ছায়।।

তোমারে ভালবাসি, তব নামে কাঁদি হাসি,
তব কাজে বার বার হে প্রভু ধরায় আসি।
তাহা তুমি করিয়া যাও যাহা তব অভিপ্রায়।।

শাস্ত্র-আলোচনা, দর্শন-বিজ্ঞান কিছুতে না পেতে পারে তোমারই সন্ধান।
তব ইচ্ছাতে সবই হয়, হয় তব করুণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

২১৪৮

তুমি এলে না, দিনের পরে দিন যে গেল, সময় তোমার হ'ল না।।

সেজে' থাকা হ'ল বৃথা, তিলক-চন্দন-মালা গাঁথা।
ছন্দে ৰাঁধা কত কথা-ভরা রসনা।।

অনুক্রমণিকা

দিলুম সবে জলাঞ্জলি, মোহন রাগে অর্ঘ্য ডালি'।
মনের মধুরতা ঢালি' এবার এসো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

২১৪৯

কবে তুমি আসবে প্রিয় পথ চেয়ে বসে' আছি।
নানা সাজে বেদী সাজিয়ে মনের মধু তাতে ঢেলেছি।।

মানস কুসুমহারে গাঁথিয়াছি প্রীতিডোরে।
জেগে' আছি তোমার তরে অতন্দ্র নয়ন মুছি'।।

যামিনীর এই শেষ যামেতে অশ্রুতে ভেজা সাজেতে।
এখনও যদি আসিতে, বসিতে মোর কাছাকাছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১১/৮৪)

২১৫০

আলোকের এই উৎসবে সবাই তোমাকে চায়।
তব ভাবনায় সবে মন্দ্রিত হয়ে যায়।।

অনুক্রমণিকা

কাছে আছ এও জানি, জীবনেতে তাও মানি।
তবু্ মন নাহি মানে, ব্যাকুল চোখে তাকায়।।

শোনো সবাকার কথা, বোঝো সবার আকুলতা।
ধরা 'পরে নেবে' এসো, হাসো সুধাঝরণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫১

তোমারে ডেকেছি গানে গানে, দেখেছি তোমারে প্রাণে।
আর কিছুতেই মন নাহি মানে, টানো মোরে তব টানে।।

লক্ষ আশা যা' অন্তরে ছিল, সমাহারে সব এক রাগ হ'ল।
অনেক হারিয়ে একে মিলে' গেল প্রিয়তম তব ধ্যানে।।

জড়ের মাঝারে তুমি চেতন, অযুত অণুতে চিত্তমোহন।
তোমারে তুষিতে গমনাগমন, চলি চেয়ে তব পানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫২

অনুক্রমণিকা

গান ভেসে' গেছে তানে লয়ে সুরে তৃপ্ত করিতে তোমারে।
মন ভরিয়াছে তব তৃপ্তিতে, তুমি ভালবেসেছ সবারে।।

অমরার দ্যুতি নেবে' এসেছিল, প্রাণের প্রতীতি ধরা পেয়েছিল।
তোমার পরশে ভাষা জেগেছিল নব দ্যোতনার নব সুরে।।

সাত রঙা রাগে তব রথ চলে বিশ্বদোলায় ছন্দে ও তালে।
সবার ঊর্ধ্বে কালে অকালে ভাবনার পরপারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫৩

আমি যা' গেয়েছি তুমি শুণেছ কি?
আমার প্রাণের কথা, আমার মনের কথা।
ভাবের তরঙ্গে যা' জেগেছিল, ভাষায় যে রূপ তারা পেয়েছিল,
আমার মর্ম–ছোঁয়া সে সব ব্যাকুলতা।।

শরৎ শিউলি–লাজে কাঁপা ঠোঁটে যে কথা কয়েছি মুখ ফুটে'।
সে কথা কি তোমার কাণে ওঠে, আমার লুকোনো সেই সকল ইতিকথা।।

অনুক্রমণিকা

তোমাকে চেয়েছি জীবন ভরে', তোমাকে চাই আমি মরণ পারে।
তোমার তরে মোর অশ্রু ঝরে, মূক হয়ে যায় সকল মুখরতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫৪

তোমাকে জেনেছি, মর্মে বুঝেছি, আমি তোমার, তুমি আমার।
তোমাকে ভুলে' ভেসেছি অকূলে, করি ত্রুটি স্বীকার আপনার।।

দুগ্ধ থাকে কি ধবলতা বাদে, উৎসব হয় কি শোকে বিষাদে।।
তোমারই সংসার তুমি সারাৎসার, সবাই প্রত্যাশী তব কৃপার।।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তুমি ভরা, অনুরাগে রূপে রাগে ভরিয়া রেখেছ ধরা।
তোমাকে নিয়ে তোমাকে চেয়ে সবাই নাচে ঘিরে' চরণ তোমার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫৫

অলকার দূত এসে' হেসে' বলে, এসেছি, আমি এসেছি।
দুঃখ দেখেছি, বেদনা বুঝেছি, ছুটে' এসে' গেছি।।

অনুক্রমণিকা

মানুষে মানুষে এই হানাহানি কেন করে' যায়, কারণ না জানি।
সম্পদ যাহা সবাকার তাহা মাপিয়া দিয়াছি।।

সকলের তরে সকলে তোমরা, সবার স্বার্থে ৰাঁচা আর মরা।
একই পরিবারভুক্ত তোমরা, এ কথা জানিয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১১/৮৪)

২১৫৬

আমার মনে সঙ্গোপনে এলে প্রভু কৃপা করে'।
বিদ্যা–বুদ্ধি কিছুই যে নাই, সামর্থ্য নাই তুষি তোমারে।।

এই চরাচর অধীন যাহার স্থানাভাব নাই কিছুই তাহার।
এ শুধু করুণা তোমার, কৃতজ্ঞতায় আছি ভরে'।।

স্তব–স্তুতিতে ভরে না মন, অতল তুমি অপার চেতন।
শুধু ভাবি তুমিই কেমন, কেন ভালৰাস মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

২১৫৭

অনুক্রমণিকা

এ কী লীলা বিশ্বমেলায় আপন মনে করে' চলেছ।
কোথাও ভাঙ্গ, কোথাও গড়, কোথাও মনে টেনে' নিতেছ।।

এ বিসৃষ্টির নেইকো আদি, নেইকো অন্ত নিরবধি।
পয়োকণা থেকে মহাপয়োধি, সবারে নাচে মাতিয়েছ।।

যুক্তিতে তোমারে পাওয়া, শক্তিতে তোমারে চাওয়া।
সামর্থ্যেরই বাইরে যাওয়া, একথা বুঝিয়ে দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

২১৫৮

প্রিয় তুমি কখন আস জানা না যায়।
ভাবি যখন ভুলে' গেছ, এসে' বল ভুলি নি তোমায়।।

খুঁজি যখন তোমায় পেতে আকাশ-বাতাস-নীরস্রোতে।
কোথাও নাহি পাই দেখিতে, হতাশাতে আঁখি ঝরায়।।

মনের মাঝে লুকিয়ে আছ, সঙ্গোপনে দেখে' চলেছ।
বললে কথা মূক থেকেছ, মূক থাকিলে ডাক আমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১৫৯

ভুল কি কেবল আমরাই করি, তুমি কি করে' থাক না কোন।
ডাকি তবু সাড়া দাও না প্রভু, আমরা একে ভুল বলি জেনো।।

যে শিশু জানে না কে বা তার কে, শুধু শুধু কেন কাঁদাও তাকে।
যে ফুল রেখেছিল মধু বুকে, তাকে শুকানো কি ভাল মান।।

হাসি–ভরা মুখ লাগে ভালো, কেন কাঁদাও কেন করো কালো।
আঁধার আন, কেন নেৰাও আলো, কাতরতার কথা নাহি শোণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

২১৬০

এসো প্রভু আমার কাছে এ ক্ষুদ্র কুটিরে।
তোমার তরেই বসে' আছি অতন্দ্র প্রহরে।।

তুমি আমার চাওয়া–পাওয়া, মোর জীবনের আলো–হাওয়া।
তোমায় ঘিরে' আসা–যাওয়া নিত্যকাল ধরে'।।

অনুক্রমণিকা

তোমায় আমি ভালবাসি, তোমায় নিয়েই কান্না–হাসি।
শুক্লা রাতের চাঁদের হাসি তোমার অধরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

২১৬১

আঁধার নিশীথে প্রভু আলো জ্বালো, তুমি জ্বালো।
আঁধার ঘরেতে মন ঝিমিয়ে পড়ে, জ্যোতিঃ ঢালো।।

তোমারে চেয়েছি মোর কাছে কাছে, চেয়েছি জীবনে মনেরই মাঝে।
তুমি দীপশলাকা নিয়ে এসো এগিয়ে, কাছে টানো যদি মোরে বাস ভালো।।

নিত্যকালের তুমি চির পুরাতন, সর্বকালের তুমি চির নূতন।
নূতনের অভিসারে মাতাও মোরে, প্রাণের প্রতীতিতে নাশো কালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১২/৮৪)

২১৬২

মানস কমলে তুমি এসেছিলে, কেন তাহা আমি জানি না।
ছিল না আমার কোন যোগ্যতা, ছিল অজ্ঞতা–অবিবেচনা।।

অনুক্রমণিকা

মন মাঝে দেখি তুমি এসে' গেলে, কালো যবনিকা সরাইয়া দিলে।

কহিলে আমারে, চেয়ে দেখো মোরে, করে' যাও মোর সাধনা।।

সেই তিথি আজ ভুলিয়া গিয়াছি, তব কথা মনে গাঁথিয়া রেখেছি।

দিবসে নিশীথে আলো–আঁধারেতে দেয় সে আমারে প্রেরণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১২/৮৪)

২১৬৩

তোমারে যবে ভেবে' থাকি, তোমারে যবে প্রাণে ডাকি,

কোন্ সে রাগিণীতে তুমি বলো, তুমি বলো।

তোমারে ভোলা নিজেরে ভোলা, ভুলিলে চলি বিপথে,

তুমি বলো, তুমি বলো।।

কিছুরই তব নাই যে অন্ত, দূর নীলিমার শেষ দিগন্ত।

খুঁজে' পাই নাকো তব সীমান্ত, ভাবাভাবে তুমি উচ্ছল।।

তব কৃপা ছাড়া কোন গতি নাই, তাই সে করুণা যাচি যে সবাই।

তুমি বিনা প্রভু আর কেহ নাই, প্রীতিদীপে সমুজ্জ্বল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১৬৪

তমসার পরপারে ভাষার অতীত তীরে কে গো এলে অজানা পথিক চিন্ময়।
তোমাকে চিনি নি, তোমাকে ডাকি নি, তবু এলে, মন-প্রাণ করে' নিলে জয়।।

না ডাকিলেও আস জানিতাম না, জানিতাম ডাকিলেও তুমি আস না।
মনেতে বসতি তব হে চির অভিনব, মহাবিশ্বের তুমি শেষ বিস্ময়।।

ভালবাসিতে জান, ঘৃণা করিতে না জান,
আমি পতিত বলে' কাহাকেও নাহি মান।
প্রণতি তোমারে জানাই বারে বারে, সর্ব জীবের শাশ্বত আশ্রয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১২/৮৪)

২১৬৫

তুমি আঁধার হৃদয়ে এসেছ, মনের মুকুরে ভেসেছ।
সারা সত্তাকে আলোকিত করে' ভালবাসা ঢেলে' দিয়েছ।।

আমি ভাবি নাই যাহা তা' যে হ'ল, ডাকি নাই যাকে সে যে এল।
বুঝি আমার ভাবনা, আমার এষণা সবকে ছাপিয়ে এসেছ।।

অনুক্রমণিকা

মানুষের হাতে কী বা আছে, ভাবিতে সে পারে, শুধু যাচে।
সব কিছু আছে প্রভু তব কাছে, এ কথা বুঝায়ে দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১২/৮৪)

২১৬৬

আলোক আনিলে, আকাশ ভরিলে, বিশ্বে তোমার তুলনা নাই।
মন্ত্রমুগ্ধ সবে করে' দিলে হে বিরাট, তব গরিমা গাই।।

'কিছু না'-র মাঝে সব কিছু এল, নিস্তব্ধতা ধ্বনিতে ভরিল।
চির রাত্রির অবসান হ'ল, জয়দুন্দুভি বাজিছে তাই।।

জড় মাঝে এল প্রাণস্পন্দন, রূপে ধরা দিলে অরূপ রতন।
কালের পরিধি পেল পরিমিতি, এ সব করিলে তুমি একাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

২১৬৭

আসারই আশে দিন চলে' যায়, তুমি এলে না।
দীর্ঘ হতাশায় আঁখি ঝরে হায়, তুমি দেখো না।।

অনুক্রমণিকা

কালো মেঘে আলো ঢাকে, চাঁদ–তারাদের আড়ালে রাখে।
একটু আলো তারই ফাঁকে, কেন দেখাও না।।

চাইলে তুমি সবই পার, আলোর ছটায় ভুবন ভর।
কেন তা' কর না, বুঝিতে পারি না, কেন বুঝিতে দিলে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

২১৬৮

এলে আর গেলে না কয়ে না বলে', এ কেমন আসা–যাওয়া তব।
যাহা এনেছিলে সবই ফেলে' গেলে, নিলে না যা' বলেছিলে নোৰ।।

ফুল নিয়ে আজ কাঁদিয়া চলেছি, নিজে গাঁথা মালা ছিঁড়িয়া ফেলেছি।
গানের অর্ঘ্য ফেলা যায় নাকো, তারই আছে শুধু অনুভব।।

মাধুরী ভেসেছে আঁখির ধারায়, শ্যামলিমা গেছে মারব জ্বালায়।
মনের মুকুতা হারে ছিল গাঁথা, তাই তারে মনে রেখে' দোৰ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

মারব= মরু + অণ্; মানে মরুসংক্রান্ত

অনুক্রমণিকা

২১৬৯

তুমি যখন একলা ছিলে, আর কেউ আসে নি ধরায়।
সামনে তোমার কেউ ছিল না যাকে দেখে' কিছু বলা যায়।।

আকাশ–বাতাস কেউ ছিল না, না সাধ্য, না ছিল সাধনা।
নিঃসঙ্গেরই নীরবতায় কী করে' থাকবে তুমি কোথায়।।

নির্জনতার অসুবিধা দূর করিতে হ'লে ৰহুধা।
এক ছিলে, অনেক হয়েছ, নাচছ উচ্ছলতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

২১৭০

কে কী ভেবে' চলে মনে মনে, সবই তুমি যাও শুণে'।
কেউ কিছু নাহি পারে লুকোতে আঁধারে আলোতে।
না জেনে' তোলে তব কাণে।।

অভ্রোদগীর্ণ যে ধ্বনি মৃদু কম্প যা' ঘাসেরও না শুণি।
সবে ভেসে' আসে তব শ্রুতি পাশে, শোণ অবিচল মনে।।

ক্রুরের ক্রুরতারই হুঙ্কার, ভক্ত জনের হিয়া–উৎসার।
সবই এক সাথে শোণ কাণেতে প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

অভ্রোদগীর্ণ = অভ্র + উদগীর্ণ; মানে যা আকাশ ভেদ করে যায়

২১৭১

আর কারও কথা ভাবি নিকো, শুধু নিজের কথাই ভেবেছি।
তোমার ধরায় এসে' আমি তোমাকেই দূরে রেখেছি।।

দিয়েছ জল, দিয়েছ আতপ, দিলে ছায়া, দিলে প্রাণেরই আসব।
সব কিছু দিলে, কিছু না চাহিলে, তোমাকেই ভুলে' থেকেছি।।

তোমাকে পাবার উপায় বলেছ, জড়তা ভাঙ্গার গান শিখায়েছ।
তোমারই টানে সম্মুখ পানে চলিতে প্রেষণা পেয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

২১৭২

আলোর রথে রাঙা প্রভাতে এলে তুমি, হে চিন্ময়।
চিনতে তোমায় পারি নিকো, দাও নি কোন পরিচয়।।

মনের মাঝে লুকিয়ে ছিলে, সত্তাতে নিহিত ছিলে।
মনোলোকে খুঁজতে গিয়ে দেখি তুমি মনোময়।।

অনুক্রমণিকা

স্বপ্নলোকে জ্যোৎস্না রাতে, ভেসেছিলুম তোমার স্রোতে।
সেই স্রোতেতে আঁখিপাতে দিলে ধরা জ্যোর্তিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১২/৮৪)

২১৭৩

আঁধার সরিয়ে দিলে, আলোকতীর্থে এলে, তুমি আলোকতীর্থে এলে।
অন্ধকারের যত বিভীষিকা মন থেকে মুছে' দিলে।।

অরুণ রাগেতে ভুবন ভরিলে, নৃত্যে ও গীতে অমৃত ঝরালে।
যাহা ভাবা যায়, যা' না ভাবা যায়, সবারে পূর্ণ করিলে।।

মানুষের মনে যে আকুতি ছিল, সব হারানোর যে ভীতি ছিল।
বজ্র আলোকে পলকে পুলকে সবারে সুদূরে সরালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৭৪

রাত্রির জীব আঁধার আনে, আলো তুমি এনেছ।
কালো বাদল ঢাকলে চাঁদে মেঘ সরিয়েছ।।

পাপের বোঝা যতই বাড়ুক, মাধুরী সে যতই ঢাকুক।
বোঝা সরিয়ে কালিমা ধুয়ে দ্যুতি ঢেলে' দিয়েছ।।

তাই তো সবাই তোমারে চায়, তোমার মাঝেই সব কিছু পায়।
তুমি আছ তাই সবাই আছে, নিজেই ছুটে' এসেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৭৫

নোতুন এসেছে পুরাতন গেছে, এ নোতুন মোর চির নূতন।
দিবসে নিশীথে আছে মোর সাথে পূর্ণ করিয়া মোর জীবন।।

যার শেষ আছে সে হয় পুরোনো, নোতুনের কভু শেষ নেই কোন।
আসা-যাওয়া তার হয় না কখনো, সর্বকালের সে যে নূতন।।

এ নূতন মোর অন্তরে আছে, বাহিরে খুঁজিয়া বৃথা দিন গেছে।
তীর্থে তীর্থে ঘুরে' ঘুরে' দূরে শুধুই করেছি কালহরণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৭৬

তুমি ছন্দময় আলোকময়, ত্রিদিব করিয়া নিয়াছ জয়।
সর্বজীবের শেষ আশ্রয়, কর আশ্রিতে অকুতোভয়।।

বিশ্বে তোমার নাইকো তুলনা, স্বর্গে মর্ত্যে নাহি যে উপমা।
সর্বাতীত তোমার মহিমা সর্বস্পর্শী জ্যোতির্ময়।।

মোরেও তব চরণে স্থান দিও, মোর কল্মষ ধুয়ে' মুছে' নিও।
আমারও তুমি জেনো প্রাণপ্রিয়, তব করুণা শুধু সঞ্চয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৭৭

সঙ্গে সঙ্গে ছিলে মোর তুমি, কেন ভুলে' গেলে আমারে।
জান না কি কত অসহায় আমি, ভুলিতে পারি না তোমারে।।

আঁধার সরিয়ে দিয়েছ আলোক, তন্দ্রাজড়িমা ত্যজে নির্মোক।
মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে ত্রিলোক, তোমার জ্যোতির ঝঙ্কারে।।

ভুলো না আমারে শুধু এ বিনতি, সপ্তলোকের হে অধিপতি।
চরণে জানিয়ে শত শত নতি করি অনুরোধ বারে বারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১৭৮

ফুলের বনে আনমনে পরী এক এসেছিল।
মধুর খোঁজে পাপড়ি মাঝে সারাদিন ঘুরেছিল।।

পাপড়ি থাকিলেই থাকে না মধু, আকাশ থাকিলেই থাকে না বিধু।
পাপড়ি চাইবে মোর মধু থাকুক, মধু বলবে মোর পাপড়ি ভালো।।

ফুলের সঙ্গে পরীর এই পরিচয় শাশ্বত কালের, এ আজকের নয়।
একে ভালবাসে অন্যকে, ফুলের টানে পরী এসেছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৭৯

কে ঘুমিয়ে আছে তুমি জান, ডাক দিয়ে যাও
কে হারিয়ে গেছে কান্না শোণ, পথ দেখাও।।

আকাশ তলে যারা আছে সবাই তোমার মনের মাঝে।
তাদের সবার কান্না-হাসি শুণিতে পাও।।

অনুক্রমণিকা

যারা তোমায় ভুলে' থাকে, যারা তোমায় সদাই ডাকে।
তোমার সারা প্রীতির ধারা সবারে বিলাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৮০

তব পথ ধরে' তব নাম করে' তোমার পানেই চলে' থাকি,
আমি তোমার পানেই চলে' থাকি।
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার, তাই তো তোমারে সদা ডাকি।।

হে প্রভু, তোমার সাজানো ভুবনে আমাকেও স্থান দিয়েছ যতনে।
সব কিছু দিলে, কিছু না চাহিলে, আমাতেই থেকে' গেছে ফাঁকি।।

ভূমামানসের নিভৃত কোণে অণুমন মোর স্পন্দন আনে।
সেই স্পন্দনে মাধুরী রণনে প্রীতিপঙ্কজ মেলে আঁখি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৮১

তোমারে স্মরিয়া সুপথ ধরিয়া করিয়া যাব আমি তোমারই কাজ।
অতীত ভুলিয়া জড়তা ত্যজিয়া চলিব তব পানে হে মনোরাজ।।

অনুক্রমণিকা

স্বার্থবুদ্ধি চরণে দলিয়া ভাবিব এখন সবারে চাহিয়া।
সবাকারই সুখে আমারও যে সুখ, এ কথা নব ভাবে ভাবিব আজ।।

তব ভাবনায় তোমার হয়ে যাব, ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙ্গে' দোব।
তোমারই পরশে পুলকে হরষে পরিব যেমন পরাবে সাজ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৮২

কেন বসে' আছ, কাজ কি সেরেছ, হিসাব-নিকাশ তার দেবে কি আমায়।
যাহা কিনেছ, যাহা বেচেছ, কিনিতে বেচিতে যাহা বাকি আছে তায়।।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত গেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বহু বার হয়েছে।
কী কাজ করেছিলে বলো আমায়, সন্ধ্যা ঘনায়।।

প্রভাতে খেলেছ, পুস্তক পড়েছ, তারপর অর্থোপার্জন করেছ।
এখন বসে' বসে' তারা গুণে' চলেছ, এবার বলো মন কী করিতে চায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১২/৮৪)

২১৮৩

অনুক্রমণিকা

আধার সরেছে, আলো ঝরিয়াছে, এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া।
আঁধারের জীব ভয়ে নির্জীব, নির্বাকে প্রীতিগীতি গাওয়া।।

বৃথা কাল ক্ষয় তাকিয়ে পিছে, অতীতের কথা ভাবাও যে মিছে। সু
মুখের পানে চলি মনে প্রাণে ভুলে' গিয়ে যত চাওয়া–পাওয়া।।

দিন চলে' যায় আলোরই আশে, লক্ষ্যেতে চলি সবে ভালবেসে'। ব
সে' থেকে নয় কাল অপচয়, সহাসে তরী বাওয়া।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১২/৮৪)

২১৮৪

তোমারে করি আহ্বান প্রাণে প্রাণে গানে গানে।
চির সুমহান হে অংশুমান, এসো মোর মনবিতানে।।

ধরা যায় নাকো অহঙ্কারে, বাঁধা যায় নাকো চীনাংশুক ডোরে।
তুমি বেঁধে' রাখিয়াছ ধরারে, এসো মোর নিদিধ্যাসনে।।

বুদ্ধিতে তব ব্যাখ্যা চলে না, বৈদুষ্যে আখ্যা হয় না।
চুর হয়ে যায় ভাষার ছলনা, এসো মোর শ্রবণে মননে।
তুমি এসো মোর শ্রবণে মননে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১২/৮৪)

২১৮৫

সহে নাকো আর আঁধারের ভার, আলো জ্বালো, জ্যোতিঃ আনো।
অন্ধকারে থাকে ঘিরে' পাপের ভ্রুকুটি, এ তো মানো।।

মনের আঁধার দূর করে' দাও, ঘন তমসায় নিশানা দেখাও।
অগতির গতি হে বিশ্বপতি, আমার শকতি তুমি জান।।

চাই না বিপদ দূর করে' দাও, যুঝিবারে মোরে সামর্থ্য দাও।
তব শকতিতে তোমার দ্রুতিতে আমারে তোমার কাছে টানো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১২/৮৪)

দ্রুতি = Acceleration ; গতি = Speed

২১৮৬

তুমি দূর অজানায় থেকো না প্রিয়, তোমায় কাছে আমি চাই।
বোসো জ্যোতির সিংহাসনে, মনের মুকুট তোমাকে পরাই।।

দূর করে' দাও মোর জড়তা, স্বার্থবোধের আবিলতা।
ক্ষুদ্রতারই পঙ্কিলতা যেন দূরে সরাই।।

নিত্যকালের হে মোর আশা, ছন্দমধুর ভালবাসা,
সার্থক হোক ধরায় আসা তোমাকে পেয়েই।
আমি পরাণ ভরে' তোমারই গান গাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১২/৮৪)

২১৮৭

হেমন্তে মোর ফুলবনে বসন্তেরই বার্তা এল।
ভ্রমর-গুঞ্জরণে মধু উপচে' গেল।।

শিশির-ভেজা তরুগুলি কিশলয়ে উঠল দুলি'।
মনের ময়ূর কলাপ মেলি' নৃত্যে রত হ'ল।।

শুকনো ডালে কলি এল, পীতাভ শাখা সবুজ হ'ল।
তন্দ্রালসে মলয় ছিল, নূতন রাগ শোণাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১২/৮৪)

২১৮৮

অনুক্রমণিকা

এসো স্নিগ্ধ শীতল পবনে মোর মনের মধুপ-স্বননে।
এসো দ্বার-খোলা মোর ভবনে মধু-মাখা স্মিত নয়নে।।

বসে' আছি তব প্রতীক্ষায়, পল গুনে' গুনে' দিন চলে' যায়।
রাত্রি ঘনায়, হতাশা আনায় তমসাক্লিষ্ট শয়নে।।

বলে' থাক যে ভালবাসে তোমায়, তারে দূরে রাখা হয় তব দায়।
ভালবাসি কি না বলো না আমায় শয়নে স্বপনে জাগরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১২/৮৪)

২১৮৯

যামিনীর শেষ যামে এসেছিলে সকল কালিমা দূর করে'।
হতাশ হৃদয়ে ছিলুম বিরহে, ঘুম ভাঙ্গাইলে মৃদু করে।।

ভাবিতে পারি নি তুমি আসিবে, আমারেও তব মনেতে রাখিবে।
বিরাট তুমি ক্ষুদ্র আমি, বিরাট কি ভাবিবে মোরে।।

পাওয়ার আশায় দিন কেটেছিল, তামসী যামিনী 'নিরাশায় গেল।
শেষ যামে এসে মন ভরে' গেল, বুঝিলাম কৃপা কি না করে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১২/৮৪)

২১৯০ *নীল সায়রের স্বর্ণকমলের গান*

স্বর্ণকমল ফুটেছিল কোন্‌ সে নীল সরোবরে।
আশার মাণিক জ্বেলে' দিয়েছিল সবাকার অন্তরে।।

প্রভাতে দুলিত মৃদু বায়ু ভরে, মধ্যাহ্নে মিহিরের করে।
সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাতারা কত কী কহিয়া যেত তারে।।

হিংসালিপ্ত মানুষের মন সহিল না তারে স্মিত সুশোভন।
করপত্রে* মৃণাল গাত্রে আঘাত হানিল চির তরে,
আজ সে কমল নাই ধরা 'পরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১২/৮৪)

*করাত

২১৯১

তুমি এসেছিলে, প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে চলে' গেলে।
আমি ঘুমিয়ে ছিলুম, কেন সে ঘুম আমার না ভাঙ্গালে।।

অনুক্রমণিকা

তন্দ্রায় কেটেছে জীবন, ছন্দ ছিল না তখন।
পরশ পেলুম তোমার ঘুমের ঘোরে।
সে পরশ সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলে।।

বুঝেছি তুমিই আমার, আর কেউ নয় আপনার।
সবাই ভুলিয়া যায়, তুমি ভোল নাকো কোন কালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১২/৮৪)

২১৯২

মানুষ যেন মানুষের তরে সব কিছু করে' যায়।
এ কথাও যেন মনে রাখে পশু-পাখী তার পর নয়, তরুও বাঁচিতে চায়।।

অন্ধকারে পথ হারাইয়া কেন বা মানুষ মরিবে কাঁদিয়া।
আমাদের আশা যত ভালবাসা কাছে টেনে' নেৰে তায়।।

অনশনে অশিক্ষাতে দগ্ধভালের বহ্নিজ্বালাতে।
সবারে নিয়ে আশ্রয় দিয়ে রচিব এ অলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৩

আজি সজল সমীরে সলাজ প্রহরে তারে শুধু মন পেতে চায়।

আঁখি মানিলেও মন যে মানে না, তার পানে বারে বারে যায়।।

যত ভাবি তারে ভাবিব না আর, দেখি সে করেছে মন অধিকার।

ভুলে' গিয়ে তাকে অস্তিত্বকে বাঁচানো হয়েছে এ কী দায়।।

এই অবস্থা যদি কারো হয় তারে কাছে টেনো থাকিতে সময়।

ভুল করিয়াছি, দূরে রাখিয়াছি, এখন দেখি না কোন উপায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৪

আসবে না যদি কেন তা' বল নি আগে, বললে কী ক্ষতি ছিল।

বন মাঝে বকুলবীথি তলে বৃথায় সময় চলে' গেল।।

ভেবেছি তোমারে পাব কাছে কাছে, বকুলের মালা তব তরে আছে।

মনেতে মধু ভরা যে রয়েছে, কোনো কাজে তারা নাহি এল।।

কথা দিয়ে কেন রাখিলে না কথা, বুঝিলে না আমার ব্যাকুলতা।

প্রীতিভাজনের হিয়ার বারতা বুঝিতে যদি তা' হ'ত ভাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২১৯৫

এই বকুল তরুর তলে তুমি এসেছিলে পথ ভুলে'।
ঝরা ফুলে মালা গেঁথে' চলেছিনু আমি তখন বিরলে।।

শুধিয়েছিলুম তব পরিচয়, বলিলে এখনও হয় নি সময়।
সময়ে তা' বলিব নিশ্চয়, থাকি তব মনকমলে।।

মৃদু হেসে' তুমি বলেছিলে মোরে, চিনিতে কি তুমি পার নি আমারে।
সত্তার অণু–পরমাণু স্তরে জেগে' থাকি কালে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৬

আমি তোমার তরে কিছু করি নি, তুমি মোর তরে সব কিছু করেছ।
আমি তোমার আলোয় কালো ঢেলেছি,
তুমি আঁধার সরায়ে আলো এনেছ।।

তুমি ফুলে ফলে তরু–লতা ভরেছ, আমি সেই ফুল–ফল তুলে' নিয়েছি।
তুমি দু'হাতে দিয়েছ আমি নিয়েছি, তবু তুমি দিয়ে চলেছ।।

অনুক্রমণিকা

বিদ্যা দিয়েছ, বুদ্ধি দিয়েছ, পথ চলিবার পাথেয় দিয়েছ।
আমি তোমার সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে তোমাকে উপেক্ষা করেছি।
তুমি দেখে' গেছ, মৃদু হেসেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৭

চন্দন–মাখা দূর নীহারিকা কী যেন কহিয়া যায়, কাণ' পেতে শোণ তায়।
বলে অনেক দেখেছি, অনেক শুণেছি, তাতে হিয়া ঝলকায়।।

যা' কিছু দেখেছি, যা' কিছু শুণেছি, বেশীর ভাগ তার ভুলিয়া গিয়াছি।
সীমিত এ জ্ঞানে সেই ভগবানে ধরিতে পারা না যায়।।

মহানীলিমায় যারা ভেসে' যায়, প্রাণের পরাগে স্পন্দন চায়।
স্পন্দন আসে, ছোটে দূরাকাশে, কাছে পেতে দ্বিধা তায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৮

তুমি এসেছ, ভালো বেসেছ, সকলের মনে মিশে' গেছ।
আকাশেরই তারা অন্ধকারা নও, তুমি মোর সাথে আছ।।

তোমারে খুঁজিতে তীর্থে গিয়াছি, কত ব্রত-তপ-স্নান করিয়াছি।
কোথাও দেখি নি, আভাসও পাই নি, তুমি দেখে' দেখে' হেসেছ।।

অলকারই দূত নামিয়া এসেছে, চুপি চুপি মোর কাণে কয়ে গেছে।
সে পরশমণি আসিবে তখনই যবে মন মাঝে তাকিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

২১৯৯

তোমার তরে বিশ্ব ঘুরে' বেড়িয়েছিলুম শুধু শুধু।
পাই নি তোমার দেখা কোথাও, পাই নি আমার মনের মধু।।

নানান জনে নানান বলে, কেউ বা বৃথা তর্ক তোলে।
কেউ মানে দর্শনে বিজ্ঞানে, যায় না ধরা তোমায় বিধু।।

জ্ঞানের পুঁজি নেইকো আমার, জানি শুধু তুমিই যে সার।
ঝরলে তোমার কণা কৃপার, তবেই তোমায় পাব বঁধু।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২২০০

জগৎ তোমারে চায় কাছে প্রভু, থেকো না দূর অলকায়।

তুমি থেকো না দূর অলকায়।

মনের কথা প্রাণের ব্যথা তব শ্রুতি কি শুণিতে নাহি পায়।।

বৃষ্টি ঝরে তোমার তরে, ফুল ফোটে তোমারে স্মরে'।

সরস হহৃদয় পরশ যে চায় শাশ্বত মনমঞ্জুষায়।।

সূর্য্য ওঠে তোমার তরে, চাঁদের হাসি তোমায় স্মরে।

পুষ্পরেণু ইন্দ্রধনু তোমারে তুষিতে চায়, তুমি নেবে' এসো ধরায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১২/৮৪)

২২০১

তুমি যে এসেছ, আলো সাথে এনেছ,

সবার মনের কালো দূর করেছ।

দেশাচার লোকাচার কর নি কোন বিচার,

সবারে সমান ভাবে ভালবেসেছ।।

অনুক্রমণিকা

অসীম আকাশে তুমি একই তারা,

তোমারই ছন্দে নাচে সৃষ্টিধারা।

তোমারে তুষিতে বাজে সব একতারা,

সবাকার মনে প্রাণে আশা ঢেলেছ।।

এসো তুমি আরও কাছে, নিতি নিতি নব সাজে,

হে নূতন, মূক মাঝে ভাষা ভরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১২/৮৪)

২২০২

আমার মনের মধুবনে তুমি এসেছিলে।

মধু ঢেলে' দিলে তাতে, ফুল যে ফোটালে।।

কই নি কথা তোমার সনে, এলে সোণার সিংহাসনে।

আলো-ঝরা স্মিতাননে মন কেড়ে' নিলে।।

থাক মনের সঙ্গোপনে ভাবজগতের এই গহনে।

কেউ দেখবে না, না দেখতে জানে, তুমি নাহি চাইলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১২/৮৪)

২২০৩

তোমারে খুঁজেছি তীর্থে মরুতে দুর্গম গিরিগুহাতে।
কোথাও পাই নি, তৃপ্তি হয় নি, ক্লান্তি এনেছে বিষাদে।।

সবাকার তুমি আপনার জন, আত্মার চেয়েও অধিক আপন।
সে আপন জনে খুঁজেছি বিজনে, ভুল হয়েছিল বুঝিতে।।

আপনার জন নিকটে থাকিবে, ব্যথার অশ্রু মুছাইয়া দিবে।
হাসির সঙ্গে হাসি মিলাইবে, আঁধার সরাবে আলোতে।
সম্বিৎ এসেছে, ভুল ভাঙ্গিয়াছে, বুঝেছি রয়েছ মনেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১২/৮৪)

২২০৪

নূতনেরই আলো এল দিকে দিকে, লুকিয়ে কেন তুমি আছ এখন।
আকাশ বাতাস চেয়ে তোমার দিকে, লীলা তোমার বুঝে' উঠে না মন।।

তোমার আলোয় যত ফুল ফুটেছে,
তোমার আলোয় আকাশ রাঙা হয়েছে।
তোমার আলোর ছটা কপালে আঁকল ফোঁটা,
রঙিন করে' দিল যত স্বপন।।

অনুক্রমণিকা

সামনে এসো প্রিয় মোহন সাজে, তোমার বীণার তারে মন যে বাজে।

তোমার ছন্দে তালে সদা নাচে, তোমায় ঘিরে' সবার জীবন–মরণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১২/৮৪)

২২০৫

প্রাণের প্রদীপ সঙ্গে নিয়ে কে গো এলে এই ধরায়।

তোমায় ভুলতে নাহি পারা যায়।

ছন্দে ছন্দে ছড়িয়ে গেছ সুস্মিত সুষমায়।।

সবায় টানো মমতাতে প্রাণোচ্ছল সুরের স্রোতে।

থাক মনের গহনেতে মূর্ত তুমি মহিমায়।।

কোন অতীতে এসেছিলে, প্রীতির পাত্র ঢেলে' দিলে।

ভাবে আলোড়ন আনিলে, লুকিয়ে গেলে বসুধায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১২/৮৪)

২২০৬

তোমারে ভুলে' ভেসেছি অকূলে, করুণা করো হে কৃপানিধান।
দিন চলে' গেছে বৃথায় অকাজে, ভুলেছিনু আমি তোমারই দান।।

পাঠিয়েছিলে কাজ করে' যেতে, তব অভীপ্সা পূর্ণ করিতে।
তোমার ধরায় রঙ-রূপ দিতে, পুলকে ভরিতে সবার প্রাণ।।

এখনও হাতে রয়েছে সময়, তব কৃপা হলে কী বা নাহি হয়।
প্রার্থনা যেন পাই বরাভয়, কাজ করে' যেতে, গাইতে গান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১২/৮৪)

২২০৭

কত যে ডেকে' গেছি তোমারে, শোণ নি, তুমি আস নি।
শুণে' থাকি শোণ মনেরই কথা, মোর মনে বুঝি থাক নি।।

জানি না শুণিতে পাও কি না পাও, অথবা উত্তর নাহি দাও।
কিংবা লীলাচ্ছলে ব্যথা দাও, কাণে পশিলেও মনে পশে নি।।

তুমি ছাড়া বল কে বা মোর আছে, তাই তো শোণাই তোমারই কাছে।
যা' শোণাতে আজও বাকি রয়ে গেছে শোণাব সেই মর্মকাহিনী।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ১১/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২২০৮

নভোনীলিমায় সুর ভেসে' যায় ছন্দে তালে দূর অজানায়।

শেষ নাহি হয় কোন সময়, কোন ৰাধাতেই থামানো নাহি যায়।।

যে সুর জেগেছিল অণুর বুকে, যে ধ্বনি উৎসারিত বিশ্বমুখে।

সে ধ্বনি এগিয়ে চলে মহাসুখে মহাকাশে নির্দ্বিধায়।।

যে গীতি জেগেছিল দূর অতীতে, সে অমর গীতি নাচে কালের স্রোতে।

আজও সে রয়েছে রাগ–রাগিণীতে অসীমের অমৃত ধারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১২/৮৪)

২২০৯

মোর মানস সরোবরে তুমি সোণালী কমল।

তোমার পানে চেয়ে আমার নাচা–বাঁচা, প্রাণে উত্তাল।।

তোমার রূপের ছটা ঠিকরে' পড়ে, নন্দনবন ভরে রবির করে।

কুঞ্জে কুঞ্জে অলি গুঞ্জরণে পায় মধু সুবিমল।।

তোমাকে তৃপ্ত করা মোর সাধনা, তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাহি না।

পূর্ণ করো প্রিয় এই বাসনা, ওহে লীলা–উচ্ছল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২২১০

আঁধার এসেছিল, তোমার নূপুর ধ্বনি হ'ল, আলো এল।

বাদল মেঘে ঢেকেছিল, সরে গেল, আলো এল।।

তপস্যা চলেছিল বিনা বিরতি, শত শত যুগ ধরে' কত না রাতি।

পূর্ণ হ'ল তার যজ্ঞাহুতি, তুমি এলে, সুধা ঝরিল।।

যে আশা চাপা ছিল বুকেরও মাঝে,

যে ভাষা ফোটে নি কভু রূপের সাজে।

যে দিন লাগে নি কভু কোন কাজে, ফুলে ফলে মধুতে ভরিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১২/৮৪)

২২১১

তোমার তরে জীবন ভরে,' গেয়ে গেছি তোমার গীতি।

সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি, সে গানে মোর গাঁথা স্মৃতি।।

রোদের বেলা ছায়ার বেলা খেলেছি সুখ-দুখের খেলা।

সেই খেলাতে তব লীলাতে মুগ্ধ আমি চির সাথী।।

অনুক্রমণিকা

চাই না কোন যশ–সম্মান, না প্রতিষ্ঠা, না ৰৱদান।

চাই শুধু গেয়ে যেতে গান, তোমায় চেয়ে দিবা–রাতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১২/৮৪)

২২১২

মন কেড়ে' নিয়েছিস, ঘর–ছাড়া করেছিস আর কী চাস আমায় তু বল গো।

সব কিছু দিয়েছি, বাকী না রেখেছি, তবু কেন না আসিস গো।।

তোর লাগি' রেখেছি মালা গেঁথে', ফুলের তোড়া রাখা আছে হাতে।

তুকে ডেকে' চলি দিনে রাতে, শুনতে তু নাহি কি পাস্ গো।।

পথে ঘাটে শুণে' থাকি তুর নাম, কখনো শুণি নাই কুথা তুর ধাম।

তা' যদি আগে থাকতে জানিতাম, তুকেও মুর পথে আনিতাম গো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১২/৮৪)

২২১৩

ভোরের আলো লাগল ভালো রঙ–লাগানো পূর্বাকাশে।

এমন সময় হে গীতিময় থাকতে যদি তুমি পাশে।।

তোমার আমার এই পরিচয় অন্তবিহীন মাধুরীময়।

তুমি আছ, আমিও আছি বিরতিহীন অবকাশে।।

অনুক্রমণিকা

এসো আমার আরও কাছে, মনে মধু ভরাই আছে।
তোমার তরে পাত্র ভরে' উৎসারিত উল্লাসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১২/৮৪)

২২১৪

তোমার পথে যেতে যেতে কুয়াশা কেন আসে আঁখিতে।
আরও আলো জ্বালো, আরও আলো, জমা যত কালো নাশিতে।।

হে জ্যোতিরীশ্বর ধ্রুবতারা, পথ দেখাও তারে যে দিশাহারা।
তোমার ধ্যানে হই আপন-হারা, আমার 'আমি' মিশে' যায় তোমাতে।।

তোমার মন্ত্রে জাগাও ধরারে, তোমার যন্ত্র করে' নাও আমারে।
ভাবি যেন কেবল তোমারে, তোমার কাজ করে' নাও আমার হাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১২/৮৪)

২২১৫

তোমায় আমি ভালবাসি, চাই না কোন প্রতিদান।
তোমার হাসি মধুর বাঁশী, ভরে' রাখে আমার প্রাণ।।

অনুক্রমণিকা

থাক আমার মনের মাঝে, থাক আমার সকল কাজে।

রাখ যখন যেমন সাজে, তাকিয়ে দেখ হে মহান।।

জানি আমি নইকো একা, নিত্যকালের তুমিই সখা।

এগিয়ে যেতে রথের চাকা হে সারথি দিচ্ছ টান।

কণ্ঠে আমার তোমার গান।। *Tunned appendix*

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১২/৮৪)

২২১৬

কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, তবু এলে না কাছে হে প্রিয় মোর।

কথা কয়েছি, ব্যথা শুনিয়েছি, কোথা দিয়ে যে হয়ে গেছে নিশি ভোর।।

একটি ব্যথাই শুধু রয়েছে আমার,

আমার তুমি, ছোঁয়া পাই না তোমার।

তুমি আছ কত দূরে কোন্ পয়োধির পারে,

কেমনে তোমায় বাঁধি দিয়ে ফুলডোর।।

লীলার ছলনা আর করো না প্রভু,

তব সাথে যুঝিতে পারি কি কভু।

আমি শুধু ভালবাসি, তোমা' তরে কাঁদি হাসি,

তব ভাবনায় আমি থাকি বিভোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১২/৮৪)

২২১৭

আসিবে কবে প্রিয় তুমি আমার আঁধার হৃদয়ে।

আলো জ্বালি যত বারই নিৰে' যায় ঝটিকা ঘায়ে।।

কত ঋতু এল গেল, কত উল্কা ঝরে' গেল।

কত প্রিয় জন গেল চির তরে ছেড়ে' দিয়ে।।

এসো তুমি কৃপা করে', আর থাকিও না দূরে।

দিবানিশি আঁখি ঝরে তব তরে রিক্তালয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১২/৮৪)

২২১৮

আলোকের এ উৎসবে এসো সবে।

প্রজ্ঞাজ্যোতিতে জাগাই জগতে, মিলেমিশে' কাজ করে' এ মহাহবে।

আজ মিলেমিশে কাজ করে' এ মহাহবে।।

অনুক্রমণিকা

কেহ কাহারও কখনো পর নয়, বোধের অভাবে নিকটও দূর হয়।

মানুষ জেনে' যাক কী তার পরিচয়, তারই আয়োজন করি এ উৎসবে।।

পিছনে থাকিব না, অতীতে তাকাব না,

কাকেও পিছিয়ে থাকিতে দোব না।

সবারে সাথে নিয়ে মোদের এ সাধনা, এ আলো পুঞ্জীভূত গ্লানি নাশিবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১২/৮৪)

মহাহব = মহা + আহব; মানে মহোৎসব

২২১৯

গান গেয়ে যাই, তোমাকে শোণাই জীবের দুখের কথা।

শোণ নাহি শোণ তুমি, কী করিতে পারি আমি,

আমি বুঝিয়ে যাই ব্যাকুলতা।।

আলো আছে ধরা 'পরে, নেই তা' মনের 'পরে,

মনেতে আলো জ্বালো হে প্রভু কৃপা করে'।

এই অনুরোধ শুধু হে দেবতা।।

সৃষ্টি রচেছ তুমি কল্যাণ-ভাবনাতে, সবারে শান্তি দাও তব ছত্রছায়াতে।

কেন এই হানাহানি, এই খেলা ছিনিমিনি, ঢালো অমৃত বারতা।।

অনুক্রমণিকা

(মধুকোরক, কলিকাতা, ১৪/১২/৮৪)

২২২০

আঁধার সাগর পারে কে গো এলে,

তুমি জ্যোতির ধারায় ধরা ভরে' দিলে।

তোমাকে চিনি না, তোমাকে জানি না, তবু্ তুমি মোর মন জিনে' নিলে।।

রূপে রূপে প্রতিরূপে নৃত্যরত তুমি, প্রাণের স্পন্দনে উপচে' পড়েছ তুমি।

তোমাকে চিনিতে কি পারি আমি, তব কৃপা না হলে।।

একা তুমি অনেক আধারে রয়েছ, একা তুমি সবারে পথ দেখিয়ে চলেছ।

তোমার কথা বলে' শেষ নাহি হয়, সীমা নাহি রাখিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১২/৮৪)

২২২১

তুমি আসিবে বলিয়া এলে না,

আশায় আশায় দিন চলে' যায়, কথা দিয়ে কথা রাখিলে না।।

ভগ্ন হৃদয়ে সন্ধ্যা ঘনায়, আপনার পানে যখনই তাকাই।

সৰ কিছু আছে তুমি নাহি হায়, তোমাকেই পাওয়া হ'ল না।।

অনুক্রমণিকা

তব পথ ধরে' চলিতে থাকিব, তব নাম মুখে সতত রাখিব।
তব ভাবনাই কেবলই ভাবিব, কিছুতে তোমায় ছাড়িব না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১২/৮৪)

২২২২

কোন্ অজানার বুক থেকে' এলে, কোন্ অসীমে ভেসে' যাও।
চেতনার অনুরূপ তুমি ভূমা মাঝে, বলো কী বা চাও।।

নিজেকে ভুলে' ছিলে যুগ যুগ ধরে', সম্পদ খুঁজেছিলে কেবলই বাহিরে।
সব কিছু রয়ে গেছে তব অন্তরে, সে দিকেতে আঁখি ফেরাও।।

যে তোমার আশ্রয় সে সর্বাশ্রয়, অতীতে বর্তমানে জানে তব পরিচয়।
ভবিষ্যতেও আছে নিহিত তারই মাঝে, তারে ভুলে' কার পানে চাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১২/৮৪)

২২২৩

তোমার নামে তোমার গানে ভাসিয়ে দিলুম সুরের তরী।
প্রীতির স্রোতে উৎসারিতে চেয়েছে সে জীবন ভরি'।।

কেউ কখনো নয়কো একা, আমার এ সুর তোমায় মাখা।
তোমার টানে তোমার পানে ভাসে সে নভঃ সন্তরি'।।

অনুক্রমণিকা

নেই পিছু টান, নেই ভাবনা, এককে ঘিরেই আনাগোনা।
একের সাথে ৰন্ধনেতে, মুক্তিমন্ত্রে একেই স্মরি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১২/৮৪)

২২২৪

তুমি যদি নাহি এলে মনকে বোঝাই কী দিয়ে।
বেঁচে' আছি তোমাকে নিয়ে।।

ফুলের মধু নভের বিধু, ক্লিষ্ট হিয়ার মধুর বিধু।
তোমার তরে অর্ঘ্য ভরে' বসে' আছি তাকিয়ে।।

জানা অজানা যা' আছে, তোমাতে নিহিত রয়েছে।
তোমায় পেলে সর্ব কালে সব চাওয়া যায় শেষ হয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১২/৮৪)

২২২৫

সাগর পারে এক সে পরী রাঙিয়েছিল প্রাণ।
ঢেউয়ের সাথে সাথে ভেসে' আসে, ভেসে' আসে তার গান।।

কবে সে ডেকেছিল তিথি জানি না, তার পানে চলিয়াছি ৰাধা মানি না।
এগিয়ে চলবই, ৰাধা ভাঙ্গবই, দূরে ফেলে' দিয়ে মোর অভিমান।।

অনুক্রমণিকা

জানিয়া গিয়াছি সে যে কারো পর নয়, মনে প্রাণে বুঝিয়াছি তার পরিচয়।
ৰাধার উপল ভেঙ্গে' রাঙিয়ে তাহারই রঙে এগিয়ে চলি গেয়ে তারই জয়গান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১২/৮৪)

২২২৬

তোমার অরুণ আলো আমার লাগল ভালো,
আরও কৃপাকণা ঢালো আমার ললাটে আজ।
সকল আধারে তুমি, তোমার যন্ত্র আমি,
আমার মাঝারে তুমি করে' যাও নিজ কাজ।।

তুমি ছাড়া কিছু নাই, কেহ নাই এ জগতে,
একথা যেন না ভুলি কখনও কোন মতে।
তোমাতে আমাতে ৰাঁধা যে প্রীতিডোরেতে,
সে ডোর দৃঢ় করি হে মহারাজাধিরাজ।।

চলে' যাই তব পথে তব নাম নিতে নিতে,
কিছুতেই দমিব না কখনও কোন বাধাতে।
তব প্রীতি অভিনব নিতি নিতি নব নব,
সাজাক আমাকে দিয়ে তব মনোমত সাজ।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১২/৮৪)

২২২৭

আমার মনোবনে এলে, মন জিনে' নিলে।
আমি চাই নি ধরা দিতে, চাই নি সাড়া দিতে,
তবু্ আমার মনের রাজা হলে।।

আকাশ যেথায় মেলে দূর দিগন্তে, চাঁদের হাসিই ছোঁয় সে প্রত্যন্তে।
তোমার আমার ভালবাসার অন্তে, তোমার আলোর ধারা ঝরিয়ে দিলে।।

ছিলুম না কিছু আমি, আজও কিছু নই, তোমার প্রীতির শুধু্ পরিচিতি বই।
নেই আমার কোন কিছু, কেউ তোমা' বই।
তোমার খুশীর জোয়ারে আমার মন ভরালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১২/৮৪)

২২২৮

শেষ হ'ল যত কাঁদা–হাসা, যত আসা–যাওয়া।
তোমাকে পেয়ে তোমাকে নিয়ে পূর্ণ হ'ল যত পাওয়া।।

আজীবন শুধু্ চাহিয়া গিয়াছি, দেওয়ার কথা ভুলে' না ভেবেছি।
তোমাকে পেয়ে আজ বুঝিয়াছি, পাওয়াতে নিহিত আছে দেওয়া।।

অনুক্রমণিকা

আমার 'আমি'-কে দিয়া দিয়াছি, তবেই তো প্রভু তোমাকে পেয়েছি।

লীলা করে' যাও, এষণা জাগাও, যাতে মিটে' যায় সব চাওয়া।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১২/৮৪)

২২২৯

জ্যোতি-উজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল তুমি প্রিয়।

চঞ্চল পবনে মন্ত্রিত স্বননে তুমি রয়েছ চির বরণীয়।।

কত ডোরে তোমারে বাঁধিয়া রাখিতে চাই,

কত ভাবে অভাবে পূর্ণ করিতে যাই।

আমার 'আমি'-রে নিয়ে ব্যস্ত থাকি সদাই,

এ 'আমি'-রে তোমার করিয়া নিও।।

নিজের শক্তিতে ধরিতে পারিব না, মোর লূতাতন্তুতে ৰাঁধিতে পারিব না।

তুমি কৃপা করে' ধরা দিও তাই, আমার এ বিনতি মনে রাখিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১২/৮৪)

স্বনন = বাতাসের শব্দ; বিনতি = বিশেষ রূপে নত; মিনতি শব্দ ভুল

২২৩০

পথের শেষ কোথায় তুমি বলো মোরে,
আদিও দেখি না, অন্ত দেখি না, মধ্য পাই কী করে।।

পথ রচিয়াছ, প্রেরণা দিয়াছ, লক্ষ্য বুঝিবারে বুদ্ধি দিয়াছ,
সবই দিয়াছ, বাকী না রেখেছ, কৃপা করো যাতে বুঝি তোমারে।।

অনাদি কাল ধরে' চলিয়া এসেছ, যতি-বিরতি ভুলিয়া গিয়াছ।
হে মোর ইষ্ট, মোর অভীষ্ট, তোমার যন্ত্র হয়ে সাজাই এ ধরারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১২/৮৪)

২২৩১

তোমারে শোণাতে গান গেয়ে গেছি জীবন ভরে'।
শোণ কি শোণ না, মানি না, তবু গাই তোমারই তরে।।

এসো মোর মন-নিলয়ে, থাকো উদ্ভাসিত বিজয়ে।
থাকিব তোমার সনে নির্ভয়ে, এ বিনতি চরণ 'পরে।।

হেন স্থান নাই যেথা তুমি নাই, হেন ভাব নাই যেথা তোমারে না পাই।
তবু বলি এসো বসো, মন মানে না, চাওয়া আঁখিতে ঝরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২২৩২

কোন্ অজানা হতে এসেছ ভাবের স্রোতে,

ভাসায়ে দিলে প্রভু সর্ব লোকে।

তোমাকে চিনি না, তোমাকে জানি না,

মন জয় করে' নিলে চকিতে অলক্ষ্যে।।

হে ভূমাচেতনা, মহাদ্যোতনা, সর্ব যুগের তুমি সবাকার সাধনা।

সকল চাওয়া–পাওয়া, সকল এষণা তোমাতেই স্পন্দিত পলকে পলকে।।

ঊষার উদয় হতে সন্ধ্যা লালিমায় ফুলে ফলে ফুটে' ওঠে স্নিগ্ধ মহিমায়।

অপার করুণা তব মমতা অভিনব, সবাই বুঝিয়া থাকে মর্ম লোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১২/৮৪)

২২৩৩

কোন্ অলকার লোক থেকে এলে মোর মানসকুঞ্জ মাঝে।

ফুলে ফলে ভরিয়ে দিলে মোর বিশুষ্ক মরুকে যে।।

যা' হয় না তা–ই হ'ল, যে আসে না সে যে এল,

ক্লিষ্ট হৃদয় মোর আনন্দে ভরে' গেল।

অনুক্রমণিকা

সব গ্লানি দূরে গেল, আলোকে ভরিয়া গেল, মধুরিমা এল কাজে।।
বুঝেছি আমার আর কেউ কোথা' পর নয়,
সবারে সঙ্গে নিয়ে দিতে হবে পরিচয়।

ভাবেতে পূর্ণ আজ, অভাবের কথা নয়, এসে' গেছে মোহন সাজে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১২/৮৪)

২২৩৪

আসিবে বলে' কেন না এলে, সন্ধ্যা ঘনায়, দিন চলে' যায়।
তোমার তরে রাখা ফুল যে শুকায়, যতনে গাঁথা মালা কাঁদে ধূলায়।।

ঊষার উদয়ে মনে ছিল যে আশা, আসিবে তুমি, কেটে' যাবে নিরাশা।
মূক হয়ে গেল উচ্ছল ভাষা, প্রতীক্ষা মিশে' গেল ঘন কুয়াশায়।।

এ কাজ করো না প্রিয় আর কখনো, কথা দিয়ে কথা ভেঙ্গো না কোন।
যে হিয়া প্রতীক্ষায় পল গুণিয়া যায়, তারও কথা ভেবো অলস বেলায়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১২/৮৪)

অনুক্রমণিকা

২২৩৫

গানের মালা আমার কণ্ঠে তোমার পরাতে চেয়েছি জীবন ভরে'।
নিকটে আস নি, ধরা দাও নি, বলো না পরাই কী করে।।

'কত দিন কেটে' গেছে আসা-পথ চেয়ে,
কত বিভাবরী গেছে এ ভাবনা নিয়ে।
কত গান আমার গেছে যে হারিয়ে রচিয়াছিলাম যা' প্রতি প্রহরে।।

যে গান আমার হারিয়ে গেছে, যে সুর অসীমে মিশে' রয়েছে।
তুমি চাইলেই তারা আসিবে ফিরে', হাসিবে আবার তোমারে ঘিরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১২/৮৪)

২২৩৬

সে যে এসেছে, মন জয় করেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে জ্যোতিধারা দিকে দিকে।
ভাবা যে যায় না, মনও চায় না তাকে ছাড়া কোন কিছুকে।।

যতই দুর্ভাবনা এগিয়ে আসুক, যতই জড়তা ঘিরিয়া রাখুক।
সবকে ছাপিয়ে মন যায় এগিয়ে, তারই পানে প্রতি পলকে।।

অনুক্রমণিকা

এসেছি তার থেকে', যাব তা'তে, বর্তমানেও আছি তারই ছায়াতে।
তাহারই গান গেয়ে তারই ভাবনা নিয়ে তারই কাজে লাগাই আপনাকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১২/৮৪)

২২৩৭

দূরে থেকো নাকো, কাছে এসো, এসো প্রিয় আমার মনে এসো।
সবার চেয়ে তোমায় ৰাসি ভালো, এও জানি আমায় ভালবাস।।

শরৎ শুক্লা রাতে তোমার আশে আকাশ পানে তাকাই নির্নিমেষে।
ৰলাকারা ভাসে প্রাণাবেশে তুমি যখন চাঁদে আলোয় হাস।।

মধু মাসে মধুগন্ধানিলে তোমার তরে তাকায় নভোনীলে।
ভূলোকে দ্যুলোকে সবাই মিলে' বলে তুমি চিদাকাশে ভাস।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১২/৮৪)

২২৩৮

কেন এলে যদি যাবে চলে', এ আসাকে আসা বলে না।
একটু চেয়ে মন ভুলিয়ে চলে' যেতে ব্যথা হ'ল না।।

অনুক্রমণিকা

প্রতীক্ষা করে' কত যুগ যে গেছে, অপেক্ষা মনের বাঁধ ভেঙ্গেছে।
এলে যদি থাকো নিরবধি, আশার কুসুমে ছিঁড়ে' ফেলো না।।

কৃপানিধি একে বলে নাকি, মোর কাছে এসে' নাম ভুলে' গেলে কি।
তোমার সম্মান মোর অভিমান, এ দু'য়ের মাঝে রেখো না ছলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১২/৮৪)

২২৩৯

যারা তোমায় ভালবাসে, তোমার তরেই কাঁদে হাসে,
তাদের কাণে মোর বারতা যেন পশে।।

তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, তাদের আমি সদাই স্মরি।
তাদের খোঁজেই ঘুরি ফিরি পূর্ণতারই আশে।।

তারাই আমার আপন জন, তাদের নিয়েই আমার জীবন।
বাস্তব হয় রঙিন স্বপন তাদের প্রীতির পরশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১২/৮৪)

২২৪০

অনুক্রমণিকা

দিন চলে' যায়, সন্ধ্যা ঘনায়,
অলকার দূত ছুটে' এসে' বলে "আলোকোৎসবে আয়"।।

আমি দেশে দেশে ভ্রমি প্রীতি ভরে,' খুশী আনি সবাকার তরে,
পুলকে লাস্যে ঝলকি' হাস্যে দিন মোর কেটে' যায়।।

আমি প্রাণের ছটায় ভুবন করি যে আলো,
ছোট–বড় বিচার নাহি করি, সবারে বাসি যে ভালো।
আমি সবাকার কথা ভাবিয়া, ভাবি সবাকার মুখ চাহিয়া,
সবাইকে নিয়ে ৰাধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলিতে মন চায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১২/৮৪)

২২৪১

সজল পবনে ঝঞ্ঝা স্বননে তুমি বজ্রের রূপে এসেছিলে।
কাণে কাণে মোর কয়ে গিয়েছিলে, এ রূপও আমার দেখে' নিলে।।

আমি থাকি সদা কল্পনারত, ছন্দ রচিয়া নিজ মনোমত।
আসা আর যাওয়া, হাসা আর চাওয়া, সবই করি বিধি মেনে' চলে'।।

অনুক্রমণিকা

উল্কার মাঝে ঝঞ্ঝার ত্রাসে আমার নৃত্য মহাকাশে ভাসে।

আমি নটরাজ করে' যাই কাজ, বাধা উৎক্রমি অবহেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১২/৮৪)

২২৪২

এসো তুমি রঙে রূপে আমার মনের অণু–অণুতে।

তোমায় খুঁজে' বেড়িয়েছি যে জনম ভরে' দেশে দেশেতে।।

দূরে কোথাও পাই নি তোমায়, কাছেও দেখি নাহি পাওয়া যায়।

তীর্থে বনে গিরিমালায় নাহি পেয়ে কাঁদি নিভৃতে।।

চেয়ে দেখি মনে আছ, মনেতে ফুল ফুটিয়েছ।

মনকোরকে মধু্ স্তবকে হাসছ বসে' অলক্ষ্যেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১২/৮৪)

২২৪৩

ওগো অজানা পথিক, কাছে এসো, কাছে এসো, কাছে এসে বসো ঘরে।

সার্থক হোক পথ চেয়ে থাকা, জাগিয়া থাকা তব তরে।।

অনুক্রমণিকা

দিন–ক্ষণ ভুলে' গেছি প্রিয়তম, কবে থেকে' খোঁজ করেছি প্রথম।
শুধু্ জানি তুমি অন্তরতম, আর কেউ নেই সংসারে।।

প্রতীক্ষা করে' যাব চিরকাল যতদিন না ছিঁড়িবে মায়াজাল।
তোমার কথাই সন্ধ্যা–সকাল ভাবিয়া যাইব আঁখিনীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১২/৮৪)

২২৪৪

রেখা এঁকে' দিল আলো, কোন্ অজানায় ছিল নাহি জানি।
পথ বেঁধে' দিয়ে গেল, সে পথ ধরেই চলি, তারেই মানি।।

ক্লান্তিবিহীন এগিয়ে চলেছি, সুমুখ পানে লক্ষ্য রেখেছি।
বাধা–বিঘ্ন তুচ্ছ করেছি, দূরকে সদাই মোর নিকটে টানি।।

যাত্রা শুরু কবে থেকে জানি না, জানি ইহাই মোর জীবনের সাধনা।
ইষ্ট ছাড়া কোন কিছুই মানি না, সব মাধুরী তারই তরে আনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/১২/৮৪)

২২৪৫

এই ঊষর উপকূলে দিন গুণিয়া যাই।

আসিবার কথা ছিল অনেক আগে, পদধ্বনি নাহি পাই।।

আলোকের রথে তুমি আসিও প্রিয়, তমসার শেষ রেশ মুছিয়া দিও।
আমি যে তোমার তাহা মনে রাখিও,
তুমি ছাড়া আর কিছু কভু নাহি চাই।।

সবার আত্মীয় তুমি সবাকার, সম্পদে বিপদে সঙ্গে সবার।
তুমি ছাড়া কেহ নাই, কারও পরিচয় নাই,
তোমাকে ঘিরে' বেঁচে' আছে যে সবাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১২/৮৪)

২২৪৬

তুমি পথ ভুলে' যদি এলে, জেনেশুনে' নাই বা এলে।
সামর্থ্য নাই করি নিমন্ত্রণ, তবু যদি এলে অবহেলে'।।

নাই আমার স্বর্ণ-সিংহাসন, চীনাংশুকে সাজানো আসন।
আল্পনা দিয়ে পথ সাজিয়ে রাখি নি, ভরসা যদি এলে ভুলে'।।

মোর এ কুটিরে প্রাচুর্য্য নাই, লোকদেখানো ঐশ্বর্য্যও নাই।
মনভরা মাধুর্য নিয়েই আশা করি যদি ভুলে' এসে' গেলে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/১২/৮৪)

চীনাংশুক = Silk

২২৪৭

প্রীতির ধারায় তুমি এলে মোর মনে গো মোর মনে।
বুঝতে আমি পারি নিকো, এলে তুমি কোন্ ক্ষণে।।

চাই নি কিছু তোমার কাছে, চাই নি থাক মনের মাঝে।
চেয়েছিলুম আশিস্ দিও এগোতে লক্ষ্যের পানে।।

এলে তুমি পূর্ণ রূপে আমার মনের গন্ধধূপে।
বলেছিলে, থাক তুমি সবেতে সঙ্গোপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১২/৮৪)

২২৪৮

তোমারে চেয়েছি সকল মাধুরী দিয়ে,
জ্যোৎস্নাধারা বিছায়ে চাঁদ যেমন ধরারে যাচে।
জানি না কেন আস নি, দেখিতে কি তুমি পাও নি,
অথবা এসেছিলে, তাকাই নি মোর মনোমাঝে।।

অনুক্রমণিকা

খুঁজেছি বাহিরে বাহিরে, দেখি নি নিজ অন্তরে।
তাই কি চলিয়া গেছে ফিরে', বুঝি অনাদরে ব্যথা বাজে।।

এবার তাকাব অন্তর মাঝে, দেখিব অরূপ মহিমা যে রাজে।
সাজাব তোমারে নবতর সাজে মধুমাসে মোর ফুলসাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১২/৮৪)

২২৪৯

ফাগুন এল মনে না জানিয়ে মনবনে ফুল সাজিয়ে।
শুষ্ক বিশীর্ণ মনোমাঝে সরস ছবি এঁকে' দিয়ে।।

যে শাখায় ছিল না কোন ফুল, ছিল না পাতা, ছিল না মুকুল।
তাহাতে সবুজ পাতা এনে দিয়ে ফুলের শোভা দিলে ভরিয়ে।।

যে মননে ছিল না কোন মধু, যে আকাশে ছিল না বিধু।
চিরকালের সেই যে বঁধু, তাকেও নিয়ে এলে পথ ভুলিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১২/৮৪)

২২৫০

অনুক্রমণিকা

আমি তোমায় খুঁজেছি গিরিগুহায়, খুঁজেছি অণুতে অণুতে।
খুঁজে' খুঁজে' ক্লান্ত হয়েছি প্রভু, চেয়েছ দূরে থাকিতে।।

আমার সকল চাওয়া পূর্ণ হবে, সকল অভীপ্সার পূর্ত্তি হবে।
যখন তোমাকে পাব মনে প্রাণে সত্তার অনুভূতিতে।।

কেন যে লুকিয়ে থাক না-জানা আমার,
কেমনে কাঁদিয়ে থাক তাও বোঝা ভার।
তবু্ আমি খুঁজে' যাব, খুঁজেই পাব, ধরা তোমাকে যে হবে দিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১২/৮৪)

২২৫১

তোমায় ভুলে' থাকা কেন নাহি যায়,
আঁখি মুদে' যবে দেখি কালো।
সে কালোয় তুমি ঢাল আলো,
সে আলো আমায় দোলা দেয়।।

আমি যত ভাবি আলো দেখিব না, তোমাকে মনে আনিব না।
না-দেখার এই অভিমান আরও বেশী করে মোরে ভাবায়।।

অনুক্রমণিকা

শুণে' থাকি মন মাঝে থাক, মানস কমলে হাসি আঁক।

তাই কি সে হাসি আলো রূপে ভাসি' মর্ম্মমুকুরে মূরছায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১/৮৫)

২২৫২

একী অভিনব ভালৰাসা।

এক হাতে যত দিলে, আর এক হাতে নিয়ে নিলে,

অমিয় মাধুরী ভাবে ভাসা।।

গোপন কথা ভাবতে গেলে দেখি সবই জেনে' নিলে।

গোপন সে যে রইল না যে, তোমার আলোয় হ'ল মেশা।।

শোন সবার মর্ম কথা, বোবা সকল প্রাণের ব্যথা।

ওতপ্রোতভাবে থেকে' দেখো সবই কাঁদা-হাসা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/১/৮৫)

২২৫৩ *দীপাবলীর দিন এ গান গাওয়া যেতে পারে*

আলো এসেছে, ঘুম ভেঙ্গেছে, ফুলের বনে রঙ লেগেছে।

নিদ্রিত ছিল যে কলি, কমল মধুতে উপচে' পড়েছে।।

অনুক্রমণিকা

রঙের নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে, জীবনের স্পন্দন পলে প্রহরে।
প্রাণের আবির্ভাব থরে থরে, আকাশে বাতাসে ভরে' উঠেছে।।

আঁধারে কাঁদতে আর হবে না, মুখরতায় তিক্ততা রবে না।
ভালবাসার ভাষা দেবে প্রেরণা, এ দীপান্বিতা যা রচনা করেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৫)

২২৫৪ *নব্যমানবতার গান*

এসো, তুমি এসো মানবতার এই তীর্থনীড়ে।
তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে সুপ্তি–জাগরণের প্রতি প্রহরে।।

যে অন্ধকার ছিল মানব মনে, দূর হয়ে যাক তব আগমনে।
উদ্দীপ্ত করো প্রতি ক্ষণে নব ভাবনার এই নবাভিসারে।।

ঘুম ভেঙ্গে' জেগে' উঠেছি সবাই, প্রাণের প্রাচুর্যে কোন ভয় নাই।
উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে যাই, মানব ভাই এসো এক শিবিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৫)

২২৫৫

কেন তুমি এলে মোর মনমঞ্জুষায়।
এলে তুমি চুপিসারে সবাকার অগোচরে, তোমার লীলা বোঝা দায়।।

ক্ষণে ক্ষণে লীলা তব রূপে রসে অভিনব।
বৈচিত্র্যের এ অনুভব ভাষা কিনারা নাহি পায়।।

লীলাময় নাম কেন বুঝিয়াছি, লীলার সাগরে ভেসে' চলেছি।
মাধুরীতে নিজে হারিয়ে গেছি, তুমি ছাড়া ভাবা নাহি যায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৫)

২২৫৬

আসার কথা ছিল অনেক আগে, এলে না, কেন এলে না।
বুঝি আমি সিক্ত অনুরাগে কথা কইলে না, কেন কইলে না।।

প্রহর কাটে তোমার ধ্যানে, দিন চলে' যায় নামে গানে।
ছুটি তোমার অনুধ্যানে, ধরা দিলে না, কেন দিলে না।।

ভাবের ঘরে তুমি মাণিক, তোমার দ্যুতির অণু খানিক।
ঠিক্রে ফেল' হে প্রাণাধিক আঁধার মনে আমার, নেইকো মানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২২৫৭

নূতন ঊষায় আজিকে পুরাতন কথা ভুলে' যাও।
জীর্ণ নির্মোক ত্যজি' এসো, নুতন সুরেতে গান গাও।।

যে মোহাবর্ত্ত কুটিল ফেনিল ভাবজড়তাতে ঘিরে' রেখেছিল।
বজ্র হস্তে দৃঢ় প্রত্যয়ে সাহসে তাহা ভেঙ্গে' দাও।।

নূতন কুসুমে কানন রচেছি, নূতন মধুতে প্রাণ ভরিয়াছি।
চির নূতনে বাস্তবে এনে' কিশলয়ে পৃথিবী ভরাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৫)

২২৫৮

কোথা' থেকে এলে, কেনই বা চলে' গেলে, বলো মোরে।
কিছুই জানি না আমি, সব কিছু জান তুমি সংসারে।।

মোর দিন আসে যায়, কারও পানে নাহি চায়।
কভু হাসায়, কভু কাঁদায় অঝোরে।।

একা তুমি কালাতীত, দুঃখ-সুখের অতীত।

তাই তো চরণে তব প্রণতি ঝরে' পড়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১/৮৫)

২২৫৯

আপন তুমি প্রিয় তুমি, সবার মনের আলো।

বাসতে ভালো তুমি জান, ভালোর চেয়েও ভালো।।

সৃষ্টি যখন ছিল নাকো, মন্দ-ভালো থাকত নাকো।

তখন তুমি একাই ছিলে, কালাতীতের কালো।।

চাইলে তুমি, আসুক ধরা রূপে রসে গন্ধে ভরা।

প্রাণের আলো ঢেলে' দিলে, তোমার প্রাণে ঢেউ জাগাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১/৮৫)

২২৬০

আমি তোমাকেই ভালবেসেছি, শুধু তোমার কথাই ভাবি।

তুমি ছাড়া মোর ভুৰনে আর কেহ নাই জেনো।।

অনুক্রমণিকা

আমি ভালবাসি তব হাসি, মধু সুধা পাশাপাশি।
যাই কোন্ সুদূরেতে ভাসি' যখন যেখানে টান।।

অলখ দ্যুতিতে তব নব নব অনুভব।
মর্মে এ অভিনব বিরহে মিলনে আন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১/৮৫)

২২৬১

কত কাল আর কত কাল প্রিয় পথ চেয়ে বসে' থাকিব তুমি বল না।
উদয়-অস্ত কর্মব্যস্ত থেকেও মোরে জানাও না।।

অনন্তকাল তোমার পরিধি, ভূলোকে দ্যুলোকে আকাশ উদধি।
সীমিত কালের আমি প্রতিনিধি, মোর কথা যেন ভুলো না।।

বুদ্বুদ আমি তোমার সাগরে, কত না উর্মি সদা এসে' পড়ে।
এই আছি আমি এই নেই, মোর সাথে লীলা কোরো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/১/৮৫)

২২৬২

চম্পক বনে তুমি এসেছিলে, বসেছিলে মোর তরে,

অহেতুকী কৃপা করে'।

আমি ছিনু অভিমানে অর্গল দিয়ে দ্বারে।।

সেদিনের কথা ভুলিতে পারি না, সে স্মৃতি মননে দেয় যে দ্যোতনা।

আশা-নিরাশার মধুর বেদনা, দোলা দেয় বারে বারে।।

চম্পক বন আজও পড়ে' আছে, সে তীর্থপতি দূরে চলে' গেছে।

আমারই ভুলে ভাবনার মূলে ভালবাসা গেছে সরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১/৮৫)

২২৬৩

মাধবী ফাগুন শেষে হঠাৎ এসে' দোলা দিয়ে যায়।

মনে যে আশা ছিল ভাষা পেল তারই প্রেরণায়।।

গুলবাগিচায় নেইকো তার ঠাঁই, মঞ্জিলেতে কেউ রাখে নাই।

ভোমরা মধু খোঁজে বৃথাই অকালে অবেলায়।।

তার মনেতেও মধু আছে, রূপে রসে পড়ে উপচে'।

অনুক্রমণিকা

ভালবেসে' যে যায় কাছে সেই যে তারে পায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১/৮৫)

২২৬৪

তোমার কথাই ভাবিতে ভাবিতে দিন চলে' যায় কত না।

তবু নাহি আস মর্মে না ভাস, বুঝি মোর নাহি সাধনা।।

জানি ভালবাস, ব্যথা বুঝে' থাক।

আমার 'আমি'-রে কাছে কাছে রাখ।

তোমার এ প্রীতি আমার প্রতীতি দু'য়ে মিলে এক হ'ল না।।

গড়ে' তোল মোরে মনোমত করে' আরো ভালো করে' চিনিতে তোমারে।

তুমি ছাড়া নাই জগতে কেহই, দাও মোরে এই চেতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/১/৮৫)

২২৬৫

তোমারই লাগিয়া তোমাকে ভাৰিয়া দিন মোর চলে' যায়।

অতন্দ্র নিশি তোমাতেই মিশি' ভাবে রূপে মূরছায়।।

অনুক্রমণিকা

কত না উল্কা ঝরে' খসে' যায়, কত যে বলাকা পাখা মেলে' ধায়।
কত দীপশলাকা আলো জ্বালায়, মন তাতে না তাকায়।।

এসেছি তোমার কাজ করে' যেতে, তব অভীপ্সা পূর্ণ করিতে।
'ওতঃপ্রোতভাবে তোমাতে মিশিতে, তব সুধা বরষায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৬৬

গানে জেগেছিলে তুমি প্রাণে, জাগালে ভুবনে।
তোমার গীতির পরশে সবাই মেতেছে হরষে, ভরা মনে প্রাণে।।

তুমি আছ তাই বেঁচে' আছি, তব সুরে আনন্দে নাচি।
তোমাকেই ভালবেসেছি অমৃতের স্পন্দনে।।

হে স্রষ্টা, রূপকার, সুরকার, আত্মার আত্মীয় সবাকার।
সব সত্তার তুমি সমাহার অসীমের মধু রণনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৬৭

অনুক্রমণিকা

তোমারেই প্রীতিতে মুগ্ধ আমি প্রভু, তব গুণের তুলনা নাহি পাই।

হে কালাতীত, হে রূপাতীত, কালে এসে' রূপ রচ সদাই।।

তোমারে কেহ ৰাঁধিতে পারে না, কোন ছলাকলাই মাতাতে পারে না।

তব প্রীতিৰন্ধন সবারেই সাধনা, জেনেশুনেও মোহেতে ভুলে' যাই।।

হে বিশ্বাতীত, হে বিশ্বম্ভর, সপ্তলোকই তব কৃপা 'পরে নির্ভর।

তোমাকে ভুলে' মোহেরেই অকূলে ভেসে' না যাই, এই করুণা চাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৬৮

আলোতে ভেসে' সহসা এসে' রঙিন পরী গান গায়।

সব তিক্ততা ব্যথা বিধুরতা মাধুর্যে ঢেকে' দেয়।।

বলে–এসেছি, ডাক যে শুণেছি, তব ব্যথা বুঝিয়াছি।

মান নাহি মান, মোর কথা শোণ, ভালবাসি তোমায়।।

একদিন ছিল কেহ নাহি ছিল, আমি ছিনু একা হেথা।

তোমরা এসেছ, আমার হয়েছ, বুঝিয়াছ ব্যাকুলতা।

অনুক্রমণিকা

মোর সাথে চলো, আমি প্রাণোচ্ছল, নিয়ে যাব অলকায় নব্যমানবতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৬৯

অরূপ তোমার রূপের লীলায় এ কী দোলা দিলে।
মনের মাঝে রঙ লাগালে, মনকে জিনে' নিলে।।

যা' ছিল মোর গোপনীয়, তাই যে হ'ল তোমার প্রিয়।
অগোচরে থরে থরে মনের কলি ফোটালে।।

ঊর্ধ্বপানে দৃষ্টি যে যায়, কোন্ অতিথির আসার আশায়।
না–জানা কার ভালবাসায় রঙের প্রদীপ জ্বেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫),

২২৭০

তুমি এলে, আলো জ্বেলে' তমসা সরালে।
ভাবাতীত ভাবে এলে, রূপে ভরে' দিলে।।

ঘটিতে যা' নাহি পারে কৃপাতে তা' দিলে করে'।

অনুক্রমণিকা

করুণাসাগর তুমি উপচে' পড়িলে।।

অল্পবুদ্ধি আমি প্রজ্ঞাসাগর তুমি, সঙ্কল্পে রচিয়াছ সপ্তভূমি।
আমি জীব তুমি শিব, মোরে ভালবাসিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৭১

চেতনায় পাই নি তোমায়, এসেছিলে তুমি স্বপনে।
মননে যাও নি বাঁধা, এলে প্রীতির বাঁধনে।।

তোমারে চেয়েছি দিনে রাতে জীবনের ঘাতে প্রতিঘাতে।
ছোট-বড় লাভ-ক্ষতিতে সব উত্থানে পতনে।।

মোর যোগ্যতা তুমি জান, করুণার পাত্র যে মান।
তাই তো প্রীতির ডোরে টান রাখিতে নয়নে নয়নে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৭২

মননে ভুবন ভরিয়া রয়েছ, তবু্ কেন দেখা দাও না,
কী লীলা তোমার বুঝি না।

অনুক্রমণিকা

আলোকে উৎসবে প্রাণেরই আসবে ওহে উচ্ছল চেতনা।।

ঊর্মিমালায় দিকে দিকে ধাও, তমসার গ্লানি থাকিতে না দাও।
প্রাণের পরাগে হেসে' ভেসে' যাও, কী অফুরন্ত দ্যোতনা।।

ভাবিতে পারি না তব গুণকথা, একাই এককে হয়েছ শতধা।
মহাসম্বোধি হে প্রিয় পয়োধি ছড়ায়ে পড়েছ কত না ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/১/৮৫)

২২৭৩

প্রজাপতি পাখনা মেলে' উড়ছে কেন, কে জানে।
কাহার খোঁজে আজকে সে যে ঘুরে' বেড়ায় মধুবনে।।

আর কোন ভাবনা যে নাই, মধু-র আশে আসছে সদাই।
মুক্ত প্রাণের স্নিগ্ধ ধারায় উদ্বেলিত আনমনে।।

বর্ণচ্ছিটায় প্রজাপতি মনকোরকে মধুর দ্যুতি।
উপচে' পড়া প্রাণের গতি সঙ্গীতেরই শিঞ্জিনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২২৭৪

কোন্ নীলিমার কোণ থেকে' এসে' কোন্ সে সুদূরে ভেসে' যাও।
কোন্ দুর্লভ অভিযাত্রী সে যার গান তুমি গেয়ে যাও।।

সব সাগরের প্রাণের লহরী ৰাজিয়ে চলেছে তব জয়ভেরী।
উত্তাল সিন্ধু নাচে, সে ধ্বনি মর্মে তুমি শুণিতে পাও।।

চির পরিচয় তোমাতে আমাতে, কাছাকাছি আসা ঘটনার স্রোতে।
খুশি–বেদনাতে হাসি–অশ্রুতে তন্দ্রা আমার ভেঙ্গে' দাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৭৫

তোমারে পেয়েছি গহনে গোপনে, হেসেছ মনের মধুবনে।
উচ্ছ্বল তুমি চঞ্চল তুমি, তবু শান্তধী মোর মনে।।

অহংকারের নেইকো আভাস, লুকোতে চাও হে স্বয়ংপ্রকাশ।
তোমাতে নিহিত আকাশ বাতাস সকল তত্ত্ব, কে না জানে।।

অনুক্রমণিকা

অন্তরে তুমি অন্তরতম, নাশ কল্মষ হে প্রিয়তম।

তোমারই আশিসে দূরে সরে তমঃ, জ্যোতিরুদধি না ৰাধা মানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৭৬

ভোমরা বলে বকুল ফুলে, তোমার কাছে না যাই,

তোমার বুকের মধু শুকিয়ে গেছে।

যাহা কিছু ছিল তোমার, পড়ল ঝরে' পরে ধূলার,

তোমার শ্রী–সম্পদ শেষ হয়েছে।।

বকুল বলে–শোণ মধুপ, ভালবাসা নয়কো লোলুপ।

কাছে এসে' পাশে বসো, কথা রয়েছে।।

ভোমরা বলে–সময় যে নাই, অন্য ফুলের সন্ধানে যাই।

কথা বলে' কাল হারালে সাঁঝের ভয় আছে।।

বকুল বলে–পরম পিতা, তুমিই বোঝ মর্মব্যথা।

তোমার পায়ে পড়ি লুটিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

বকুল হল Spiritual মানুষ; আর ভোমরা হল Materialistic মানুষ

অনুক্রমণিকা

২২৭৭

পথ ভুলে' তুমি এসেছিলে, এসেছিলে মোর আঙ্গিনায়।
নির্মেঘ ছিল সুনীল আকাশ সুস্নিগ্ধ জোছনায়।।

শেফালী তরুতে ফুল ফুটেছিল, কাশের বনেতে দোলা লেগেছিল।
মন্দ মধুর সমীরণ ছিল ভালবাসাতে মধুময়।।

ধীরে ধীরে তুমি চরণ ফেলিলে, মোর অর্গল খুলে' ফেলে' দিলে।
মোহৰন্ধন নিজেই সরালে, বলিলে তোমার নাহি ভয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৭৮

কাছে এসে' ভালবেসে' মোরে তুমি গেছ যে ভুলে'।
ডাকি নি তোমায়, সাধি নি তোমায়, তবু তুমি কৃপা করিলে।।

মানি নাহি মানি মোরে ডাকো, শাসনে শুধরে' মোরে রাখো।
বিমুখ হ'য়ো না প্রভু, হ'য়ো না বিরূপ, মোর প্রাণে যেও না দলে'।।

অনুক্রমণিকা

মোর প্রাণ তব দান জানি, ভালবাসা তাও বুঝি মানি।
বাহিরে কঠোর তুমি ভিতরে কোমল, মর্মে এ ভাবনা দোলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৭৯

তোমাকে ভালবেসে' আমার এ চিদাকাশে,
কী সুধা পড়ল ঝরে' অঝোরে সঙ্গোপনে।।

ভাবিলাম ভুলে' যাব, ভ্রান্তিতে শান্তি পাব,
দেখিলাম যায় না ভোলা ভাবনার এই রণনে।।

তুমি আছ আমি আছি, আর সবই ভুলে' গেছি।
তৃতীয় আর কেহ নাই মধুরের আকর্ষণে।।

মোর হৃদয়ের গহনে আছ তুমি চিৎস্বননে।
নেৰে' এসো মোর মননে ধারণার ধ্যানাসনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৮০

আঁধার সাগর পার হয়ে আজি কে গো এলে তুমি মনোহর।
তোমারে চিনি না, তোমারে জানি না, জানি তুমি গুণে ভাস্বর।।

যুগ যুগ ধরি' বসে' ছিনু আশে, আলোকে আঁধারে সব অভিপ্রকাশে।
কিছুতেই তুমি আসো নিকো, পাশে জ্যোৎস্নামদির সুধাকর।।

তোমারে চেয়েছি প্রীতির প্রসারে, হারানো দিনের সুরঝংকারে।
প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে' দীপাধারে ধরিতে তোমারে বারে বারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৫)

২২৮১

আলোকের এই ঝর্ণাধারায় স্নান করাতে কে গো এলে।
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে ফুলের বনে রঙ ধরালে।।

দেখে' ভাবি চিনি চিনি, প্রীতির প্রতিনিধি ইনি।
রঙ-বেরঙের ভাব ছড়াতে রামধনুতে শর যুজিলে।।

বর্ণ যখন নাহি ছিল, এ রূপ কোথায় লুকিয়েছিল।
কেনই বা এই আলোর পুরুষ প্রাণ ভরালে রঙমশালে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮২

তুমি এলে আমার কাননে এই অবেলায়।
ফুলগুলি সৰ মোর ঝরিয়া গেছে, পাপড়ি ধূলায় শুকাইয়া যায়।।

যখন উপবনে পুষ্প ছিল, রঙের মাধুরীতে পূর্ণ ছিল।
তখন আস নি তুমি, ৰাসো নি ভালো, তোমার লীলা বোঝা হ'ল দায়।।

আর কি ফুটিবে না আমার কুসুম, অবর্ণে জাগিবে না নব কুমকুম।
কিশলয়ে ভরিবে না মোর প্রীতিদ্রুম, আসিবে না তুমি রাঙা অলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮৩

আমায় কেন ভালবাসিলে।
গুণ নাই, জ্ঞানও নাই, তবে কী যে দেখিলে।।

মমতা-মাধুরী দিলে, বুদ্ধি জাগায়ে তুলিলে।
সিদ্ধি-সমৃদ্ধি দিলে আমি অসহায় বলে'।।

অনুক্রমণিকা

মানবাধারে আনিলে, ভাবেতে মধু মাখালে।

পাবার এষণা জাগালে, তোমায় গেলুম যে ভুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮৪

রূপসায়রের আঙ্গিনাতে অরূপ তুমি এসে' গেলে।

ছন্দে সুরে আপন করে' সবারে টানিলে।।

তারায় তারায় ভরা আকাশ, মন্দ মধুর বহে বাতাস।

হালকা হাওয়ায় দোলে যে কাশ শাদা পাখনা মেলে'।।

তোমায় জানা সহজ যে নয়, প্রীতি শুধু পায় পরিচয়।

মুখরতা মূক হয়ে রয় তোমায় কাছে পেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮৫

নূপুর ছন্দে সুস্মিত দিনগুলি সারথি সময় ময়ূখ মালায় আসে।

তন্দ্রাবিহীন না-ফোটা ফুলের কলি কাছে পেতে চায় প্রাণভরা নিশ্বাসে।।

অনুক্রমণিকা

যত বার ভাবি দূরে চলে' যাই, প্রীতির বাঁধন ৰাঁধে যে সদাই।
বলে কাণে কাণে শোণ গানে গানে, সবাই আলোতে হাসে।।

দূর কোথা আছে, দূর কেউ নয়, চেতনা–সায়রে সবে মিশে' রয়।
আত্মায় নিহিত যে পরিচয়, ভাবের মাঝারে ভাসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮৬

এলে বুঝি আজি শ্যাম রায়, বাঁশরী কাণে শোণা যায়।।
পথ চেয়ে বসে' আছি মানস–যমুনা তীরে,

কত কী যে আসে যায়, কেহ নাহি চায় ফিরে'।
একলা আসিয়াছি, একলা রয়ে গেছি, চিরসাথী তুমি দূরে হায়।।

আর কি বহিবে না উজানে যমুনা, পূর্ণ করিবে না প্রীতির এষণা।
দূরে রাখিয়াছ, আরো কী ভাবিতেছ, লীলা কর আলো–ছায়ায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/১/৮৫)

২২৮৭

অনুক্রমণিকা

ভালোর চেয়েও ভালো যে তুমি, ভালবাসা দিয়ে যাও।
নাশ করে' দাও যত কালো, তুমি লীলা না করিতে চাও।।

আছে শত ত্রুটি, অপরাধ আছে, জানা আছে সব তোমারই কাছে।
সব জেনেশুনে' মমতা–মননে মধুতে ঢাকিয়া দাও।।

কর্ত্তব্য কোন করি নিকো কভু, সন্তোষ কাজে দিই নিকো প্রভু।
এসেছি এখানে কৃপাস্পন্দনে, মোরে শুধরিয়ে নাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৮৮

তোমাকে কাছে পেয়েও চেনা দায়।
হাস মৃদু হাসি, বল ভালবাসি, মনকে বোঝা নাহি যায়।।

যখনই ভাবি চিনিয়া ফেলেছি, তোমার মনকে জানিয়া নিয়েছি।
দেখি লীলাছলে কী যে করে' দিলে, ব্যথা ঝরে দুই আঁখিধারায়।।

সার বুঝিয়াছি, অসার ভুলেছি, তোমার লীলায় হার মানিয়াছি।
এখন শুধু বলিয়া চলেছি, ত্রুটি ক্ষমি' কৃপা করো আমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২২৮৯

তিমির শেষে আলোর দেশে হে প্রভু দাও ধরা দাও।
কোথায় ফেলে' চলে' গেলে, মোর সাথে কও কথা কও।।

চলে' চলে' ক্লান্ত চরণ, তোমায় ভেবে' স্তব্ধ মনন।
হারিয়ে গেছে আমার অহং, কোলে তুলে' নাও, তুলে' নাও।।

শুণেছি তুমি দয়াময়, কৃপা ছড়ানো বিশ্বময়।
সর্বাধারে হে চিন্ময়, চিদালোকে স্মিত মুখে চাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৯০

শুক্লা আকাশে সুমন্দ বাতাসে হিয়া বারে বারে তারে চায়।
উদ্বেল মন শোণে না বারণ, তারই পানে সদা ছুটে' যায়।।

যত তিথি ছিল, এক হয়ে গেল, তারই ভাবনায় ঝঙ্কৃত হ'ল।
সব চাওয়া-পাওয়া সব দেওয়া-নেওয়া একতানে তারই জয় গায়।।

অনুক্রমণিকা

কে গো তুমি প্রভু লীলার নিগড়ে দূরে থেকে' বাঁধ প্রীতি–ফুলডোরে।
ভুলিতে পারি না ভাবের সাধনা, ভাব ভাবাতীতে ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৯১

তোমারে চাই যে কাছে মনের মাঝে, দূরে থাকা দায়।
সলাজে সকল কাজে ভাবি তোমাকে বসে' নিরালায়।।

দিল–ৰাগিচায় যত পাপড়ি ছিল যখন না–ফোটা কুঁড়ি।
তখন থেকে মোর কোরকে সোণালী প্রাণ যে উপচায়।।

এসো প্রিয় আরো কাছে, হিয়ায় মধু ভরা আছে।
রঙ–বেরঙের ফুল ফুটেছে সাজানো গুলবাগিচায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৯২

পথ বেঁধে' দিল এ কী ভালবাসা আশার আলোকে ভরা।
বল্লাবিহীন ছিল যে মন, আজ সে আত্মহারা।।

অনুক্রমণিকা

ক্ষুদ্র অণুর ঝলকানি আমি আশা-নিরাশায় দুলি দিবাযামী।
মোরে ভালবেসে' কৃপা নির্যাসে দিলে নব প্রাণধারা।।

আশার অতিরিক্ত যে দিলে, তুচ্ছ 'আমি'-তে অমৃত মাখালে।
প্রীতির দ্যুতিতে ভরা প্রতীতিতে হরিলে অন্ধকারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৯৩

নয়ন রাখিয়া যাও প্রিয় প্রতি অণু-পরমাণুতে।
লুকানো যায় না তাই কোন কিছু কোন মতে।।

কী কঠোর কর্ত্তব্য তোমার, কোমল হৃদয়ে বহে' যাও ভার।
সব সংস্কারে সব রূপাধারে কালের প্রতি পলেতে।।

কালাবর্তনে নৃত্যভঙ্গে সৃষ্টি ছিল না রামধনু রঙে।
তখনও তুমি ছিলে নিঃসঙ্গে অজ্ঞাত কালাতীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/১/৮৫)

২২৯৪

অনুক্রমণিকা

তুমি আলো ঢেলে' দিলে, তবু নিজেকে দেখ নি।
আলোর পুরুষ তুমি আলোতে ছিলে, আমি দেখিতে চাই নি।।

ভোগ্য পণ্য খুঁজে' গেছি ধরাতে, যার তরে ভোগ চাই নি খুঁজিতে।
কর্মকে দেখিয়াছি কর্তাকে নয়, কত্তার কথা ভাবি নি।।

আমি জড়কে শ্রেষ্ঠতা দিয়ে গেছি, জড়ের মাঝারে পূর্ণতা চেয়েছি।
যে তুমি এত দিলে তাকে ভুলে' আলো-ঢালা পথে চলি নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২২৯৫

পূর্বাকাশে অরুণ হেসেছে, সকল কালিমা সরে' গেছে।
রাত্রির কালো লাগে নিকো ভাল, তাই কৃপা রূপে রাঙিয়াছে।।

আঁধারের ক্রুর দংষ্ট্রা যে নেই, শঠতার রাক্ষসী ক্ষুধা নেই।
নিজেকে ভোলার প্রবণতা নেই, জ্যোতির সাগর নাচিতেছে।।

মানুষে মানুষে ভুল বোঝা নেই, পশুপীড়নের জিঘাংসা নেই।
কুঠারে তরুরে উচ্ছেদ নেই, নূতন মানবতা জেগেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২২৯৬

আলোকের ঝর্ণাধারায় কে গো এলে অনাহূত।
রূপে তোমার মুগ্ধ আমি, গুণে যে বর্ণনার অতীত।।

বিশ্বে কেবল তুমিই আছ, রূপ ছড়িয়ে দিয়েছ।
রূপালোকে রূপাধারে তোমার কীর্ত্তি তর্কাতীত।।

ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে তুমি, নেচে' চল অভ্র চুমি'।
ভাবজগতের মধ্যমণি, তোমার দ্যুতি দেশাতীত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২২৯৭

কোথায় গেলে দূরে চলে' ওগো প্রভু আমায় ফেলে'।
ডাকছি এত শোণ না তো, বিমুখ কেন বিরূপ হলে।।

আলোর মাঝে তুমি আছ, কালোয় তুমি মিশে' গেছ।

সব কিছু ভরে' রয়েছ, আমায় দেখা নাহি দিলে।।

রূপের নাহি পরিসীমা, গুণের তোমার নাই উপমা।
উদার বিভু করো ক্ষমা আমার সকল ত্রুটি ভুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২২৯৮

চিন্ময় তুমি রূপময় তুমি সবাকার তুমি আপনার, আপনার চেয়ে আপনার।
তোমাকে ভুলে' ভাসি যে অকূলে, বিপথেতে ঝুঁকি বারে বার।।

ওগো প্রিয়তম আত্মীয় মোর, ভালবাসা তব করেছে বিভোর।
সকল মাধুরী তোমারেই ঘেরি' নেচে' ছুটে' যায় অনিবার।।

তোমারে চাই যে আরো কাছে পেতে, অন্তরে মোর মিলেমিশে' নিতে।
তব সম্বিত, ওহে ভাববিদ, ভাবনাতে ভরে' সুধাসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২২৯৯

আলোকের হে প্রতিভূ, তোমার' পরেই সকল আশা।

অনুক্রমণিকা

তোমার রূপেই জগৎ মুগ্ধ প্রভু, গুণ মাপিবার নেইকো ভাষা।।

নিজেরে ছড়ায়ে দিয়েছ, মর্মেতে ঠাঁই নিয়েছ।
যা' হয় না তাও করে' দিয়েছ, রঙে রঙে ৰাঁধলে বাসা।।

ফুলের বুকে তুমিই মধু, নীলাকাশে স্নিগ্ধ বিধু।
ডেকে' ডেকে' মরি শুধু, মনেই শোণ কাঁদা–হাসা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২৩০০

আমি পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হই নি, ক্লান্ত নিজের গ্লানিতে।
মোর যত গ্লানি মদ–ঝলকানি দাও মাটিতে মিশিতে।।

মোর মাথা নত করে' রেখে' দাও প্রভু তোমার চরণ–ধূলিতে।
উন্নত করো আমার সত্তা তব গৌরবদ্যুতিতে,
আমি বারে বারে আসি, বারে বারে যাই তব অম্লান আলোতে।।

রেখো নাকো মোরে দূরে' ফেলে দিয়ে প্রতিসঞ্চরে গতিতে ভাসিয়ে।
করুণার দানে তব অবদানে দাও আমারে চলিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

মদ = অহংকার

২৩০১

ভেসে' আঁখিনীরে ভেবেছি তোমারে, মর্মের মোর ভাষাতে।
কেহই জানে না, জানিতে পারে না, কী কথা কয়েছি মনেতে।।

দেখি নি জগতে, দেখেছি মনেতে, রয়েছ আঁখির কৃষ্ণ তারাতে।
তারা দূরে না যদিও দেখি না, তন্ময় হই প্রীতিতে।।

সে প্রীতি হিয়াকে উদ্বেল করে, মনমঞ্জুষা ভাবে ঝরে' পড়ে।
সে অনুরক্তি সে সম্পূর্ত্তি নেচে' ছোটে ধ্রুব জ্যোতিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/১/৮৫)

২৩০২

এ পথের শেষ যে কোথায় কে জানে, কে জানে গো কে জানে।
খুঁজতে গিয়ে যাই হারিয়ে, কল্পনা মোর হার মানে।।

রঙের বাসা বুনে' চলি, মনের কুসুম তোড়ায় তুলি।
অন্ধকারে হাতড়ে' বলি, থই না পেলুম কোন খানে।।

অনুক্রমণিকা

যে বুদ্ধি মোর কাছে আছে, যে ৰোধি কাজ করে' চলেছে।
যে এষণা দিন গুণেছে, সবাই লুকোয় এক কোণে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১/৮৫)

২৩০৩

তোমার সঙ্গে মোর পরিচয়, এক–আধ যুগের কথা নয়।
অনাদি কাল সঙ্গে আছি, গেয়ে গেছি তোমার জয়।।

ভালবেসে' তোমার ভাবে, ভুলেছি মোর সব অভাবে।
তোমায় ভেবে' মোর স্বভাবে সব কিছু হোক তুমি–ময়।।

আমায় দূরে রেখো নাকো, দিবানিশি সঙ্গে থেকো।
মনের মধু মাখিয়ে রেখো, কাজে লাগাও সব সময়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১/৮৫)

২৩০৪

সে কোন্ প্রভাতে ঢালিলে ধরাতে তোমার অপার দ্যুতি।
ইতিহাস নেই, স্মিতাভাস নেই, রয়ে' গেছে শুধু প্রীতি।।

অনুক্রমণিকা

কেহই জানে না তব অবদান, মাধুরী ছন্দে যা' করেছ দান।

সবই দিয়েছ, কিছু না নিয়েছ, তুমি চিন্ময় সম্ভূতি।।

তোমারে জানিতে পারা নাহি যায়, প্রয়াসও হয় কৃপা ভরসায়।

ভাবকে ভরিলে, মনকে মাতালে, গাইলে অমর গীতি,

তুমি গাইলে অমর গীতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/১/৮৫)

২৩০৫

গান গেয়ে যাব।

শোণ না শোণ তব ইচ্ছা, গভীর শ্রবণে ঢেউ জাগাব।।

ভেবেছ কি আমি নীরবে থাকিব,

তোমাকে পাবার আশা ছেড়ে' দোব।

যে সুরধারা মহাকাশে ভরা তার সুযোগ না নোব।।

বুদ্ধিতে তব থই নাহি মিলে, তাহার যে অণু আমাকেও দিলে।

সে মাধুরী দিয়ে তব নাম নিয়ে তোমাকে পাবই পাব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/১/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩০৬

তোমাকে চেয়েছি করুণাধারায় আমি, কেন তাহা নাহি জানি।
চাও নাহি চাও ওগো অন্তর্যামী, তোমাকেই আমি সব কিছু বলে' মানি।।

তোমার হাসিতে ফুল ফুটেছে, তোমার বাঁশীতে ভালবাসা আছে।
তব মাধুর্যে অমৃত ঝরেছে, আছে আলো–ঝলকানি।।

নিকটে ও দূরে ভরিয়া রয়েছ, অতনু আসবে রঙ ধরিয়েছ।
তোমাকে ভেবে' ভাবসংবেগে, তোমায় প্রাণেতে টানি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/১/৮৫)

২৩০৭

আমি ভুলে' গেছি সেই তিথি, ভুলি নি তোমায় প্রিয়, ভুলিতে পারি না।
এসেছিলে তুমি অনাহুত হয়ে মনেরই গহনে, কেন তা' জানি না।।

সহসা আসিলে, দোলা দিয়ে গেলে, পুরোনো জীবন ভুলাইয়া দিলে।

দৃঢ়তা আনিলে জীবনের মূলে, বুঝিতে বাধার মানা।।

ৰলিলে জীবন অকপটে বলা, সাহসের সাথে ঋজু পথে চলা।
জয়ী হয় নাকো কোন ছলাকলা, সত্যই সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/১/৮৫)

২৩০৮

তুমি আমায় ভালবাসিয়াছ, আমি দূরে থেকেই গেছি।
তুমি মোর ব্যথাতে প্রলেপ দিয়াছ, আমি তা' ভুলেছি।।

মরুর উত্তাপে শোকসন্তাপে, মমতাবিহীন সমাজের চাপে।
ব্যথাহত হয়ে যখনই কেঁদেছি তব সান্ত্বনা পেয়েছি।।

দুই হাতে শুধু করে' গেছ দান, বিনিময়ে দিই নিকো প্রতিদান।
ভাঙ্গিতে চেয়েছি তোমার বিধান, অস্মিতা দেখিয়েছি।।

দোষ-গুণ ভুলে' করুণা ঢেলেছ, মমতা-মধুতে মন মাতিয়েছ।
প্রীতির ধারায় স্নান করিয়েছ, আমি নাহি বুঝিয়াছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩০৯

তুমি এসেছিলে, মৃদু হেসেছিলে অলকার সুধা ঢেলে'।
আমি ফিরে' তাকাই নি, কথাও কই নি, ছিলুম মোহেতে ভুলে'।।

অর্গল দিয়ে ছিনু গৃহকোণে, নিজের কথাই ভেবেছি গোপনে।
প্রতিষ্ঠা চেয়েছি নিয়ত মনে কৃষ্ণা নদীর কূলে।।

তুমি চলে' গেলে রেখে' প্রীতিভার, যে প্রীতিতে ধরা নাচে বারে বার।
রঙিন কুসুম ফোটে অনিবার, তারই স্পন্দনে দুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/২/৮৫)

২৩১০

বধির থেকো নাকো প্রিয়, শুণতে হবে আমার কথা।
বোঝ আমার মর্মব্যথা, তোমায় পাবার ব্যাকুলতা।।

বেণুর ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে তোমার আলো আমায় ডাকে।
সেই আলোতেই মিশে' থাকে তোমার প্রীতির মধুরতা।।

আশার আলো তুমিই আমার, সকল ভালোর একক আধার।
ভুললে তোমায় হই নিরাধার, তাই তো সদাই নোয়াই মাথা।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/২/৮৫)

২৩১১

ভুবনে তোমার তুলনা নাই, তাই তুমি মোর দেবতা।
কোন ক্ষুদ্রতা তোমাতে নাই, ওগো অনুপম বিধাতা।।

পথ চলি তব আলোকে আশিসে, গীতে মেতে' থাকি তব ভাবাবেশে।
ভাবসংবেশে প্রাণোচ্ছ্বাসে দূরে সরে' গেল দীনতা।।

কোন্ সে অতীতে রচিলে জগতে, ৰাঁধা পড়ে' গেলে সেই দিন হ'তে।
সবার মাঝারে মণিদ্যুতি হারে মূর্ত করিলে মমতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/২/৮৫)

২৩১২

শুণেছি তুমি দয়ালু, আমি কাজে কেন নাহি দেখি তায়।
ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোর দিন চলে' যায়।।

কেটে' গেছে কত বিনিদ্র রাতি, অতন্দ্র তব ভাবনাতে মাতি'।
তবু নাহি এলে হে প্রিয় সাথী, লুকাইয়া রহিলে কোথায়।।

অনুক্রমণিকা

অতনু পুরুষ ধরা রচে' যাও, মনের মধুতে মাধুরী মাখাও।
মোরে দূরে রেখে' কী যে সুখ পাও, বুঝিতে পারি না তব লীলায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/২/৮৫)

২৩১৩

অজানারই সুরে বাঁশী পূরে' পূরে' কে গো তুমি এলে মোর মনে।
জানিয়ে আস নি, এসে' জানাও নি, তন্দ্রা ভাঙ্গালে শিহরণে।।

প্রথমে কিছুই ভাবিতে পারি নি, কী যে হয়ে গেল আভাসও পাই নি।
তার পরে ধীরে অনুভূতি ঘিরে' উঠাইয়া দিলে স্পন্দনে।।

এ অনুভূতির তুলনা মেলে না, এ শুধু তব অহেতুকী করুণা।
সকল যুক্তি অপরা শক্তি চরণে লুটায় হার মেনে'।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ২/২/৮৫)

২৩১৪

পরাব বলিয়া সঙ্গে এনেছি ঝরা বকুলেতে গাঁথা মালা।
প্রীতির সূত্রে রচনা করেছি সারা দিন একেলা।।

অনুক্রমণিকা

এ বকুল মোর জীবনের সার, এ বকুলে সৌরভ আছে অপার।
পারিলে পরাতে জাগিবে তাহাতে মধুমিলনের দোলা।।

যে দোলাতে ধরা দোলে অনুক্ষণ, যে দোলাতে স্পন্দিত যে তপন।
যে দোলা–স্পর্শে মিলায় নিমেষে সব না–পাওয়ার জ্বালা।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ২/২/৮৫)

২৩১৫

তোমার ভালবাসা বিশ্ব রচনা করেছে,
অমিত আকর্ষণে, অমেয় স্মিতাননে।
সবাই তোমায় প্রাণে পেতে চেয়েছে।।

কেউ নয় পর, কেউ নয় দূর, সবাই আপন সবাই মধুর।
সবার পানে চেয়ে সবারে মাতিয়ে দিয়ে অযুত ছন্দে নেচে' চলেছে।।

বিশ্বলীলায় তুমি মধ্যমণি, প্রীতির সূত্রহারে গাঁথা মণি।
তুমি কভু তাড়াও না বুঝি জানি, পাওয়া মানে মিশে' যাওয়া মর্ম মাঝে।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ৩/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩১৬

আজি আমার মনের আঙ্গিনায় তুমি এসে' দাঁড়াইলে শ্যাম রায়।
মন্ত্রমুগ্ধ করে' দিলে মোরে, বলিলে ভালবাস আমায়।।

যা' ভাবি নি দেখি তাই হয়ে গেল, তোমার মাধুরী মন ভরে' দিল।
বলিলাম কেঁদে' আবেশের সাথে, এ বিশ্বাস না করা যায়।।

বলিলে এ মন তোমার নিবাস, অতীতেও ছিল প্রীতিনির্যাস।
অহমিকা ঘোরে দেখি নি তোমারে, ঢাকা ছিল মদ-কুয়াশায়।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ৩/২/৮৫)

২৩১৭

এই নীল সরোবরের গা-য় কমল কুমুদ হাসে উচ্ছলতায়।
কে বা এল কে বা গেল নাহি তাকায়, মন শুধু তারই পানে ধায়।।

কত ঝড় বয়ে গেছে অশনিধারায়, কত উল্কার কত আলো ঝলকায়।
কত ধূমকেতু এসে' পুচ্ছ নাচায়, কিছুতেই নাহি আসে যায়।।

কত দিন চলে' গেছে, গেছে কত যুগ, মধু ভারে ভরা তবু রয়ে গেছে বুক।

কত না মধুপ এসে' গান গেয়ে যায়, কিছুতেই মধু না ফুরায়।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ৩/২/৮৫)

২৩১৮

দেখেছি তোমারে মর্ম মাঝারে, পেয়েছি সুস্নিগ্ধ মননে।

তোমার কিরণে বিশ্বভুবনে আলো ঢেলে' দিলে সুরে তানে।।

আপনার করে' নিয়েছ সবারে, ভালবাসা দিয়ে হিয়ার গভীরে।

যে ভালবাসে না তাহারেও ঘিরে' নেচে' চল তুমি প্রতি ক্ষণে।।

লীলার উদধি হে ঊর্মিপতি, দূর করো যত লাজ-পাশ-ভীতি।

চরণে তোমার জানাই প্রণতি কোটি কোটি বার তনু-মনে।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ৪/২/৮৫)

২৩১৯

তোমার অপার দানে মমতার অবদানে,

সরেছে অতল পানে আমার অহঙ্কার।

যে অহমিকা মোরে বেঁধেছিল মোহডোরে,

সরিয়ে দিয়ে তাহারে নিলে মোর সব ভার।।

অনুক্রমণিকা

নিজ গুণে আসিয়াছ, মর্মে ধরা দিয়েছ।
অরূপ হয়েও রূপলোকে এসে' হাসিতেছ,
সে আলোতে ঝলকায়, সুখ দুখ ভেসে' যায়।
অণু–পরমাণু স্তরে পরিচয় সবাকার।।

সতত রয়েছ জেগে' শান্ত শীতল রাগে,
মৃদু মৃদু হাসিতেছ নব নব অনুরাগে।
তুমি ছাড়া কে বা আছে যে বেদনা বুঝিয়াছে,
আমারে জিনে' নিয়েছে করে' নিয়ে আপনার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/২/৮৫)

২৩২০

তোমারে ভুলিয়া থাকিতে চেয়েছি, তুমি ভালবাসা দিয়ে গেছ।
তোমারই মননে আমার জীবন, সে জীবনে তুমি নাচ।।

কভু তুমি ভুলে' থাক নি আমারে, প্রীতি ঢেলে' গেছ অঝোরে মধুরে।
ছন্দে ও সুরে ভরে' গেছ মোরে, আলোকে আঁধারে আছ।।

দূরে আছি ভাবা অজ্ঞতা ছিল, অস্মিতা কুয়াশাতে ঢাকা ছিল।

অনুক্রমণিকা

জড়তার স্রোত ঘিরে' ফেলেছিল, তুমি তারে সরিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/২/৮৫)

২৩২১

ভালবাসি আমি তোমারে, তুমি ভালবাস আমারে।
আমার ভুবনে তব আলো ঝরে অঝোরে।।

মন মোর নাচে তোমারে ঘিরে' তব প্রীতির উৎসারে।
অণুভাবনার সুরে সুরে মর্মের অন্তঃপুরে।।

তব দোলায় মনে জাগে যে দোলা, তব ঝঙ্কারে হই আপন-ভোলা।
মোর তন্ত্রীতে, হে গীতিযন্ত্রী, ধ্বনি জাগে তব নূপুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/২/৮৫)

২৩২২

তোমারে পাবার আশে মনেরই মধু মাসে উদ্বেল কলি ৰাধা মানে না।
মধু ভারে অবনত প্রীতিতে সমুন্নত মোর মানা তারা কেউ শোণে না।।

দূরে থেকে' দাও দোলা, ঘরে থাকা হয় জ্বালা।
গাঁথিতে ভাবের মালা ভুলি না।।

অনুক্রমণিকা

বুঝি সবই তব খেলা, মোরে নিয়ে করো লীলা।
যদিও আমি একেলা, টলি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/২/৮৫)

২৩২৩

আজি মনেতে তুফান কেন বয়, কেন বয় বল, কেন বয়।
ভাবেরই মুকুরে ছন্দে ও সুরে মাধুরী ভরিয়া রয়।।

এতকাল যার পথ চেয়ে আছি, যে প্রাণপুরুষে ভালবাসিয়াছি।
তাহারই আবেশে মধুনির্যাসে কলি-কাণে অলি কথা কয়।।

তার আসার ইঙ্গিত এ তুফান, উদ্বেল করে' দিল মোর প্রাণ।
তাহারই ভাবেতে কালে কালাতীতে মিলেমিশে' গায় তারই জয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/২/৮৫)

২৩২৪

পাই নি তীর্থে গিরিগুহাতে, তোমার খোঁজে মোর দিন চলে' গেছে।
শাস্ত্রব্যাখ্যায় মনঃসমীক্ষায় নিজের কথা বলে' কাল কেটেছে।।

ভাবজগতের তুমি মধ্যমণি, সবার ঊর্ধ্বে আছ আলো জ্বেলে' আপনি।

অনুক্রমণিকা

তোমারই আলোতে তব ভাবনার স্রোতে সকল সত্তাবোধ নিহিত রয়েছে।।

যে কাজ তুমি ভালবাস করে' যেতে তাহাই করে' যাব তোমারে তুষিতে।
তোমার করুণায় তব কৃপাধারায় চিরকাল থেকে' যাব তোমারই কাছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/২/৮৫)

২৩২৫

আঁধার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলুম, শুণি নিকো আলোর ডাক।
নিন্দা-খ্যাতির, গ্লানি-স্তুতির বন্ধনেতে রুদ্ধবাক্।।

আঁখি মেলে' তাকাই নিকো, রঙের খেলা দেখি নিকো।
তোমায় ভালবাসি নিকো, চেয়েছি আঁধার থেকেই যাক।।

আলোর স্রোতে এসেছিলে, ধমনীতে নাড়া দিলে।
অরুণ রাগে মন মাতালে, ভুলিয়ে দিলে ভুলের ফাঁক।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/২/৮৫)

২৩২৬

ফাগুনে মোর ফুলবনে কে গো এলে অজানা,
তুমি কে গো এলে অজানা।

অনুক্রমণিকা

চিনিতে পারি নি, স্বাগত করি নি, হাসিলে, কথা বলিলে না।।

তব স্পন্দনে ভুবন ভরিল, তোমার ছন্দে আলোড়ন এল।
তব দৃষ্টিতে নাশিল চকিতে জড়তার যত মানা।।

ভালবাস তাও বলিতে হ'ল না, মুখরতার প্রয়োজন ছিল না।
নীরব ভাষাতে মধু চাহনিতে ঢেলে' দিলে করুণা।।

(মধুকোরক, কলিকাতা, ৫/২/৮৫)

২৩২৭

চোরাবালির পাড়ে কেন গড়ে' যাও ঘর।
তাকিয়ে কি দেখো নিকো, কাঁপিছে সে থরথর।।

কত যুগ ধরে' রচনা করেছ, কত যে শোণিত-শ্রম ঢালিয়াছ।
কল্পনা করে' তৃপ্তি পেয়েছ ঘিরে' যাহা নশ্বর।।

ভাঙ্গনে নদীর পাড় ভেঙ্গে' যাবে, তারও আগে চোরাবালি ধ্বসিবে।
কল্পনারই রঙ ভেসে' যাবে, থাকিবে যা' অক্ষর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/২/৮৫)

২৩২৮

অনুক্রমণিকা

আমার চিত্তে দীপ জ্বেলে' দিতে কে গো এলে এ আঁধার রাতে–

তুমি কে গো এলে এ আঁধার রাতে।

অন্ধকারে গুমরে যবে, ঘুমিয়ে ছিলুম ক্লান্তিতে।।

ব্যথা বুঝিবার কেহই ছিল না, দরদী হিয়ার পরশ ছিল না।

অশ্রু মুছাতে ভালবাসা দিতে কেহই ছিল না ধরাতে।।

আঘাতের পর আঘাত এসেছে, নির্মম সমাজ দেখে' গেছে।

এমনই নিশীথে প্রীতিভরা চিতে তুমি এলে করুণাধারাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/২/৮৫)

২৩২৯

ভালবাসি তোমায় আমি, কেন তা' জানি না–

আমি বলতে তা' পারি না।

আমার আঁধার হিয়ার আলো তুমি,

আমি আলো সরাব না, আমি আলো নেবাব না।।

আমার যত ভালবাসা, আমার মনের যত আশা।

আমার সকল যাওয়া–আসা তোমায় ঘিরে' ঘিরে,'

তোমার ছন্দে গীতে নানা।।

অনুক্রমণিকা

কোথায় যাব কোথায় আছি, কোথা' থেকে আসিয়াছি,

এ প্রশ্ন নয় আমার প্রভু, জানতে তা' চাহি না,

জানি সবই তোমার জানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/২/৮৫)

২৩৩০

হারানো দিনে ব্যথাভরা গানে আমি যে কথা কয়েছি মনে মনে।

শুণেছ কি না সে ছিন্ন বীণা ক্ষণিকের তরে আনমনে।।

তুমি যে বিরাট আমি পরমাণু, লীলাচঞ্চল তুমি আমি স্থাণু।

তব পরিক্রমার পথে আমি রেণু, দেখ নি কি মোরে কোন ক্ষণে।।

ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ তো নই, কণ্ঠে তোমার বারতা যে বই।

বক্ষে তব ভাবনা নিয়ে রই শয়নে স্বপনে জাগরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/২/৮৫)

২৩৩১

ভালবেসে' কোথা লুকালে, কী বা অপরাধ মম।

অনুক্রমণিকা

এসেছিলে পথ ভুলে' হে অজানা প্রিয়তম।।

সুধাধারা ঢেলে' দিলে, মনেতে কুসুম ফোটালে।
এ কী রাগে মাতালে অনুভবে অনুপম।।

মণিদ্যুতি মধুরতার পরালে প্রীতির হার।
বলিলে তুমি আমার মধুরে মধুরতম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/২/৮৫)

২৩৩২

এখনও কি প্রভু তোমায় দূরে থাকা ভাল দেখায়।
ডাকিয়া তোমায় কন্ঠ রুদ্ধ হতে যে যায়।।

কেন ধরায় পাঠালে, কেন দূরে ঠেলে' দিলে।
কেনই বা ভুলে' গেলে, ভালবাসায় এ কি মানায়।।

লীলা তোমার বোঝা যে দায়, বিনা ভাষায় ভাব উপচায়।
কভু কাঁদায় কভু হাসায় অনুরাগে ভরা হিয়ায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩৩৩

আমি ভালৰাসিয়াছি দোষ–গুণ কিছু নাহি ভেবে'।
নিজেরে সঁপিয়াছি তোমারই মোহন অনুভবে।।

তাকাই আমি যেদিকে ফুটে' ওঠ যে আলোতে।
আস রূপলোকে হে অরূপ অনুপ ভাবে।।

তোমারে ভোলা নাহি যায়, নাচ যে উচ্ছলতায়।
তন্দ্রা ভেঙ্গে' ভেঙ্গে' যায় তব নূপুরের মধু রবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

২৩৩৪

নীরবে এলে নীরবে গেলে, ছিল না কোন বারতা।
মুখ পানে চেয়ে মন কেড়ে নিয়ে আঁখিতে কহিলে কথা।।

সে দিনের কথা ভাবি বারে বারে, সে স্মৃতি ভাসায় মোরে আঁখিনীরে।
মননেতে সুর দিয়ে যায় ভরে', ঢেলে' দেয় পেলবতা।।

অনুক্রমণিকা

সে স্মৃতি থাকিয়া যাবে চির কাল, সুধামাধুর্যে সন্ধ্যা–সকাল–
ভরে' দিয়ে, ছিঁড়ে' যত মোহজাল সরায়ে সকল ব্যথা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

২৩৩৫

স্বর্ণশতদলে ভরে' দিলে মানস সরোবর আমার।
বুঝিতে পারি নি ভাবিতে পারি নি, কেন হ'ল এ কৃপা অপার।।

ছুটিতে ছিলাম তমসার পিছু, নিজেকে ছাড়া ভাবি নিকো কিছু।
তুচ্ছ জীবনে আলো দিলে এনে', করে' নিলে আমারে আপনার।।

জীবনের মর্ম বুঝি নিকো, তোমার কাজেতে কভু লাগি নিকো।
আর কারো কথা ভুলে ভাবি নিকো, বোঝালে করিতে সেবা সবার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

২৩৩৬

ঘুম ভাঙ্গিয়ে না জানিয়ে যাও নিয়ে সে কোন সুদূরে।
জানি নাকো কিছুই আমি, জানি ভালবাস তুমি।
তাই ভরসা তোমায় ঘিরে'।।

অনুক্রমণিকা

মনের আলোয় রঙ লাগালে, ছন্দে সুরে প্রাণ মাতালে।
প্রীতির কুসুম ফুটিয়ে দিলে অশ্রুনদীর পরপারে।।

রূপসায়রে অরূপ মণি, ভালৰাস তাহাও মানি।
ভেসে' চলি বুঝি জানি তোমার সুরের অচিন পুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

২৩৩৭

এসো তুমি মোর ঘরে, দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাই।
প্রাণের প্রিয় তুমি দূরে থেকো না, তুমি ছাড়া মোর কেহ নাই।।

মীনের কাছে জল তুষারে হিমাচল, শুক্তিতে মুক্তা আঁখিপাতে কাজল।
এমনি আমার তুমি হে প্রীতি-সমুজ্জ্বল, তাই তব গান গেয়ে যাই।।

কেন যে ভালবাস কিছুই জানি না,
কবে কাছে টানিয়াছ তাহাও অজানা।
জানি শুধু আমি তব কল্পনা, এর বেশী জানিতে না চাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩৩৮

তোমার আমার ভালবাসা মর্মে গভীরে।
জানে না তো ভাষার ভুবন, কেহই বাহিরে

রূপাতীত রূপালোকে দিলে ধরা প্রাণের ডাকে।
মনের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছন্দে গীতে সুরে।।

চিন্ময় হে বিশ্বঘেরা, চিদাকাশে আলোয় ভরা।
তোমায় পেয়ে নাচছে ধরা প্রীতির ঝঙ্কারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/২/৮৫)

২৩৩৯

বাঁধলে মোরে প্রীতির ডোরে ওগো প্রভু লীলাময়।
তোমার বাঁধন ভাবোত্তরণ, যায় না ভোলা হে চিন্ময়।।

ফুলে আছ সুরভিতে, দুলে' চল ছন্দে গীতে।
গতির মাঝে দ্রুতির স্রোতে মিশে' আছ ছন্দময়।।

অনাদিরই উৎস হতে অনন্তেরই পূর্ণতাতে।

অনুক্রমণিকা

সত্তাৰোধের গহনেতে জেগে' আছ আলোকময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/২/৮৫) ২৩৩৭

২৩৪০

অন্ধ তমসা সরিয়া গিয়াছে, অরুণ প্রভাত হাসে।
মনের মুকুরে আলোক-উৎসারে তারই প্রীতিকণা ভাসে।।

আর কেউ মোর নয়কো যে পর, আত্মীয়ে ভরা সারা চরাচর।
তাদেরই মাঝারে দেখেছি তাহারে হৃদাকাশে চিদাকাশে।।

তাহারে খুঁজিতে তীর্থে যাই নি, বার-ব্রত-ৰলিদানও করি নি।
একান্ত মনে ভালবাসিয়াছি, চেয়েছি যাইতে মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/২/৮৫)

২৩৪১

এসেছিলে তুমি প্রাণে মনে, তোমায় চেয়েছিলুম আমি মোর জীবনে।।

আঁধারে তুমি আলো, ৰাসিতে জান ভালো।
না বলে' কৃপা ঢাল রাতে দিনে।।

অনুক্রমণিকা

দূরে থাক না কভু, আমিই দেখি নি প্রভু।
ঘিরে' আছ তবু ভাবি নি মননে,
দেখি নি কুয়াশা–ঢাকা নয়নে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪২

কেন দূরে গেলে, মন না বুঝিলে, বলি নি কোন কথা অভিমানে।
মুখেই বলি নি, ব্যক্ত করি নি, কয়ে গেছি কথা দু' নয়নে।।

চেয়েছি আরও কাছে মর্মে রন্ধ্র মাঝে, মানস ফুলসাজে আমার সব কাজে।
কেন বুঝিলে না, কেন থাকিলে না, কেন চলে' গেলে অকারণে।।

তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই, মনের রাজা তুমি, তোমায় সদা চাই।
ভাবেরই মাঝারে অনুভূতি ভরে' পূর্ণতারই সুরে নিরজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৩

অনুক্রমণিকা

আমায় ডাক দিয়ে যায় কোন অজানায়, কী স্নিগ্ধতার ভাষা।
আসে ভেসে' মধুর আবেশে ছন্দায়িত আশা।।

আশা ছিল তারেই পাব, তাহারই কাজ করে' যাব।
তার এষণায় এগিয়ে যাব, ভুলে' যাব কাঁদা-হাসা।।

আমার মনের গহন কোণে, সব ভাবনার সঙ্গোপনে।
রঙ-লাগানো চিত্তবনে, চাইছি তারেই আসা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৪

প্রাণ তুমি ঢেলে' দিয়েছিলে ধরণীর কোণে কোণে,
এই ধরণীর কোণে কোণে।
গান সুরে ভেসে' এসেছিল সে প্রাণের সমীরণে।।

প্রাণের দোলাতে ভুবন মাতিল, মর্মের মাঝে ভাব ভরে' গেল।
ভাব পেল ভাষা সরায়ে হতাশা, নাচিল সে সুরে তানে।।

তব ভাবনার মথিত প্রতিভূ, সকল সত্তা হে পরম প্রভু।
তুচ্ছ ব্যর্থ কেহ নয় কভু, সবে ভাসে তব মনে তোমার কৃপার দানে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৫

দূরের ৰন্ধু মোর এসো সুস্মিত আননে।
দূরে থাকা কেন আর, এসো মর্মে গহনে।।

গোপনে এসো নীরব চরণে ফুল ফোটায়ে বরণে বরণে।
তন্দ্রাজড়িত কাজল নয়নে আশা ভরে' প্রতি ক্ষণে।।

তোমারে জানিতে কেউ পারে নাকো, তব গভীরতা মাপা যায় নাকো।
অতীতে ছিলে, চিরকাল থাক, ৰোধে ৰোধাতীতে শিহরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৬

কোন্ সে দেশে আছ তুমি ওগো প্রিয় এত দিন।
দাও নি দেখা কও নি কথা, বোঝ নি ব্যথা প্রীতিহীন।।

তোমার তরে দিনে রাতে কাল কেটেছে প্রতীক্ষাতে।
গান গেয়েছি বেদনাতে, তুমি রয়ে গেছ অচিন।।

অনুক্রমণিকা

শুণে' থাকি ভালৰাস, সবার লাগি' কাঁদ–হাস।

তবে কেন নাহি আস, জান না কি আমি কত দীন।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৭

তোমাকে যায় না ভোলা।

যতই ভাবি ভুলে' যাব, তোমারই স্মৃতি সরিয়ে দোব, ততই হই উতলা।।

তোমার নামে গানে ভাসি, তোমার প্রীতি ভালবাসি।

পাবার আশায় সুখের হাসি, অনুভূতি যায় না বলা।।

মর্ম মাঝে বসে' আছ, রঙে ভুবন রাঙিয়েছ।

ছন্দে সুরে মাতিয়েছ, জীবনে দাও যে দোলা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/২/৮৫)

২৩৪৮

আমার আঁধার হৃদয় আলো করে' কে এলে গো কে এলে।

ভাবের ঘোরে অচিন পুরে নিয়ে গেলে মোরে সুর ঢেলে'।।

অনুক্রমণিকা

তোমার গতি ছন্দে অমর, তোমার গীতি ভরা চরাচর।
তোমার দ্যুতি অবিনশ্বর দোলায় ধরায় হিন্দোলে।।

তোমার প্রীতির নাই তুলনা, নিত্য নতুন উন্মাদনা।
পূর্ণ করে' দেয় সাধনা উচ্ছলতায় উত্তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/২/৮৫)

২৩৪৯

তুমি এলে, আলো ঝরালে আমার এ ফুলবনে।
রূপ ছড়িয়ে প্রীতি জাগিয়ে কোথা' গেলে কে জানে।।

ভালবাসার রীতি বোঝা দায়, কভু কাছে কভু দূরে ঝলকায়।
কখনো বিন্দু কখনো সিন্ধু সাজ প্রতি ক্ষণে।।

পেয়েছি বলেও বলা নাহি হয়, হারাই হারাই মনে সদা ভয়।
অন্তরীক্ষে শুণি তব জয়, ভেসে' আসে পবনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/২/৮৫)

২৩৫০

অনুক্রমণিকা

প্রভু, তোমার নামের ভরসা নিয়ে অগাধ সাগর পাড়ি দোব।
ৰাধার উপল চূর্ণ করে' তোমার গীতি গেয়ে যাব।।

সুমুখ পানে উচ্চ শিরে তোমার কেতন হাতে ধরে',
ললাটে জয়টিকা পরে নব্যমানবতা রচিব।।

থাকৰে নাকো দ্বন্দ্ব–দ্বিধা, তৃপ্ত হবে সবার ক্ষুধা।
সবার প্রাণে বাড়িয়ে সুধা বাঁচার দাবি মেনে' নোব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/২/৮৫)

২৩৫১

কাজল কালো আঁখির 'পরে কাহার ছবি ভেসে' এল।
দিগ্বলয়ের যত আলো সেই ছবিতেই মিশে' গেল।।

সেই ছবিতে ভরা হাসি, তাই তো তাকে ভালবাসি।
তাকেই ভাবি অহর্নিশি, মন সে আমার কেড়ে' নিল।।

লুকিয়ে থাকা স্বভাব তাহার, বুদ্ধিতে তার থই পাওয়া ভার।
ভালবাসায় হয় আপনার, বিশ্বরূপ সে অচঞ্চল।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/২/৮৫)

২৩৫২

মনের গহনে সরোরুহ বনে এসেছিল সেই মধুকর।
গুঞ্জরি' যেন প্রীতি ঢেলে' দিল উথলিয়া মন-সরোবর।।

এ মধুকরে চেনা নাহি যায়, কোথা' হতে আসে, কোথা' চলে' যায়।
ছন্দে ও সুরে অনুরাগ ভরে' রঙে রঙে ভাস্বর।।

মধুকরে উপমা না পাওয়া যায়, না-বলা ভাষায় ছন্দ জাগায়।
একক কণ্ঠে গান গেয়ে যায় কালাতীত সেই স্বর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/২/৮৫)

২৩৫৩

ভুবনে ভোলালে, মনকে রাঙালে, অদ্বিতীয় অনুপম।
সকলে তোমায় হৃদয়ে পেতে চায় মধুরতম, তুমি মধুরতম।।

চন্দ্র-তারকায়, দূরের নীহারিকায়, কাছের মানুষে, আঁখির কুহেলিকায়।
সবেতে তুমি আছ, ছন্দে তালে নাচ প্রিয়তম।।

অনুক্রমণিকা

তব আলো ঝলকায় মনের মণিকোঠায়, অশনি–উল্কায় ঝঞ্ঝা–বাত্যায়।

ফুলের পরাগে হাস, সবারে ভালবাস,

তুমি দেবতা মম নিকটতম।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/২/৮৫)

২৩৫৪

কুসুম–কাননে মধুর স্বননে সুরভি দিয়েছ ভরি'।

হৃদয়ের সুধাসার ঢেলে' দিয়েছ অপার ঈতি–সিন্ধু সন্তরি।।

সবই দিলে অকাতরে মমতা–মাখানো করে,

বিনিময়ে নিজ তরে চাও নি অর্ঘ্যহারে।

সবার ঊর্ধ্বে তুমি রয়েছ অভ্র চুমি', তোমারে প্রণতি করি।।

নয়নে অমেয় হাসি, অধরে মোহন বাঁশী,

বলে যেন মনে প্রাণে সবারে ভালবাসি।

নাশ করো তমোরাশি সবার মর্মে বসি',

তব সম আপনার কেহই নহেক আর, সবে নাচে তোমারে ঘেরি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/২/৮৫)

ঈতি = বড় রকমের বিপদ; ঈতি সিন্ধু= বিপদ সাগর

অনুক্রমণিকা

২৩৫৫

ওগো প্রিয় বলতে পার লুকিয়ে কেন থাক।
তোমার রূপে জগৎ আলো, কুহেলি কেন মাখ।।

যারা তোমায় চায় গো ধ্যানে কইতে কথা সঙ্গোপনে,
তাদের কথা ভেবে’ মনে কেন আস নাকো।।

সবার প্রিয় সবার আপন, নিত্যকালের তুমিই নূতন।
কিছুই তব নয় পুরাতন, নবানুরাগে ডাক।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/২/৮৫)

২৩৫৬

তোমার তরে জীবন ভরে’ গেয়ে গেছি যত গান।
আমার কথা মর্মব্যথা, দীন জীবনের অভিজ্ঞান।।

জানি নাকো শোণার সময় হয় কি তোমার নাহি হয়।
তবু্ ফোটায় আশার মুকুল মুক্তা দোদুল শিশির সমান।।

এই অনুরোধ শোণ কথা, গানের ভাষায় ব্যাকুলতা।

অনুক্রমণিকা

তোমার আমার একাত্মতা জাগিয়ে তুলুক প্রীতির টান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/২/৮৫)

২৩৫৭

ফুল বলে ডেকে' সে প্রীতি-প্রতীকে, বুকে ভরে' রেখে' দোব।
অশনি-ভ্রূকুটি কীট কোটি কোটি, কারো ভয়ে না টলিব।।

দিন আসে যায় তারই ভাবনায়, রাত্রি ঘনায় তারই সুষমায়।
তারে ভুলে' গিয়ে ছন্দ হারিয়ে বাঁচিতে নাহি পারিব।।

জীবন আমার তাহারেই ঘিরে' প্রতি লহমায় তাহারেই স্মরে।
সে মধুরিমায় সে জ্যোতিকণায় প্রতি ক্ষণে ভেসে' যাব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/২/৮৫),

২৩৫৮

পুষ্পে, পুষ্পে তোমারই মাধুরী, রেণুতে রেণুতে সুধা ঝরে।
খুঁজি নি তোমারে মনের মুকুরে, যে বাঁধে সবারে প্রীতিডোরে।।

মধুময় তুমি স্নিগ্ধ অপার, ঢেলেছ ধরায় ভালবাসা ভার।

অনুক্রমণিকা

থেকে আনমনে জড়েরই গহনে ডাকি নি তোমায় মোর ঘরে।।

আমি ভুলিলেও তুমি ভোল নি, আমারে চোখের আড়াল কর নি।।
নিরালায় বসে' ভাবেরই আবেশে, তাই ভাবি আজ বারে বারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/২/৮৫)

২৩৫৯

পায়ে ধরে' বিনতি করি, যেও না তুমি যেও না।
আসার আশে বসেছিলুম অনেক দিন, আশার মুকুলে মোর ছিঁড়ো না।

যে তরু জলসিক্ত করা হয়েছিল, মুকুলে পুষ্পে ফলে ভরে' যা' উঠেছিল।
তাহার কথা ভাবো, ভাবো তার অনুভব, তারে নিস্ফল হতে দিও না।।

রাঙা প্রভাতে রক্তিমাভ সন্ধ্যায়, প্রতি ক্ষণ কেটে' গেছে তোমারই ভাবনায়।
মোর সেই ভাবনায় ঠেলো না হতাশায়, সার্থক করো সাধনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/২/৮৫)

২৩৬০

জীবন-আসবে ছন্দ তুমি, মন্দ মধুর প্রীতি-পরশ।

অনুক্রমণিকা

কুসুমকোরকে গন্ধ তুমি, উৎসারিত গীতি–আঘোষ।।

সকলে তোমারে কাছে চায় পেতে, তোমার সঙ্গে মিলেমিশে' যেতে।
তোমারে ভেবে' তোমারই ভাবে কে বা সে পায় নাকো পরিতোষ।।

বসে' আছ তুমি সবাকার মূলে, অলকাস্নিগ্ধ সরিতার কূলে।
ঘোর অমারাতে জ্যোৎস্না–নিশীথে উপচিয়া পড়ে তব হরষ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/২/৮৫)

২৩৬১

আঁখির তারায় থেকো তুমি প্রিয় নিশিদিন মোর কাছে।
হারাবার ভয় যেন নাহি রয় ঝড়–ঝঞ্ঝার মাঝে।।

দুঃখে ও তাপে শোকসন্তাপে তপ্ত মরুভূমির উত্তাপে।
সান্ত্বনা নাহি চাই, যেন কাণে তোমার নূপুর বাজে।।

ভালবাসি, কিছু নাহি চাই প্রিয়, মর্মের মাঝে মধুরতা দিও।
সে মধুরতায় যেন ধরা দেয় প্রীতি মোহন সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬২

তোমার আসার তিথি ভুলে' গেছি, তোমাকে প্রিয় ভুলি নি।
তোমার মালার ফুল ঝরে' গেছে, মালার মাধুরী ঝরে নি।।

সঙ্গে তুমি যে সুধা এনেছিলে, মর্মেরই মাঝে ঢেলে' দিয়েছিলে।
তারই আনন্দে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাবের নৃত্য থামে নি।।

এই ভাবে তুমি আস আর যাও, আলোকে আঁধারে মধু বরষাও।
মনকে দোলা দিয়ে হাস আর চাও, এ কথা আগে বুঝি নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৩

না জানিয়ে এসেছিলে, না বলে' চলে' গেলে।
তোমার প্রীতি অমর গীতি ভুবনে ভুবনে ছড়ালে।।

প্রীতিতে গড়েছ সংসার, তুলনা নাহি মমতার।
স্নিগ্ধতার সিন্ধু অপার, লুকোচুরি চলো খেলে'।।

গীতিতে মন ভরালে, সুরে সুরে মাতালে।

অনুক্রমণিকা

ত্রিভুবন দুলিয়ে দিলে, অলকার সুধা ঝরালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৪

নন্দনবনে এসে' চলে' গেলে কোথায়, বলো কোথায়।
কৃপা করেছিলে, ধরা দিয়েছিলে, চলে' গেলে, কেঁদে' দিন যায়।।

ধরা নাহি দিলে করুণা করে' কাহার সাধ্য ধরিবে তোমারে।
অস্মিতা ভারে ঝুঁকে' ভেঙ্গে' পড়ে, শান্তি কিছুতে নাহি পায়।।

শান্তির আধার তুমি প্রিয়তম, নাশ করে' যাও যত মোহ–তমঃ।
ঝড়–ঝঞ্ঝাতে অশনিনিপাতে তোমার আলোক ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৫

তোমারে চেয়ে তোমারই কাজে দিন মোর কোন্ অজানায় ভেসে' যায়।
সোণালী সে দিনগুলি ধরে' রাখা নাহি যায়,
আমারই মনের কাঞ্চন–খাঁচায়।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে ভালবাসি, তাই তোমারেই যাচি,

তোমার ভাবনায় নিশিদিন বেঁচে' আছি।

তোমারে ভেবে' তোমার অনুভবে মন মোর শান্তি তোমাতে পেতে চায়।।

জড়ের পিছনে বহু যুগ চলে' গেছে, ক্ষুদ্র এ জীবনের বহু তিথি ঝরিয়াছে।

আর প্রভু দেরী নয়, অধিক নাহি সময়, উদ্ভাসিত করো তব করুণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৬

উত্তাল মোহ–জলধি ঘিরে' রেখেছিল মোরে প্রভু এত দিন।

আপনার বলিতে কেহই ছিল না, নিজের কথাই তবু গেয়ে গেছে মোর বীণ।।

তুমি এলে মোর কাছে নীরব চরণে, ফোটালে মনের কলি বরণে বরণে।

ছন্দে ও গানে মোহন রণনে চেনা হয়ে গেলে তুমি হে অচিন।।

যুক্তি–তর্কে কভু তোমায় ধরা না যায়, ধরা তুমি পড়ে' যাও শুধু ভালবাসায়।
সবার হৃদয়ে তুমি দোদুল আশা–লতায়,

সে আশা সহাসে তোমাতেই হয় লীন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩৬৭

আমি চাই নি তোমারে কাছে কোন দিন, তুমি কৃপা করে' এসেছ।
আমি বুঝি নি তোমারে, ছিনু জড়ে লীন, তুমি মোহ ভেঙ্গে' দিয়েছ।।

ব্যস্ত ছিলুম শুধু নিজেকে নিয়ে, সুখের উপাদান খুঁজে' বিষয়ে।
তুমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে চোখ ফুটিয়ে মোর শুষ্ক মর্মে ভালবাসা ভরেছ।।

আমার 'আমি' ছিল বিরাট বোঝা, বাঁকা পথে চলেছে সে, চলে নি সোজা।
তুমি দিক দেখিয়ে পথ ধরিয়ে আমারে মানুষ করেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৮

তোমার রঙে রঙ মিশিয়ে চলে' যেতে চাই সুমুখে।
চাই তোমার তালে তাল মেলাতে, তাল কাটে প্রতি নিমেষে।।

দৃঢ় করে ধরে' তোমার পতাকা, এগিয়ে যেতে চাই আমি একা।
তোমার আশিস সাথে নিয়ে আমার মাথে, ভরে' বল আমার বুকে।।

একলা ছিলুম না অমি কখনো, সঙ্গে তুমি, ভয় নেইকো কোন।

তব কাজ করে' যাব, তব গান গেয়ে যাব দীপ্ত হয়ে তব শুভালোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/২/৮৫)

২৩৬৯

আলোকে উদ্ভাসিত তুমি, জ্যোতির সাগর অপার।
মর্মের মধুরিমা তুমি, মোহনের প্রীতি সুধাসার।।

জ্যোৎস্না রাতের তুমি নির্যাস, মধুমালঞ্চে পুষ্পসুবাস।
ছিঁড়ে' ফেলে' দাও ভয়-লাজ পাশ দ্যুতিমঞ্জীরে সবাকার।।

ভরিয়া রয়েছ বিশ্বভুবন, অণু নাচে তনু মাঝে অনুক্ষণ।
যত চাওয়া-পাওয়া যত আসা-যাওয়া, সবাকার তুমি সমাহার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/২/৮৫)

২৩৭০

তুমি দিব্য লোকে এসো মনোবিহারী, সকল তমসা অপসারণ করি'।
অণুতে অণুতে ভরো প্রীতি-মাধুরী সব ক্ষুদ্রতা নিঃশেষে হরি'।।

যুগ যুগ ধরে' ধরা তোমার পানে চেয়ে চেয়ে ডেকে' যায় মর্মে গানে।

তুমি এসো ত্বরা অধৈর্য ধরা, নব্যমানবতা দাও গো গড়ি'।।

আলোক এনে' দাও সবার হিয়ায়, উদ্বেল করে' দাও নব দ্যোতনায়।
মন ভরো সবার আনন্দে অপার, তোমারে কাছে পেতে ভাবোৎসারী।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/২/৮৫)

২৩৭১

পথ চিনে' এসেছিল অজানা পথিক, মোর দুয়ারে ক্ষণিক দাঁড়িয়েছিল।
চিনি নি তারে আমি ডাকি নি বারেক, মৃদু হেসে' সে চলে' গিয়েছিল।।

ভুল ভেঙ্গেছিল মোর অনেক পরে, দ্বার খুলে' এসেছিনু ছুটে' বাহিরে।
কাছে ও দূরে বৃথা খুঁজেছি তারে, সে ছিল না, তার মালা পড়ে' ছিল।।

জীবনে অনেক ভুল হয়ে থাকে, ভুলের প্রায়শ্চিত্তও তো থাকে।
আজ ডাকি তাকে প্রাণভরা আবেগে, বুঝি না সে ডাক তার কাণে কি গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/২/৮৫)

২৩৭২

ভেবেছিলুম তুমি আসবে নাকো, দীনের কথা তুমি কাণে তোল না।

অনুক্রমণিকা

যারা ষোড়শোপাচারে অর্ঘ্য সাজায়, কেবল তাদেরই কথা ভোল না।।

ভুল মোর ভাঙ্গিয়াছে, বুঝেছি তোমায়, ধরা তুমি দাও শুধু ভালবাসায়।
নৈবেদ্য নয়, অর্ঘ্যও নয়, মনের শুচিতা তব উপাসনায়।।

সমাজের ভেদ–বিভেদ মানি না, চাও না কারও প্রতি বঞ্চনা।
জাতক ফোরা আশার আলো দেখিয়ে ছলো না, তাই তো তোমাতে পূর্ণ সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/২/৮৫)

২৩৭৩

তোমারে চেয়েছি আলো–ছায়ায়, প্রভাতবেলায় সন্ধ্যাসায়রে।
ধরার দ্যোতনায় না–বলা ব্যথায় সুপ্ত ভালবাসায় ভাবের গভীরে।।

হে মোর প্রিয় চিরকালের বন্ধু, অমৃতমথিত তুমি মহাসিন্ধু।
তুমি রয়েছ, তাই বেঁচে' আছে সবাই ছন্দে ছন্দে নব নামাধারে।।

আরও কাছে এসো মর্ম মাঝে মেশো, অস্মিতারই শেষ রেশটুকুও নাশো।
জীবনধারার পথে উহ–অবোহ সাথে, চিত্ততটিনী চায় তব সুধাসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৪

আলোকের পথে চলিতে চলিতে কুয়াশা কভু আসে যদি।
তব করুণায় যেন সরে' যায়, থেকো মোর সাথে নিরবধি।।

সে কুসুম দোব অর্ঘ্য তোমারে, রাখি যেন কীটমুক্ত করে'।
কোরকের মধু থেকে' যাবে শুধু আদি থেকে অন্ত অবধি।।

তোমার আলোকে তোমারে দেখিব, তব ভাবনায় তোমারে তুষিব।
আমি যে তোমার, তুমিও আমার, বিন্দু আমি, তুমি নীরধি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৫

তুমি আছ, তাই আছি।
তুমিই আমার চোখের মণি, প্রাণের প্রদীপ জানি বুঝি।।

অজানা কোন দূর অতীতে ভেসেছিলুম তোমার স্রোতে।
তারই রাগে ছন্দে গীতে তোমায় ভালবাসিয়াছি।।

রেখো না আমারে দূরে, এই বিনতি বারে বারে।

মর্ম মাঝে মোহন সাজে তোমায় ভেবে' আমি নাচি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৬

কেতকী-জাগা বরষায় পরাগে পরাগে সুরভি ভাসিয়া যায়।।

দাদুর ডাকিছে পিয়াল বনেতে, অশনি হাসে মত্ত বায়ুতে।
মনের মাঝারে ঈশান কোণেতে মেঘ নাচে কার ভরসায়।।

যুথিকার রেণু 'জলে ভিজে' যায়, রজনীগন্ধা কাহারে যে চায়।
বনে উপবনে বিরলে বিজনে কে যেন গান শোণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৭

তুমি কাছে থেকে কত দূর।
জানি দেখ মোরে মর্ম মাঝারে, তবে কেন কর আতুর।।

তোমারে খুঁজিতে কত দেশে গেছি, কত গিরি-অরণ্য ঘুরেছি।
কত না তীর্থে স্নান করিয়াছি, দেখি নি অন্তঃপুর।।

অনুক্রমণিকা

মোর সাথে তোমার এই লীলা, অনাদি কালের প্রীতি–ভরা খেলা।
কভু কাছে আস, কভু দূরে যাও বাজিয়ে স্মিত নূপুর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৮

এসো কাছে, আরো কাছে মুক্তা–ঝরা হাসি নিয়ে।
মর্ম মাঝে ফুলসাজে প্রীতিসুধা ঢেলে' দিয়ে।।

সকলে তোমারেই চায়, তোমার রঙে মনকে রাঙায়।
স্নিগ্ধ তব ভালবাসায় ছন্দে গীতে দিতে ভরিয়ে।।

এ শুধু নয় আমার কথা, ভক্ত জনের মর্মগাথা।
মানব মনের ইতিকথা, পাবার আশার গীতি গেয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৭৯

মোর ক্ষুদ্র ঘরের আঙ্গিনায় তুমি এসেছিলে ওগো কৃপানিধি।
ভাবিতে পারি নি যাহা কখনো, করুণার নাহি অবধি।।

অনুক্রমণিকা

ডেকে' গেছি কত নিদাঘ বরষায়, কেঁদে' গেছি কত শরৎ সন্ধ্যায়।
দুলেছি আশা-নিরাশার দোলায়, কৃপা করে' ক্ষণ তরে তাকাও যদি।।

এ যে অভাবনীয়, এ যে অতুলনীয়, এ যে উপচিয়া-পড়া প্রীতি অমেয়।
এসে' নিজে অণুরও মাঝে ধরা দিলে তুমি মহোদধি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৮০

তুমি লীলা ভালবাস।
শরৎ সন্ধ্যায় মধু জোছনায় প্রাণ ভরিয়া হাস।।

নিদাঘ দিবসে তপ্ত বাতাসে, ঘোর বরষায় করকা তরাসে।
ব্যক্ত হও তুমি না-জানা উল্লাসে, উন্মাদনায় ভাস।।

কুসুম-সুবাসে মধুমাখা বুকে সুরে তালে লয়ে দামিনী দমকে।
সব কিছু নিয়ে সব কিছু দিয়ে সবার মর্মে মেশ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/২/৮৫)

২৩৮১

অনুক্রমণিকা

কেন যে এলে, কেন বা গেলে, আসা–যাওয়া শুধু কষ্ট করে' গেলে।

তোমার তরে আমার ঘরে ফুলসাজে সাজানো আসন ছিল, না তাকালে।।

মানস কুসুম চয়ন করে' মালা গেঁথেছিনু প্রীতি–উপাচারে।

মালা শুকাল, ফুল ঝরিল, তোমারে পরাবার সময় নাহি দিলে।।

জানি না ভালৰাস কি না ৰাস মোরে,

শুধু জানি আমি ভালবাসি তোমারে।

হয়তো ভাবনায় কোন ত্রুটি থেকে' যায়,

মন তাই ভেসে' যায় ব্যর্থ আঁখিজলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/২/৮৫)

২৩৮২

আঁখির বাদল ধুয়েছে কাজল, দুঃখ না বুঝিলে, কাছে নাহি এলে।

এ কী ভালবাসা দেখ না কাঁদা–হাসা, দূরে থেকে' গেলে লীলার ছলে।।

আর ডাকিব না, থাকিব না পথ চেয়ে, আর কাঁদিব না তোমার স্মৃতি নিয়ে।
ভালবাসিতে যদি থাকিতে নিরবধি, রাখিতে না মোরে এ ভাবে ফেলে'।।

ওগো বেদরদী আর একটি বার ভাব,

তোমাকে ভুলে' আমি আর কার কাছে যাব।

অনুক্রমণিকা

অভিমানে কত কয়ে থাকি শত শত, মর্ম মাঝে এসো, সে সব কথা ভুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/২/৮৫)

২৩৮৩

মনের ময়ূর তোমার তরে ঊর্ধ্বে চেয়ে নেচে' যায়।

জানে না সে কোন অজানায় থাক তুমি নিরালায়।।

কোন মানাই মানে না সে, ঘরের বাঁধন ৰাঁধবে কি সে।

বল্গাবিহীন তুরগ সম অজানা কোন পথে ধায়।।

প্রীতির ডোরে বাঁধা পড়ে, সব বাধাকেই তুচ্ছ করে।

দুর্দম ধূমকেতুর সুরে ছন্দে তালে গীতি গায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/২/৮৫)

২৩৮৪

আমার দেশে এলে কে গো বিদেশী, তোমায় আমি ভালবাসি।

দেশ-কাল-পাত্রের বেড়া ডিঙিয়ে মাতিয়ে দিলে মনে তোমার হাসি।।

কোন সীমারেখা তুমি মান না, মানস ভূমিতে কোন মানো না মানা।

অনুক্রমণিকা

জ ভুবন ভরে' ছড়িয়ে দিলে নানা ফুল, ফল, মধু, জল, নিষ্কলুষ হাসি।।

সবার সঙ্গে আছ সর্ব কালে, বিজয়তিলক তুমি সবার ভালে।
অতল জলধি অনড় অচলে, সুখে দুঃখে সবাকার মরমে মিশি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/২/৮৫)

২৩৮৫

আকাশ বাতাস পুষ্পসুবাস সব কিছুতেই ভরে' আছ।
যাহাই ভাবি, যা' না ভাবি, ছন্দমুখর করিয়াছ।।

হে অনাদি কালের পুরুষ, সব সত্তায় তুমি চাক্ষুষ।
দর্শনে বিজ্ঞানে বৃথাই লীলার নাটক রচিয়াছ।।

অবোধ মন ধৈর্য্য না ধরে, মর্ম মাঝে চায় তোমারে।
দয়ার সাগর, আশার গাগর রিক্ত কেন রাখিয়াছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/২/৮৫)

২৩৮৬

কোন্ অজানা থেকে এসেছ অরুণালোকে হে অজানা পথিক বল।

অনুক্রমণিকা

মোরে অচেনা বলে রেখো নাকো দূরে ফেলে', আমার কুটিরে চলো।।

সুস্মিত প্রীতি তব জ্যোৎস্না ঢালিয়া দেয়,
মনের মধুরিমা কুসুমে ফল আনায়।
আশার আলোকরেখা নাচিয়া চলিয়া যায়,
সে আলোকে আঁধারে জ্বলো।।

তোমার ভাবনার স্পন্দনে সবে ধায় উল্কাপিণ্ড হতে সুদূর নীহারিকায়।
অণু-পরমাণু মাঝে তব দ্যুতি ঝলকায়, আদর্শে দৃঢ় তুমি কভু না টলো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/২/৮৫)

২৩৮৭

গানের ভাষা মোর হারিয়ে গেছে, সুরটুকু তার আছে বুকের মাঝে।
ফুলের কোরক মাঝে চাপা থেকেও মধুর পরশ আজও রয়ে গেছে।।

যবে তোমারে দেখিনু শরৎ সন্ধ্যায়, শেফালী-সুবাসে হাল্কা জ্যোৎস্নায়।
সেই পরিবেশে গান ভেসে' আসে, তুমি গেলে গান নিয়ে, সুর রয়েছে।।

যবে তোমারে দেখিনু কৃষ্ণা নিশীথে উদ্দাম নীরধারা-বিদ্যুতে।
ভয়াল সে পরিবেশে গানও আসে, গীত গেছে সুর তার ছন্দে নাচে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/২/৮৫)

২৩৮৮

আনন্দে উচ্ছল আলো-ঝলমল নীলোৎপল তুমি নব প্রভাতে।
ছন্দে চঞ্চল প্রীতিতে উজ্জ্বল স্বর্ণকেয়ূর জ্যোতিঃসম্পাতে।।

তোমার রূপের কোন তুলনা নাই, তোমার গুণের কূল-কিনারা না পাই।
সদা আছ জাগি' সবার লাগি', সবার শিয়রে বসে' দিনে রাতে।।

ভাল না বেসে' থাকিতে না পারা যায়, তব ভাবনায় মন ভাবে উপচায়।
তুমি সবার প্রিয় অতুলনীয় জেনে' নাহি-জেনে' ভাসি তোমারই স্রোতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/২/৮৫)

২৩৮৯

বিশ্বকে যত ছন্দায়িত সুষমার রাশি দিয়েছ ঢালি'।
বীণাঝঙ্কারে মনোমঞ্জীরে ভালবাসা ঘিরে' মণিদীপ জ্বালি'।।

চাহিবার আর কিছু বাকি নাই, যা' পেয়েছি তাকে কাজেতে লাগাই।

অনুক্রমণিকা

বুদ্ধির দোষে যেন না হারাই সম্পদে ভরা প্রীতির ডালি।।

মানুষ অনেক কিছুই পেয়েছে, আরও চেয়ে গেছে, ক্ষুধা না মিটেছে।
ক্ষুধার কথা ভেবেছে সদাই, যা' পেয়েছে তাকে ধূলায় ফেলি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯০ *সম্বিতের গান*

আঁখির কাজলে ঘন নভোনীলে রঙিন কমলে ঝলকায়।
ভাবকে নাড়া দেয়, মনকে দোলা দেয়, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায়।।

এতদিন তাহাকে ভুলেও ভাবি নাই, মর্মের মাঝে তারে ধরিতে চাহি নাই।
হঠাৎ দোলা এল, মন উদ্বেল হ'ল, এখন ভোলা নাহি যায়।।

ঘুমিয়েছিল যত সুকুমার বৃত্তি, মনের মণিকোঠায় মধু সংবৃত্তি,
কোথা' থেকে কী যে হ'ল, তারা সব জেগে' গেল,
তারই সুরে মন মূরছায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯১

অনুক্রমণিকা

মনে দোলা দেয়–
ভাবের ঘরে নাড়া দিয়ে, স্তব্ধ কোণে সাড়া দিয়ে,
দূরাকাশে ধায়।।

কে সে এল ভুবন ভরে' উদ্বেল সব কিছুকে করে'।
আমার মাঝে চুপিসারে,
চেনা হ'ল দায়।।

কে গো তুমি দাও পরিচয়, এ আসাকে আসা না কয়।
তোমায় পেতে ব্যাকুল হৃদয়,
সে যে তোমারই গান গায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯২

আকাশ বাতাস তোমাকেই ডাকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
আর কি তোমায় ছেড়ে' থাকা যায়, ঘরেতে কি মন থাকে।।

ডাক শুণি নিকো কেন এতদিন, শ্রবণ তোমাকে ভেবেছে অচিন।
চেনা জানা হ'ল, ভ্রম দূরে গেল, ভালবেসেছি তোমাকে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার ভাবনা মর্মে মিলেছে, আমার ভুবন তোমাতে মিশেছে।
তব রূপালোকে চকিতে পলকে সুধা এল কোথা থেকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯৩

প্রীতিতে এসেছ, ভুবন ভরেছ, নেচে' ছুটে' যাও তুমি কাহার পানে বলো।
মর্মে হেসেছ, ভালবেসেছ, মন কেড়ে' নিয়ে গেলে অজানা গানে।।

ভুবনে কেহ নাই তোমারই সম, অরূপ রূপে এলে হে প্রিয়তম।
অযুত ছন্দে গীতে সবার মন মাতাতে, সবারে কাছে আনিলে মধুর টানে।।

তুমি আছ তাই আছে সৃষ্ট জগৎ, তোমার আলোয় নাচে অণু ও মহৎ।
মোরা দ্বৈত বোধে দেখি ক্ষুদ্র–বৃহৎ, সবে মিলেমিশে' যায় তোমারই ধ্যানে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯৪

তুমি এসেছ, সুধা ঢেলেছ, সবারে সমান ভাবে ভালবেসেছ।
কে ভালবাসে, আর কে নাহি বাসে, সবার কথা সম ভাবে ভেবেছ।।

অনুক্রমণিকা

হে চক্রনাভ, তুমি সবারে নিয়ে লীলা রচে' যাও কিছু না জানিয়ে।
তোমার কাছে এসে' তোমারে ভালবেসে' অণুর সার্থকতা বলে' দিয়েছ।।

কেউ যাতে কখনো বিপথে না যায়, তব দ্রুতিময় পথে তোমা' পানে ধায়।
তাই কি মর্মে বসি' মর্মকে উদ্ভাসি' প্রীতির অমর গীতি গেয়ে চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

২৩৯৫

তোমার প্রীতির ডোরে বেঁধে' রেখেছ সবারে, সে বাঁধন ছেঁড়া নাহি যায়।
বিশ্বকেন্দ্র তুমি ভরে' আছ মনোভূমি, মন যাতে বিপথে না ধায়।।

কোন সে সুদূর অতীতে চলা শুরু তব পথে।
উত্থানে পতনে উহ-অবোহেতে কাল কাণে সে কথা শোণায়।।

যে প্রীতিতে বাঁধিয়াছ, মর্মে মধু ঢেলেছ,
ছন্দগীতি ভরে' মাধুরী চলায় দিয়েছ।
তারই ভারে হিয়া উপচায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৩৯৬

সাত সাগরের ছেঁচা মাণিক বললে, ভালবাসি তোমারে।
তুমি অতি ভালৰাস, মনের কথা বলো মোরে।।

বলি তোমায় ভালবাসি, তোমার মধুর অমল হাসি।
তোমার দেওয়া কুসুমরাশি কান্না মাঝেও ভরায় সুরে।।

তোমার আমার এই পরিচয়, ভাবজগতের এই বিনিময়।
কোন তুচ্ছ কথা এ নয়, এই পুলকে সবাই ঘোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/২/৮৫)

২৩৯৭

মলয় এসেছিল, কাণে কাণে কয়েছিল, তুমি আসিবে আজিকে।
মনের সকল দ্বার খুলে' রেখেছি এবার বরণ করিতে তোমাকে।।

মানস কুসুম দিয়ে গেঁথে' রেখেছি মালা।
চয়িত সুরভি নিয়ে সাজায়ে রেখেছি ডালা।
অপেক্ষমান আছি নিয়ে হিয়া উতলা শুণিতে তোমার ডাকে।।

অনুক্রমণিকা

আলোক হেসে' যায়, দূর থেকে বহু দূরে,
পরাগ ভেসে' যায় সবারে তৃপ্ত করে'।
তুমি আসিবে জেনে' মন মানা নাহি মানে।
নাচে আলো পরাগের পুলকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/২/৮৫)

২৩৯৮

না ডাকিতে এলে, না বলিয়া গেলে, এ কী লীলা তব প্রিয়তম।
কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, কেন এলে গেলে ঘরে মম।।

লোকমুখে শুণি লীলা ভালবাস, লীলার নাটকে কাঁদ আর হাস।
আমারে কাঁদায়ে কাঁদ কি হাস জানিতে চাই হে নির্মম।।

বুঝিতে পারি না কী কাজ লীলায়, কখনো কাঁদায় কখনো হাসায়।
এই যদি হয় লীলা-অভিনয়, তবে তুমি দূরে দূরতম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/২/৮৫)

২৩৯৯

আমার সাগর শুকিয়ে গেছে, আমার ফণী মণিহারা।

একলা বসে' নির্নিমেষে গুণছি আকাশেরই তারা।।

অহমিকা গুঁড়িয়ে গেছে রিক্ততার ভ্রূকুটি মাঝে।
এখন শুধুই বাকি আছে স্মৃতি রোমন্থন করা।।

এমন ভাবে করলে নিঃস্ব, কিছু রইল না নিজস্ব।
তবুও মোর কাছে আছে আলোর দ্যুতি ভরা।
আমি তোমার তুমি আমার, নইকো সর্বহারা,
আমি নইকো সর্বহারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/২/৮৫)

২৪০০

দোলা দিয়ে গেল কে সে অজানা পথিক।
এল চকিতে অজানা হতে, ভেসে' গেল হেসে' ক্ষণিক।।

চিনিতে চেষ্টা করি নি কখনো, প্রীতির বাঁধন ছিল না কোন।
তাহার কথা কভু ভাবে নি মনও, তবু সে ছোঁয়া দিল খানিক।।

বুঝিলাম সে আমার অতি আপনার, আত্মার আত্মীয়, প্রীতিসম্ভার।
তারে ভুলে' গেলে হয় সব কিছু ভার, আঁধার হৃদয়ে জ্বলে একই সে মাণিক।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/২/৮৫)

২৪০১

নন্দিত তুমি আকাশে বাতাসে, বন্দিত তুমি দেশে দেশে।
অলকার দ্যুতি ভাবানুভূতি, তোমাতে রয়েছে মিলেমিশে'।।

তুমি ছাড়া আর কেউ কোথা নাই, তুমি–ময় সব যেদিকে তাকাই।
নবারুণ রাগে কুসুম–পরাগে নেচে' ছুটে' যাও ভালবেসে'।।

এত দিন আমি বুঝি নি তোমায়, দেখি নি তোমাতে সুধা বরষায়।
সে সুধাধারায় সবে প্রাণ পায়, উচ্ছল ধরা ভাসে হেসে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/২/৮৫)

২৪০২

আকাশে ভেসে' আসে, মনে স্পন্দন জাগায়।
কে গো এলে দিশা ভুলে' আমার হিয়ায়, আমি তো চিনি না তোমায়।।

তোমারে চেয়েছি না জেনে জীবনের প্রতি রণনে।
এ ভাবে আসবে ভাবি নি মনে, এ যে দেখি সুধা উপচায়।।

অনুক্রমণিকা

হে অতিথি এলে আজি না মেনে' তিথি, মনে প্রাণে হ'ল পরিচিতি।
মর্মে শুনিয়ে গেলে অমর গীতি, কখনো যা ভোলা নাহি যায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/২/৮৫)

২৪০৩

চন্দনসার মণিদ্যুতিহার, সবার হিয়ার আপনার।
কে তোমারে চেনে, কে তোমারে জানে, অৰোধ্য তুমি অপার।।

যুক্তি-তর্কে যখনই খুঁজেছি, আশাহত হয়ে ফিরিয়া এসেছি।
তব ভাবনায় যখনই ডুবেছি, সুমুখে এসেছ বারে বার।।

অহমিকা মোরে দূরে রেখেছিল, প্রাণের প্রদীপে ঢেকে' দিয়েছিল।
সেই আবরণ সরালে যখন তোমাতে হলুম একাকার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/২/৮৫)

২৪০৪

তুমি যদি না আসিবে, কিসের আশায় কাণ পাতা।
কাহার তরে ফুলডোরে কবরীতে মালা গাঁথা।।

অনুক্রমণিকা

যে পথে তুমি আসিবে, শ্রুতি শুধু তাতে রবে।
তারই ভাবনাতে হবে মননেরই সফলতা।।

মনে যত ফুল আছে, তোমারই তরে ফুটেছে।
মধু সুবাসে ভরেছে সরায়ে মোর রিক্ততা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪০৫

আঁধারের ৰাধা চিরে' আলোর উত্তরণ।
হয়েছিল কোন অতীতে, তার ছিল না কি দিন-ক্ষণ।।

সেই কিছু না-থাকার মাঝে, তুমি ছিলে কোন্ কাজে।
ছিলে কি অরূপ সাজে, তোমার ছিল নাকি কোন মন।।

স্বপ্নের ঘোরে ছিলে, সে ঘোরে বাঁশী বাজালে।
তারই সুরে এনে' দিলে জীবনের জাগরণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪০৬

অনুক্রমণিকা

কথা দিয়ে নাহি এলে কেন, এ কী তব ভালবাসা।
বুঝলে না মোর মনের আশা,
রাত্রি দিনে সঙ্গোপনে গেয়ে গেছি প্রীতির ভাষা।।

তোমার রঙেই মন রাঙালুম, তোমার পথেই নেবে' এলুম।
তোমাকে সার মেনে' নিলুম, তোমায় ঘিরেই কাঁদা–হাসা।।

তোমার তরেই সব করিব, মর্মে তোমায় রেখে' দোব।
তোমার সুরে ভেসে' যাব সফল হবে ধরায় আসা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪০৭

ধরার বাঁধন ছিঁড়তে নারি, পদে পদে রেখেছে ঘেরি'।
এই যে ৰাঁধন মধুর মোহন, তুমিও এতে ৰাঁধা হরি।।

গুণাতীত সগুণ হলে, দু'হাতে ৰাঁধন পরিলে।
অরূপ থেকে রূপে এলে গন্ধমধু ভরি'।।

নির্গুণেতে যদি হও লীন সাধের ধরা হবে বিলীন।

অনুক্রমণিকা

চেনা জগৎ হবে অচিন, শেষের পরেও শেষে স্মরি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪০৮

অরূপ যখন রূপে এসেছিল, আর কেউ কি তা' দেখেছিল।
কল্পনা থেকে সবই জেগেছিল, আলোর সাগর নেচেছিল।।

কল্পনা তুমি কেন করেছিলে, এ সঙ্কল্পে কী ভেবেছিলে।
এষণার ছলে লীলা–উচ্ছলে তব নূপুর কি বেজেছিল।।

তারপর কত যুগ চলে' গেছে, ইতিহাসে তাহা লেখা নাহি আছে।
ছন্দে ও ভাবে রণনে রয়েছে, বিরাট পুরুষ এ চেয়েছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪০৯

কোন্ অজানা জগৎ হতে এলে, রূপে রাগে ভরে' দিলে।
দূরকে নিকটে টেনে নিলে।।

তোমারে চেয়েছে সবে মনের গহনে, মুখে না বলিলেও ভেবেছে গোপনে।

অনুক্রমণিকা

হৃদয়ের সব আশা, সব ভাষা, ভালবাসা রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগালে।।

যারা ছিল পড়ে' দূরে এল মনমুকুরে, স্নিগ্ধ গরিমায় নাচিল ছন্দে সুরে।
সবারে সঙ্গে নিয়ে সবারে প্রীতি দিয়ে বিশ্বসমাজ গড়িলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/২/৮৫)

২৪১০

তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম, বিফলে দিন চলে' গেছে।
কত আলো নিবে' গেছে, কত ভাল হারিয়েছে।।

আর যাতে নাহি হয় সময়েরই অপচয়,
সতত ভাবি তোমায় ওগো প্রভু দয়াময়।
কৃপা যাচি বারে বারে, রেখো না আমারে দূরে,
সফল হোক যে কাল আজও আছে।।

চন্দ্র-সূর্য্য-তারা বহে তব প্রীতিধারা।
কেন হব দিশাহারা, আমারই সঙ্গী তারা।
মোরেও লাগাও তব কাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪১১

গানের এ গঙ্গোত্তরী সাগরের পানে ধায়।
কোনো উপলের ৰাধা এ মানে না, সুমুখে পথ করে' যায়।।

ধ্বনি এসেছিল কোন্ অনাদি হতে, ভেসে' চলেছিল কালেরই স্রোতে।
বন্ধুর পথ ধরে' শত ৰাধাতে, এ সরিতা নাচে সুরধারায়।।

ধ্বনির নেইকো শেষ, নেই গানেরও, যেমন নেইকো শেষ জীবনেরও।
এগিয়ে চলাই কাজ ভুলে' সব ভয়–লাজ ভেঙ্গে' অন্ধকার কারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/২/৮৫)

২৪১২

হিমানীশিখর হতে নেৰেছিলে কোন্ প্রাতে নমঃ মহাদেব বিশ্বম্ভর।
শিথিল জটাজালে অলকা কনকজলে তখনো বাঁধ নি হে শুভঙ্কর।।

উন্মত্ততা রোধিতে জটা ৰাঁধিলে, উচ্ছৃঙ্খলতা মাঝে সংযম এনে' দিলে।
জীবনের পথে পথে ভরিলে ছন্দে গীতে, দয়ার সাগর হে করুণাকর।।

তোমার দানের কোন তুলনা নাহি পাই,

তোমার গুণের কোন কূলকিনারা যে নাই।

হে গুণাধীশ, হে গণাধীশ, হে আশুতোষ, প্রলয়ঙ্কর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/২/৮৫)

২৪১৩

বর্ষণসিক্ত এ সন্ধ্যায় কেতকী–পরাগ জলে ভেসে' যায়।

মেঘে ঢাকা চাঁদ তবু দেখে' মনে হয়, অকাতরে সে সুধা বরষায়।।

আঁধার কুলায়ে ময়ূর কাঁদে, দেখিতে না পেয়ে জ্যোৎস্নার চাঁদে।

অশনি গরজে তূর্য নাদে, দাদুর ডাকিয়া যায় অজানা ভাষায়।।

সুদূর মহাকাশ হাতছানি দেয়, সীমার গণ্ডী ভেঙ্গে' দিতে সে শেখায়।

সবে ভুলে' মন এক–কেই পেতে চায়, থেকে' যায় শুধু তারই ভাবনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/২/৮৫)

২৪১৪

কী না করে' গিয়েছিলে, মানবে জাগিয়েছিলে, নমস্তে হে শিবশম্ভো।

অনুক্রমণিকা

পশু সম মানবে ভরিয়ে দিলে ভাবে, কাঁপালে ধরা থেকে নভঃ।।

দুস্তর তমসার দুর্দম পারাবার–তরণী হয়ে এলে তারণে সবাকার।
ক্ষুদ্র–বৃহৎ সবে বুঝে নিল অনুভবে, সকলের কথা তুমি ভাব।।

এসেছিলে দূরাতীতে, রয়ে গেছ ভাবে গীতে,
মনের গহন কোণে ফল্গুধারার সাথে।
তোমারে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি নাই, করুণার সার হে স্বয়ম্ভো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/২/৮৫)

২৪১৫

তোমারে ভেবে' এ কী অনুভবে মন–প্রাণ তৃপ্ত হ'ল।
প্রীতি ঢেলে' দিলে, মমতা ভরিলে, সব আবিলতা সরে' গেল।।

করুণাসাগর মোহন নাগর উপচিয়া দিলে হিয়ার গাগর।
বাহিরে ভিতরে আমারে ঘিরে' সুরভি–রভসে দ্যুতি এল।।

ভাবিয়া যাব আমি চিরকাল তব কথা ছিঁড়ে' সব মোহজাল।
তোমার পরশে দুলিবে হরষে চিদাকাশে মণি উছ্জ্বল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/২/৮৫)

২৪১৬

অনুক্রমণিকা

আমি গান গেয়ে গেয়ে চলে' যাই,

তুমি জানি না শোণ কি না শোণ।

মনের গহনে যাহা কিছু আছে চেপে' রাখি নাকো কোন।।

কত ভাব মোর কলি থেকে' যায়, ফুল হয়ে ফুটিতে নাহি পায়।

এসে' কত সুর ভেসে' যায় দূর, জানি না জান কি না জান।।

তবু বুঝি প্রিয় ভাব ও ভাষায় দুস্তর ব্যবধান থেকে' যায়।

সব ভাবে আনা না যায় ভাষায়, জানি না মান কি না মান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/২/৮৫)

২৪১৭

আসার আশায় যুগ চলে' যায়, কথা দিয়ে কেন এলে না।

বিশুষ্ক মালা কী দহন-জ্বালা জ্বেলে' গেল মনে জান না।।

কেন যে এমন কথা দিয়ে যাও, আশার ছলনে কেন বা ভোলাও।

মৌন হৃদয়ে হতাশা জাগিয়ে কাঁদিয়ে কী লাভ বল না।।

যা' ইচ্ছা তুমি করে' যেতে পার, কোন প্রতিবাদ নেইকো আমারও।

অনুক্রমণিকা

নেই কোন জিত নেই কোন হারও, কেন দাও বৃথা বেদনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/২/৮৫)

২৪১৮

গান গেয়ে যাই, তোমাকে শোণাই।
শোণ কি না শোণ তুমি, নাহি জানি আমি, আনন্দে গাই।।

এ শুধু একার কথা নয়কো কভু, মানব মনের অনুভূতি প্রভু।
সবার ব্যথা-বেদনা হিয়ার মধু রচনা তোমার বেদীতে জানাই।।

এ অনুরোধ মোর কথা মানো, গীতি-ভাবনায় ভয় নেইকো কোন।
শুণিয়ে তৃপ্তি পাই, আর কিছু নাহি চাই,
ভাষা দিলে, সুর দিলে, গেয়ে যাই তাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/২/৮৫)

২৪১৯

মনে ছিল আশা মোর ভালবাসা তোমারে বাঁধিতে পারিবে।
পারি নি ভাবিতে আমার মালাতে কীটের কালিমা থাকিবে।।

অনুক্রমণিকা

সাগরের মণি তুমি প্রিয়তম, আকাশের তারা উজ্জ্বলতম।
জ্ঞানে শক্তিতে তোমারে ধরিতে সবারে বিফল হতে হবে।।

থাকিয়া যাইবে মোর ভালবাসা, অনন্তকাল বুকে নিয়ে আশা।
তোমারে মননে শুধাই গোপনে, হৃদয়ে আসিবে কবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/২/৮৫)

২৪২০

কমলনিকরে সন্ধ্যাসায়রে কাহার সুরভি বহিয়া যায়।
কাছে থেকে' ভাবি দূরে চলে' গেছে, দূরে গেলে আঁখি দেখা না পায়।।

কাছে আর দূরে আমার ভাবনা, তোমার কিছুই আসে যায় না।
বুদ্ধির আলোকে দেখে' থাকি চোখে, ভাবি না বুদ্ধি তব দয়ায়।।

এসেছিলে কোন্ অনাদি হতে, ভেসে' চলে যাও অনন্ত স্রোতে।
আদি ও অন্ত নভোদিগন্ত মোর ধারণায় কোথা' হারায়।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/২/৮৫)

২৪২১

ঈশান কোণেতে বেজে' উঠেছে বিষাণ, কী কথা সে বলিতে চায়।

হে রুদ্র ভৈরব কেন নেচেছ, কম্পনে উল্কা ঝরায়।।

তাণ্ডব নাচো পাপে নাড়া দিয়ে, বধির আলোর রথ আগে বাড়িয়ে।
কী যে কর, কেন কর মহেশ্বর, না বুঝে' অবাক আঁখি শুধু দেখে' যায়।।

জটাজাল খুলে' ফেলে' বাঁধনহারা হয়েছ প্রভু তুমি ছন্দভরা।
নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে চলে, যে ধ্বনি জাগালে তাতে জ্যোতি ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/২/৮৫)

২৪২২

তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছি, তোমাকেই নিয়ে বেঁচে' আছি।
ছোট এ জীবনে প্রতিটি ক্ষণে তব পথ ধরে' চলিতেছি।।

আলোকের ছটা ছড়ায়ে দিয়েছ, অবোধ জনেরে পথ দেখায়েছ।
দুঃখে ও সুখে সঙ্গে রয়েছ, এতটুকু আমি বুঝিয়াছি।।

বুদ্ধি ও বোধি যেটুকু দিয়েছ, তার কিছু কিছু কাজে লাগিয়েছি।
শুভ ভাবনায় তৃপ্ত করেছ, চিরসাথী তুমি জানিয়াছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/২/৮৫)

২৪২৩

অনুক্রমণিকা

আহ্বান করি তোমারে।
আজ আলোর নিমন্ত্রণে তুমি এসো আমার ঘরে,
কিশলয়ে ফুলে স্মিত মুকুলে সাজায়েছি থরে থরে।।

সাজানোর কোন ত্রুটি করি নাই, হিয়ার দুয়ার রেখেছি খোলাই।
বাতায়ন পথে মুক্ত বায়ুতে সুরভি রেখেছি ভরে'।।

মনেতে যত কলি জমা আছে, মধু মাধুর্যে পূর্ণ রয়েছে।
তোমার পরশে ফুটিবে হরষে তোমারে তৃপ্ত করে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/২/৮৫)

২৪২৪

আশার প্রদীপ মোর নিবিয়া গেছে এই ঘূর্ণীঝড়ে।
শলাকা নিয়ে হাতে দীপ জ্বালাতে তুমি এসো আমার এ আঁধার ঘরে।।

মোর পানে চাহিবার কেহই যে নাই, মোর কথা শুণিবার কারেও না পাই।
আছি তমসা-ঘেরা, আঁখি অশ্রু-ঝরা, চাপা বেদনায় হিয়া গুমরি' মরে।।

অনুক্রমণিকা

অশনি গরজে ঈশান কোণে, করকাধারায় আতঙ্ক আনে।
তবু ভরসা ভেদি' নিরাশা তব কৃপা এখনও যদি ঝরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/২/৮৫)

২৪২৫

বিরাট তোমার ভাবনায় যত ক্ষুদ্রতা ভেসে' যায়।
তুচ্ছ বিন্দু হয় যে সিন্ধু তোমার কৃপার কণিকায়।।

আজ যাহা অণু বালুকাকণা, মর্মে তাহারও শক্তিদ্যোতনা।
সেই শক্তিতে তব ইচ্ছাতে কোটি কোটি ধরা রূপ নেয়।।

তোমার হাসির একটি ঝলকে বিশ্বভুবন মেতেছে পুলকে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে, তোমার প্রীতিতে নাচে গায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/২/৮৫)

২৪২৬

অঞ্জন এঁকে' জলদের আসিয়াছে আজ বরষা ক্লিষ্ট প্রাণের ভরসা।
শুষ্ক শাখায় শ্যামলিমা এল, ধরিত্রী হ'ল সরসা।।

অনুক্রমণিকা

জলধারা নাবে ছন্দে ও সুরে, অশনি–ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে'।

মনমঞ্জিলে তালে তালে ফেলে' চরণ বাড়ায়ে, কী আশা।।

একা বসে' গৃহকোণে ভেবে' চলি, কারে কাছে টানি, কারেই বা ফেলি।

মনের গভীরে মেঘমল্লারে দূরে সরে' যায় নিরাশা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/২/৮৫)

২৪২৭

এসো প্রভু এসো তুমি, ঘর সাজানো আছে।

প্রতি পলে অনুপলে মন তোমাকে ভেবেছে।।

কিশলয়ে ঘেরিয়াছি, কুসুমে মালা গেঁথেছি।

মানস চন্দনে বেদী সুরভিত রয়েছে।।

প্রতীক্ষা অনাদি কালের, চাওয়া–পাওয়া অনুরাগের।

দূরে থাক আস নাকো, ভালবাসায় আছ কাছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/২/৮৫)

২৪২৮

তোমার কথায় তব করুণায় দিন মোর চলে' যায়।

ছন্দপতন হয় না কখনো চলার গতিধারায়।।

চলার সূত্র কোথায় না জানি, কবেই বা শেষ তাহাও শুণি নি।
দোলা দিয়ে যায় মধুদ্যোতনায়, সে পুলকে মন ধায়।।

ধরণীর যত গ্লানি–গঞ্জনা–হতাশার জ্বালা–ঘৃণা–লাঞ্ছনা।
সব ভেসে' যায় তব ভাবনায়, তব ধ্যান–ধারণায়।।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/২/৮৫)

২৪২৯

সকল দুয়ার খুলে' দিলে প্রভু, বাতায়ন–পথে আলো এল।
পূর্বাকাশে অরুণাভাসে তমসার অবসান হ'ল।।

ভাবজড়তার ছিল ভ্রূকুটি, কুসংস্কার ছিল কোটি কোটি।
তোমার আলোকে মিলাল পলকে, আঁধারের জীব সরে' গেল।।

হে জ্যোর্তিময় সর্বাশ্রয়, শুভ ৰোধে তব ভাবধারা বয়।
আঘাতে প্রীতিতে রৌদ্রে ছায়াতে তব অনুরাগ উজ্জ্বল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/২/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৩০

আমার মনের মঞ্জুষায় কে গো এলে তুমি এ সন্ধ্যায়।
দূর নভোনীলে তব ছটায় স্পন্দন আনে নীহারিকায়।।

তোমার দ্যুতিতে ভুবন কাঁপায়, তোমার প্রীতিতে জীবন জাগায়।
জড় ছুটে' আসে চেতনের পাশে, দু'য়ে মিলে' তব গান গায়।।

তোমার প্রণবে ধ্বনি জাগে, সুরে তালে লয়ে নানা রাগে।
সুরভি পরাগে স্মিত অনুরাগে বিশ্ব অমৃতে ভাসিয়া যায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/২/৮৫)

২৪৩১

কুসুম কোরকে যত মধু ছিল, মধুকর এসে' নিয়ে গেল।
অজানা কে সে মধুকর হেসে' নিমেষে হৃদয় জিনে' নিল।।

যে কুসুমে মধুপ না এসেছে, তাদের পাপড়ি মলিন হয়েছে।
ঝড়-ঝঞ্ঝায় কাঁদিয়া ঝরেছে, বুঝিতে পারে নি কী যে হ'ল।।

যাদের কোরকে আজও মধু আছে, মনে প্রাণে তারা গাইয়া চলেছে।

অনুক্রমণিকা

এসো হে মধুপ, এসো হে অনুপ, আশালতা করো উচ্ছল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/২/৮৫)

২৪৩২

আলোকতীর্থে তুমি কে গো এলে।
সবার মনে প্রাণে দোলা দিলে।।

জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে ঊষার উদয়–রথে প্রতি ক্ষেপে।
সবারে তুলে' নিলে, সবারে ভালবাসিলে, সবার মর্মকথা বুঝে' নিলে।।

তুমি কারও দূর নও, তুমি কারও পর নও,
তোমাকে ভোলা মানে ভোলা নিজ পরিচয়।
বৈদূর্য্যমণি, হৃদয়ে জাগাও ধ্বনি, জীবনের যত গ্লানি ধুয়ে ফেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/২/৮৫)

২৪৩৩ *কর্ণাট ও আশাবরীর মিশ্রণ*

যে ক্লেশ দিয়েছ মোরে ওগো প্রভু বারে বারে।
তারই তরে তোমারে দিবানিশি ভাবিয়াছি।।

অনুক্রমণিকা

জানি সবই লীলা তব, অনুভূতি অভিনব।
তাই সে লীলারসে মনে প্রাণে ভাসিয়াছি।।

কত মধু মাস গেছে, কত বারতা এনেছে।
সব ভুলে' আঁখি মেলে' তব পথ চেয়ে আছি।।

আঘাতে চেতনা আনে, জড় ভরে জীবনে।
তাই জেনে' প্রতি ক্ষণে প্রীতি-গীতি গেয়ে গেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/২/৮৫)

২৪৩৪

কত পথ চলেছি, কত গান গেয়েছি, তুমি দেখ নি, তুমি শোণ নি।
দিনে রাতে তোমাকে ভেবে' গেছি, তুমি বুঝিতে পার নি।।

আলোর রথে চড়ে' এগিয়ে গেছ, নীহারিকা-গ্রহ-তারা ভেদ করেছ।
উল্কাকণা ছিটকে' দিয়েছ, মোর কথা ক্ষণতরে ভাব নি।।

মনের গহন কোণে উঁকি দিয়েছ' স্পন্দনধারা মোর মেপে' নিয়েছ।
লীলায় নাচিয়েছ, হাসিয়ে কাঁদিয়ে গেছ, মনের মুকুরে কেন আস নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৩৫

তুমি এসেছ, ভালো বেসেছ।
মৃদু হাসি দিয়ে মন কেড়ে' নিয়ে মোরে আপনার করেছ।।

পল গুণে' যাওয়া, পথ চেয়ে থাকা, কবরীর মালা, অঞ্জন আঁকা।
সব কিছু নিয়ে মমতা মিশিয়ে মুকুলের মধু ঢেলেছ।।

চাহিবার আর কিছু বাকী নাই, তব অনুধ্যানে রয়েছি সদাই।
মন্ত্রিত রাগে স্মিত অনুরাগে নব ভাবে মনে জেগেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

২৪৩৬

চাঁপা-বকুলের মালা হাতে-
দাঁড়িয়ে ছিলুম পথের পাশে তোমার আসার আশাতে।।

এলে যখন রাত্রি গহন, ফুলের মালা মলিন তখন।
অশ্রুজলে আঁখিকজ্জলে একাকার হয়েছে তাতে ।।

অনুক্রমণিকা

গাঁথব না আর গোড়ের মালা, সাজাব না বরণডালা।
আল্পনাকে কল্পনাতে মিশিয়ে দোব এক সাথে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

২৪৩৭

দোলা দিয়ে যায়, দুঃখ ভোলায়, কাছে টেনে' নেয় কে সে।
বিনা পরিচয়ে আসে সে হৃদয়ে, বলে নাকো সুখী সে কিসে।।

হারাই হারাই সদা ভয় পাই, আবরিয়া রাখি সযতনে তাই।
ভাবের দেউলে মানস-মঞ্জিলে হাসে সে মলয় বাতাসে।।

জানিতে চাহি না তার পরিচয়, ভরে' রয়েছে সে আমার হৃদয়।
তাহারে পেয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, দেখি নিকো গুণে দোষে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

২৪৩৮

ভোমরা এল ফুলের পাশে, পাপড়ি সরে' গেল তার।
রুদ্ধ দুয়ার খুলে' গেল, উপচে' এল মধুভার।।

অনুক্রমণিকা

চায় সে যাকে পেল তাকে, নীরব হৃদয়ের কোরকে।
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর সাথে অভিসার।।

ভোমরা বলে, তোমার সাথে ছিলুম আমি অলক্ষ্যেতে।
মর্ম মাঝে দোলা দিতে গান গেয়ে যাই বারে বার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

২৪৩৯

গান গেয়ে দিন চলে' যায় শোণাতে তোমায়, তোমায় প্রভু তোমায়।
জানি না শোণ কি না শোণ তুমি, শোণ তুমি এই মন চায়।।

হৃদয় মাঝারে আছ, বাহিরেও রয়েছ, মনের আকুতি মোর তুমিই বুঝিয়াছ।
তোমারই স্পন্দনে মন্দ্রিত স্বননে তোমার পানে মন ধায়।।

মর্মের যত গাথা, না-বলা চাপা ব্যথা, না-পাওয়ার যত দুখ, পাওয়ার ব্যাকুলতা।
গান গেয়ে যাই, গান ছাড়া গতি নাই, গানেতেই কাছে পাব এ আশায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৩/৮৫)

২৪৪০

অনুক্রমণিকা

মালা গেঁথেছি, ঘর সাজিয়েছি।
আল্পনা দিয়ে মাধুরী মাখিয়ে আসার আশায় বসে' আছি।।
জানি না সে উষা কখন হাসিবে, পূর্বাকাশ মোর রঙে রাঙা হবে।
সকল কালিমা দূরে সরে' যাবে, আসিবে আমার কাছাকাছি।।

নিষ্ফল নয় কোনই সাধনা, সাথে আছে তব প্রীতির প্রেরণা।
মনের কলাপ মেলিয়াছে ডানা, করুণার কণা শুধু যাচি।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৩/৮৫)

২৪৪১

সুর দিলে তুমি প্রিয়, কণ্ঠে দিয়েছ গান,
তুমি কণ্ঠে দিয়েছ গান।
শ্রুতিতে তুলিয়া নিও তোমারই এ অবদান।।

আমার বলিতে কিছুই তো নাই, তুমি ভরে' আছ যেদিকে তাকাই।
তোমারে ভেবে' নিজেরে হারাই, তুমি যে প্রাণের প্রাণ।।

ছন্দে ও তালে মোর সাথে থেকো, অমরা-মাধুরী তাতে ঢেলে' রেখো।
সকল কালিমা আলো দিয়ে ঢেকো সরিয়ে অভিমান।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৩/৮৫)

২৪৪২

গানের ডালি সাজিয়ে তুলি পথ চেয়ে তোমার তরে,
তোমার লাগি' রচিয়াছি, সাধিয়াছি বারে বারে।।

এ গানে মোর মাখা প্রীতি, এ গানে মোর জীবনস্মৃতি।
মানে নি তিথি অতিথি কোন ৰাধাই সংসারে।।

গিয়াছে হিম নিদাঘ আগুন, রঙ-বেরঙের ফুলের ফাগুন।
মানে নি কোন গুণাগুণ বাহিরে অন্তরে।
আছে অনুপম মুক্তা সম শুক্তিতে ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৩/৮৫)

২৪৪৩

সে এসেছিল, কেনই বা চলে' গেল।
তোমরা কী দোষ আমার বলো।
কী করেছি অপরাধ, কেন পূর্ণিমার চাঁদ,

মেঘের আড়ালে ঢেকে' গেল।।

তারই কথা সদা ভাবি, তারই নামে উঠি নাবি।
সে প্রীতিতে আছি ডুবি', হিয়া উচ্ছল।।

আসা-যাওয়া সংসারে হয়ে থাকে বারে বারে।
তবু্ কেন আঁখি ঝরে, কী যে হ'ল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৩/৮৫)

২৪৪৪

অশ্রুকণা কেন দুলিছে বল হেন আঁখিতে দোদুল।
কে দিয়েছে ব্যথা, কয় নিকো কথা, ছিঁড়েছে মালারই ফুল।।

সলাজ শেফালীকে সন্ধ্যা স্মিতালোকে।
শাদা মেঘের ফাঁকে কেন সে নাহি ডাকে।
বোঝে না ব্যথা তার, চাপা হিয়ার ভার, কেন রুক্ষ এলোচুল।।

কে সে ভালবাসে, কাছে নাহি আসে, দূরে থেকে' হাসে, লুকায় চিদাকাশে।
ভালবাসা তার বুঝে' ওঠা ভার, এ যেন কাঁটাতে গুল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৪৫

চম্পক বনে বিরলে বিজনে তোমার লাগিয়া রচেছি গান।
মনে ছিল আশা ছিল ভালবাসা, তাই সেই গানে ভরেছি প্রাণ।।

শুণিবার আর কেহই ছিল না, ছিল না সাধ্য, ছিল না সাধনা।
ছিল শুধু ভরা অপার প্রেরণা, করুণাকণার প্রীতির টান।।

বনপথে সেই সুরে চলিয়াছি, চাঁপার পরাগ তাতে মিশায়েছি।
পীত-উচ্ছল কনকোজ্জ্বল সে মাধুরী গানে এনেছে তান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৪৬

ভালোর চেয়ে ভালো তুমি, আঁধার হিয়ার আলো।
চির সাথী আমার তুমি, সরাও মনের কালো।।

অমানিশার ঘোর তিমিরে ভাবলে তোমায় জ্যোতি ঝরে।
দ্যুতির মাণিক ঠিকরে' পড়ে, শান্তি-সুধা ঢালো।।

চাই না কিছুই তোমার কাছে, তুমি আছ সবই আছে।

অনুক্রমণিকা

তোমার মাঝে ছন্দে নাচে পাত্র–দেশ–কালও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৪৭

এই সন্ধ্যারক্তরাগে এসেছিলে তুমি, এসেছিলে অনুরাগে।

শেফালীর মালা কণ্ঠে দোলায়ে সুস্মিত পরাগে।।

ভেসে' চলেছিল শাদা মেঘরাশি, কাশের বনেতে রজতাভ হাসি।

বেজে' চলেছিল তব বেণুবাঁশী মন–মাতানো রাগে।।

আর কি সে দিন আসিবে না ফিরে', শরৎ সমীর সন্ধ্যাকে ঘিরে'।

সব বেদনার আঁধারকে চিরে' জীবনের পুরোভাগে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৪৮

সুরভি–ভরা এই সন্ধ্যায় বেণুকার বন কী কথা শোণায়।

শ্যামলিমা ভেসে' যায় কৃষ্ণ মায়ায় মধুরিমা–মাখা উপমায়।।

চাঁদের সঙ্গে মেঘেরা খেলে লুকোচুরি,

মহাকাশের নীলে নূতন মাধুরী ভরি'।

অনুক্রমণিকা

মনের ময়ূরে মোর নৃত্যে রত করি', কাল-তিথি সে ভুলে' যায়।।

অঞ্জন এঁকে' দেয় আলো-ছায়ায়, রঞ্জনে অনুরাগে মনকে ভরায়।
সব কিছু কেড়ে' নিয়ে সব কিছু দেয়, সুদূরে হারায়।
ব্যথার বারিধি কোন্ সূদূরে হারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৪৯

তুমি আমার প্রাণের প্রদীপ ছন্দায়িত গীতিধারা।
হারাই নাকো পথে প্রভু তুমি যে মোর ধ্রুবতারা।।

কন্ঠ যখন ভাষা হারায় তোমার গীতি সুরে মাতায়।
সুপ্ত মনেও ব্যাপ্ত তুমি চির জাগ্রত নিদ-হারা।।

ভাব-ভাষা-সুর মিশে' আছে তোমার রাতুল পায়ের কাছে।
নূপুর ধ্বনি তারই শুণি ভেঙ্গে' জড়তার কারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৩/৮৫)

২৪৫০ *ঋকবেদের সূত্রের সঙ্গে মিল আছে*

অনুক্রমণিকা

অরূপ কোথায় ছিলে, কবে নামে এলে তুমি, রূপে এলে।
গীতে জগতে মাতালে, ধ্বনিতে ছন্দ আনিলে।।

ছিল না নিদাঘ, ছিল না বরষা, ছিল না শরৎ শিশিরে সরসা।
ছিল নাকো কেউ শোণাতে ভরসা, কালাতীতে ঘুমে ছিলে।।

হেমন্ত শীত বসন্ত কেউ মর্ম মাঝারে জাগাত না ঢেউ।
কেহই হরষে করের পরশে বাজাত না বীণা সুরে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৩/৮৫)

২৪৫১

কত ক্লেশে আছি, বেদনা সয়েছি, তুমি কি জান না, দেখ না।
মনের মঞ্জিলে লুকিয়ে যদি ছিলে, বধির নও, কেন শোণ না।।

ডেকেছি তোমারে শত শত বারে, বিপদে সম্পদে ব্যথার আঁখিনীরে।
ফিরে' তাকাও নি, কথাও কও নি, এ কী রীতি তব বুঝি না।।

আলোর রথে চড়ে' উল্কারই বেগে, সুমুখে ধেয়ে' যাও প্রাণের, সংবেগে।
আমি একান্তে আছি দূরান্তে, আলো-ছায়ায় মোর আনাগোনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৫২

তোমার পানেই যাব আমি, যাব গো যাব।
কোন মানাই মানব নাকো, সব ৰাধাই ডিঙ্গোব।।

উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, সিন্ধুর অতল গহ্বর,
দেখে' ভয়ে না দাঁড়িয়ে সুমুখে এগোব।
কে যে করে নিন্দা-স্তুতি, কে বা শোণায় স্নেহের গীতি,
কিছুই কাণে নাহি এনে' লক্ষ্যতে পৌঁছোব।।
সকল প্রীতি মর্মগীতি তোমায় ঢেলে' দোব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৩/৮৫)

২৪৫৩

আগুন জ্বালালে কিংশুক বনে।
বনের আগুন মনে এল, মন রাঙাল গানে গানে।।

রঙের নেশায় মন মেতেছে, রঙে ভুবন ভরে' গেছে।
মোর রঙেতে তোমার রঙে মিশিয়ে দোব প্রতি ক্ষণে।।

অনুক্রমণিকা

রঙের খেলা বিশ্বজোড়া, রঙে সবাই আত্মহারা।
রঙের ফানুস ভেসে' যে যায় চিদাকাশের পানে।
আশার প্রদীপ জ্বলে' চলে সেই ফানুসের সনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৩/৮৫)

২৪৫৪

মন্ত্রিত মেঘে উঠেছিনু জেগে', তোমারে দেখিনু নব রূপে।
রঞ্জিত তুমি অলকার রাগে, স্পন্দিত সুরভিত নীপে।।

অমরার ধারা ঢালিয়া দিয়াছ, রুক্ষ মরুকে শ্যামল করেছ।
গতাসু জীবনে প্রাণ ভরিয়াছ, জড়ে চেতনা অনুভবে।।

নিদাঘের জ্বালা সরায়ে দিয়াছ, শীর্ণ সরিতা পূর্ণ করেছ।
নীরস ধরাকে রসে ভরিয়াছ, তমঃ নাশিয়াছ আশা–দীপে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৩/৮৫)

গতাসু = গতপ্রায়

২৪৫৫

আমি তোমার নামে তোমার গানে জীবন কাটাব।

অনুক্রমণিকা

তোমার কাজে রত থেকে' মন ভরাব।।

আসা-যাওয়া ধরার রীতি, সঙ্গে থাকে তোমার প্রীতি।
তোমার পথে যেতে যেতে তোমাকেই পাব।।

কাছে দূরে যেথায় থাক, চোখে চোখে মোরে রেখো।
প্রাণের টানে তোমায় এনে' গীতি শোণাব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৩/৮৫)

২৪৫৬

আঁধার পথের সঙ্গী তুমি, দীন হৃদয়ে আশার গান।
তোমায় ভেবে' প্রাণ-উৎসবে উপচে' পড়ে আলোর বান।।

অধরেতে মধুর হাসি, শুক্লা রাতের জ্যোৎস্নারাশি।
মন্দানিলে নভোনীলে ভরে' আছে তোমার দান।।

যাহা ভাবি, যা' ভাবি না, যাহা দেখি, যা' দেখি না।
সবার মাঝে তব করুণা মমতাতে মূর্তিমান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৫৭

এসো স্মিত মুখে মোর ঘরে সকল আঁধার সরিয়ে।
এসো মোর মনোবনে কিশলয়ে গানে ব্যথার অশ্রু মুছিয়ে।।

যে তমসা জমা আছে মোর ঘরে, জাগতিক আলো সরাতে না পারে।
পড়ে' আছি অন্ধ কারাগারে, তুমি দাও দ্যুতি ভরিয়ে।।

তমি ছাড়া প্রিয় কারে ডাকি আর, কে রয়েছে আমার আপনার।
তুমি যে মোর জীবনের সার, দাও মোহঘুম ভাঙ্গিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৩/৮৫)

২৪৫৮

এই সন্ধ্যামালতীর গন্ধে মন ভেসে' যায়, ভেসে' যায় কোন সুদূরে।
নৃত্যের তালে তালে ছন্দে লীলায়িত নূপুরে।।

কণ্ঠেতে তব নাম-গান, তন্দ্রা ভুলে' গেছে প্রাণ।
ভাবে শুধু তব অবদান, কী ছিনু কী করে' দিলে মোরে।।

ভালবাস জানি বুঝি, মমতায় হার মানিয়াছি।

তুমি ছাড়া সব ভুলে' গেছি, তব মধুবীণা ঝঙ্কারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৩/৮৫)

২৪৫৯

তোমায় আমায় দেখা হ'ল আঁধার পারাবারে।
আলোর সাগর ভাসিয়ে দিলে সে মহাতিমিরে।।

কিছুই আমি না বুঝিতাম, তোমায় দূরে রেখেছিলাম।
চউ-দেয়ালে ঘেরা ছিলাম নিজের কারাগারে।।

কারা ভেঙ্গে' বাইরে এনে' আমায় কাছে নিলে টেনে'।
সরিয়ে সকল অভিমানে করলে আপন মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬০ *শরণাগতি*

মোর কবরীর মালা শুকিয়েছে, কন্ঠের গান থেমে' গেছে।
ক্রন্দনরত এই সন্ধ্যায় মন শুধু তব কৃপা যাচে।।

একবার বল কোন ভয় নাই, সঙ্গে রয়েছি, থাকিব সদাই।
হারাই হারাই এই ভয় পাই, আশার আলোক নিবিতেছে।।

অনুক্রমণিকা

তবুও আমি দমিব না কভু, তব ভাবনায় বল পাই প্রভু।
যে আশার দীপ আজ নিৰু নিৰু, তাতে ঘৃত-সলিতা এসেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬১

কোন মানা মানে না মোর আঁখি, সতত চায় তারে দেখি।
পাহাড়ে কন্দরে বাহিরে অন্তরে মনের গহনে ভরে' রাখি।।

দিনের আলোয় আর রাতের কালোয়, বিশ্বের যত কিছু মন্দ-ভালয়।
তারই আলো-ছায়া, তারই লীলার মায়া, তারই মাধুরীতে মাখি'।।

যত ছিল ভয়-লজ্জা আমার, সব কিছু নিয়ে নিল করে' উজাড়।
বুঝি না কী যে হ'ল, একে সব হারিয়ে গেল,
একের আলোয় সবে ঢাকি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬২

তুমি যে এসেছ মনেরই মুকুলে।

হাসিতে ভরিয়া দিয়েছ, মধুরিমা দিলে ঢেলে'।।

যে ভাবে চেয়েছি সে ভাবেই পেয়েছি।
উপচিয়া তুমি এলে সরিতার দু'কূলে।।

জানি তব আসা-যাওয়া নাই, সে অনুভূতি তো পাই নাই।
তাই যবে বুঝি কাছে আছ, আনন্দে মন ডানা মেলে।।

ভালবাসি কেন জানি না, ভালবাসা মোর সাধনা।
যুক্তিতে ৰাঁধিতে পারি না, তাই ৰুদ্ধিকে দিই ঢেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

উপ – চি+ অচ্ = উপচি/ উপচিয়া / উপচে; উত্থান = উথলে;

অপ – চি+ অচ= অপচয় > অপচো (নষ্ট)

২৪৬৩

তুমি মোর পানে আঁখি মেলেছ।
মনের গহনে চম্পক বনে সুরভি ভরিয়া দিয়েছ।।

ঘোর তিমিরে ছিনু ঘুমঘোরে, ভাবিতে পারি নি অরুণের করে।
তুমি আলো ঢেলে' দিয়ে মোর ঘরে জীবনে মাধুরী ভরেছ।।

অনুক্রমণিকা

ভাবি নি কিছুই নিজেরে ছাড়া, মোহ বশে ছিনু সম্বিৎহারা।
নিজের দুঃখে ভরিয়েছি ধরা, তুমি মোর ভ্রম ভেঙ্গেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬৪

ভালবাস কি না জানি না, আমি তোমায় ভালবাসি।
তোমার তরে অশ্রু ঝরে, তোমার তরেই হাসি।।

অরুণ রঙে তোমায় দেখি, সন্ধ্যারাগে আলোয় মাখি।
প্রাণের বীণা ছন্দহীনা যদি তোমায় ভুলে' বসি।।

কাছে দূরে যেথায় থাক আমায় ভুলে' থেকো নাকো।
কোমল–কঠোর দৃষ্টি রেখো তমোরাশি নাশি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬৫

বর্ষার রাতে তুমি এসেছিলে, আমি ঘুমঘোরে ছিনু অচেতন।
গোপন চরণে তুমি প্রবেশিলে, জানিতে পারি নি তখন।।

নিশার চেয়েও নীরবে ছিলে, মোর পানে চেয়েছিলে আঁখি মেলে'।

অনুক্রমণিকা

বজ্র–আলোকে ঘুম ভাঙ্গাইলে, করে' দিলে মোরে সচেতন।।

সারা জীবনের হে প্রিয় দিশারী, আলোকতীর্থে মোরে কৃপা করি',
নিয়ে চলো মোর হাতখানি ধরি', সাথে সাথে থেকে' অনুক্ষণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৩/৮৫)

২৪৬৬

বুঝিতে যদি না পারি তোমারে, ভালবাসিতে ক্ষতি কী।
ক্ষুদ্র জ্ঞানে জানিতে না পারি, নিকটে আসিতে ৰাধা কী।।

তুমি সিন্ধু আমি বুদ্বুদ, তুমি জলরাশি আমি যে কুমুদ।
সীমার বাঁধনে বাঁধা প্রাণে মনে, তাই কৃপা চাই অহেতুকী।।

তুমি দাবানল আমি স্ফুলিঙ্গ, আমি শিলা তুমি গিরি উত্তুঙ্গ।
অণুর দুখেতে অণুর সুখেতে থাকি মেতে, তব চাওয়া নাকি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৩/৮৫)

২৪৬৭

এই আলোকের উৎসবে, এই কুসুমশোভার মাঝে।
তোমায় পেলুম নব রূপে আজি নবীনতার সাজে।।

অনুক্রমণিকা

কেহই অশুচি অশুভ নাই, সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই।

সবারে নিয়ে এক সাথে যাই, জয়দুন্দুভি বাজে।।

ওহে অদ্বিতীয় একক পুরুষ, নাশ করে' দাও কৃষ্ণ কলুষ।

অজ্ঞ মানসে এনে' দাও হুঁশ, জাগাও ছন্দে নাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৩/৮৫)

২৪৬৮

বিশ্বাধিপ বিশ্বম্ভর, কী গাইব তব স্তুতিগান।

তোমার রণনে তব স্পন্দনে মহিমা তোমার প্রকাশমান।।

যে দিন প্রথম যাত্রা করেছি, তব পথ ধরে' সুমুখে চলেছি।

সে দিন হে প্রভু বিশ্ববিভু, তোমার চরণে লভেছি স্থান।।

তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার, বুঝিতে পারিবে বেদনার ভার।

তোমাকেই জানি তোমাকেই মানি, তব করুণায় মুক্তিস্নান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৩/৮৫)

২৪৬৯

অনুক্রমণিকা

এই উচ্ছল উন্মদ বায় মন ভেসে' যায় কোন্ অজানায়।
ঘরের বাঁধন ছিঁড়িতে চাহে ভালবেসে' দূর নীলিমায়।।

নেইকো নিয়ম বাঁধাধরা, নেই বিলম্ব, নেই ত্বরা।
নেইকো দুখের অশ্রু ঝরা, মুক্ত মানস অসীমে হারায়।।

কী যে হ'ল বুঝিতে পারি না, কে যে এল কে যে গেল জানি না।
সবার বিনিময়ে এক কে সঙ্গে নিয়ে, এককেতেই মেতে' আছি নিরালায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

২৪৭০

এসেছিলে মনে কোন সে ফাগুনে, ভুলে' গেছি তার বার-তিথি,
আমি ভুলে' গেছি তার বার-তিথি।
শুধু মনে পড়ে মধুর অধরে বললে, আমি তোমার অতিথি।।

প্রয়োজন নেই বার-তিথি জেনে', সারা আয়োজন তোমারই মননে।
থেকো মোর সাথে জীবনে মরণে মধুস্যন্দে দিবারাতি।।

কালাতীতে প্রভু বসতি তোমার, কাল-পরিভূতে আস বার বার।
শুষ্ক হৃদয়ে তুমি সুধাসার, তাই গেয়ে যাই তব গীতি।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

২৪৭১

তোমার তরে আমি করেছি জীবন দান।
গ্রহণ করো তুমি তুচ্ছ এ মোর অবদান।।

অরুণ আলোয় আমি তোমার কথাই ভাবি,
পূর্বাকাশে দেখি তোমার আঁকা ছবি।
তোমার রঙে আমার রঙে ঐকতানে গায় যে গান।।

রবি যখন ডোবে সন্ধ্যাসায়র তলে,
তারই রক্তরাগে মন যে নেচে' চলে।
বিশ্ব তালে আমার তালে মেলাই ভুলে' অভিমান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

২৪৭২

কাছে এসো, যেও না দূরে, থাকো মোর মনকে ভরে'।

অনুক্রমণিকা

সপ্তলোকের মণিদ্যুতি তুমি, আঁধারে যেও না সরে'।।

জানি মোর মনে তমসা অপার, সাধ্য–সাধনা কিছু নাহি তার।
করুণায় তব ভরসা আমার, ধ্রুবতারা অন্ধকারে।।

যুক্তিতে কিছু চাহিতে পারি না, করুণা যাচিতে নাহি কোন মানা।
যুগান্তরের এ মোর এষণা, সুসিক্ত করো কৃপানীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

২৪৭৩

স্বপনে চেয়েছিনু গোপনে, তুমি কেন কাছে নাহি এলে।
হৃদয়ে 'আস না কি ভয়ে, তবে কেন দূরে থেকে' গেলে।।

চঞ্চল উন্মদ বায় মন–হরিণী তোমাকে চায়।
মনের ময়ূর নেচে' যায়, এ কী তুমি দেখে' না দেখিলে।।

শুণি তুমি অন্তর্যামী, মোর ৰেলা গুণ হারালে তুমি।
আবেগে ডেকে' যাই দিবস–যামী, জেনেশুনে' বধির কি হলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৭৪

কোন্‌ অজানা লোকে পুষ্পমাধুরী সাথে এনেছিলে হে দ্যুতিময়।
নূতন কিরণে ৰরণে বরণে রূপ ভরে' দিলে বিশ্বময়।।

প্রত্যুষ হতে প্রদোষ অবধি আলো ঢেলে' যাও হে করুণানিধি।
নিশীথে শান্তি এনে' দাও প্রভু নীরব নিথর তারকাময়।।

মনের কোণেতে যত গ্লানি ছিল, তব ভাবনায় দূরে সরে' গেল।
প্রীতির আলোকে নাশি' মোহ-শোকে, টান ধ্রুবলোকে হে চিন্ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

বর্ণে > বরণে

২৪৭৫

আনন্দের এই সমারোহে তোমার কথাই ভেবে' যাই।
দিনের আলোয় নাই বা এলে, রাতের কালোয় যেন পাই।।

তোমারে চাই দিনে রাতে দুঃখে সুখে অশ্রুপাতে।
দগ্ধ হিয়ায় প্রলেপ দিতে তোমার সমান কেহই নাই।।

অনুক্রমণিকা

তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি আমার চাঁদের হাসি।
রঙ-বেরঙের পুষ্পরাশি, তাই তো তোমার গীতি গাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

২৪৭৬

এই ঘনঘোর অমানিশাতে আলোকের রথে তুমি কে গো এলে।
পুঞ্জীভূত তমঃ সরালে প্রিয়তম, জ্যোতিতে ভরিয়া দিলে।।

কী চাহিব তব কাছে, তুমি আছ, সবই আছে,
তব বিন্দুতে সিন্ধু ভরে' রয়েছে।
সবার প্রাণের প্রাণ বিশ্বের মহাপ্রাণ, প্রীতিতে হৃদয় জিনিলে।।

মুখে না বলিলেও ভেবেছি মনে মনে, সত্তার প্রতি অণুতে প্রতি স্পন্দনে।
তুমি ছাড়া থাকা দায়, সবে তাই গেয়ে যায় তব গীতি কালে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

২৪৭৭

মনোহর হে মনোহর, তুমি বিশ্বের অদ্বিতীয়।

মনের আঁধার সরাও সবার, ভাস্বর তুমি অতি প্রিয়।।

কার কোথা' দুঃখ তুমি বুঝে' নাও, সবার মুখেতে হাসিতে ভরাও।
আলোতে ছায়াতে লীলা করে' যাও আদি পুরুষ হে ৰৱণীয়।।

ফুলের মধুতে তুমি মধুরতা, নভের বিধুতে তুমি স্নিগ্ধতা।
ব্যথিত হিয়ার তুমি ব্যাকুলতা, মর্মের আদরণীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

২৪৭৮

রঙিন ফাগুন প্রাণের আগুন দিল এনে' বনে বনে।
ঘুমিয়ে-থাকা পত্রলেখা জাগল তারই আকর্ষণে।।

কুসুম হাসে, মধুপ ভাষে, রঙ লেগেছে আজ বাতাসে।
ছিন্ন আশা পেল ভাষা ভালবাসার বন্ধনে।।

পেতে কিছুই নাইকো বাকী, মনে প্রাণে তোমায় ডাকি।
কাছে এসে' বসো হেসে' গন্ধমদির এ কাননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৪৭৯

তুমি এসেছিলে কোন্ সুপ্রভাতে অরুণ–আলোকে হাসিয়া।
কুসুম–পরাগ মাখিয়া ছন্দমুখর সঙ্গীতে।।

বার–তিথি তার কিছু মনে নাই, স্মৃতি মন্থন করিতে না চাই।
সেই স্পন্দনে ভাব–শিহরণে আজও বারি ঝরে আঁখিপাতে।।

কোমলে কঠোরে তুমি যে মহান, তোমার মহিমা দেদীপ্যমান।
তোমাকেই ভেবে' ভুলি অভাবে, আনন্দে থাকি দিনে রাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

২৪৮০

এই আলো–ঝরা স্বর্ণ–ঊষায় তুমি এসেছিলে নব রূপে।
মন্থন করি' মধু–লুকোনো হিয়ায় শিহরণ এনে' দিলে স্মিত নীপে।।

কুসুমকলিরা ঘোমটা সরাল, প্রাণের পরাগ ঝরিয়ে দিল।
দূরকে নিকটে টেনে' নিল, মিলেমিশে' এক হ'ল যত প্রতীপে।।

অনুক্রমণিকা

মনের রুদ্ধ দ্বার খুলে' গেল, সকল রন্ধ্রপথে মাধুরী এল।
ভাবে অভাবে মিলে' প্রীতি রইল মোর ধ্যানে জপে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৩/৮৫)

২৪৮১

কেন ধরা দিতে নাহি চাও আমি বুঝিতে পারি না।
ভাবো ধরা দিলে হবে সান্ত, ভয় নাই কারে কহিব না।।

ফুলের মধুতে ধরা দিয়েছ, নব কিশলয়ে বাঁধা পড়েছ।
আলোকের লোকে ভরিয়ে দিয়েছ, ভাবো কি আমি জানি না।।

শেষ কথা হ'ল এ লীলা তোমার, বুদ্ধিতে বুঝে' ওঠা হয় ভার।
এই লীলারসে ভাসে সংসার, এক হয় সাধ্য–সাধনা।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৩/৮৫)

২৪৮২

যতই বল ভুলতে তোমায়, আমি প্রভু ভুলব না।
মায়ায় ঘেরা মুগ্ধ–করা আকর্ষণে টলব না।।

আজ যা' আছে কাল থাকে না, আজ যা' মধুর কাল বেদনা।
আজকে যাতে মত্ত আছি, কাল সে দিকে তাকাই না।।

জানি চলমান এ সংসার, নয়কো মিথ্যে নয়কো যে সার।
চলার ঝোঁকে কাছে না থাকে, শাশ্বতকে ছাড়ব না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৩/৮৫)

২৪৮৩

ঘুমের ঘোরে ছিলুম আমি, তুমি এসেছিলে, চলে' গেলে।
কী কালঘুমে পেয়েছিল, সম্বিৎও কেড়ে' নিলে।।

বীণার তারে তুলে' ঝঙ্কার, ডেকেছিলে মোরে বার বার।
কাছে পেয়েও পেলুম না আর, স্বপ্নের স্বাদ ভেঙ্গে' দিলে।।

নাচের তালে ছন্দায়িত, তুমি আমার মর্মগত।
হয়েছিলে উৎসারিত, কালরাত্রির অনুপলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৩/৮৫)

২৪৮৪

অনুক্রমণিকা

কাছে এসে' ধরা দিয়ে যাও, মোর মনকে রাঙিয়ে দাও।
শূন্য আছে বেদী, তুমি এসে' বসো যদি, ক্ষণতরে মোর পানে চাও।।

সুরভি–রভসে হিয়া ভরিয়া তুলিয়াছি, মন্দ মলয়ানিলে সঙ্গীত রচিয়াছি।
তোমারই দেওয়া সুরে বাঁশরী মাধুরী পূরে' গাই গান, তুমি শুণে' যাও।।

আমার কিছুই নাই, সবই তোমার প্রিয়, সুন্দর এই ধরা এই প্রীতি ৰৰণীয়।
সবেতে রয়েছ ছেয়ে, সবই তোমাকে নিয়ে, এ চেতনা মনেতে জাগাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৩/৮৫)

২৪৮৫

কেন বাঁশরী বাজালে বল না।
ছিলুম নিজের কাজে লোভ–মোহ–ভয়–লাজে, করে' দিলে আনমনা।।

কাণ পেতে' বসে' থাকি, মনের মাধুরী মাখি',
সকল অপূর্ণতা তোমারই রঙে ঢাকি।
সব কিছু নিয়ে নিলে, বেণুধ্বনি রেখে' দিলে, যাকে ভুলিতে পারি না।।

যে বাঁশী দোলা দিল বিশ্বের প্রতি কোণে,
যে বাঁশী ছন্দ দিল সকল জীবের মনে।

যে ধ্বনির অনুরাগে মেতেছি সুরে রাগে, সে যে প্রভু তব করুণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৩/৮৫)

২৪৮৬

জানি তুমি আসবে প্রিয়, থাকবে না দূরে।

জানো সকল কথা ব্যাকুলতা চাপা অন্তরে।।

তোমায় নিয়েই আমি আছি, দিনে রাতে ভেবে' চলেছি।

আকুল হিয়া সব ছাড়িয়া চায় যে তোমারে।।

ভালবাসায় কাছে আস, মর্ম মাঝে মধুর হাস।

তোমার তরে অশ্রু ঝরে জ্বলো প্রাণের দীপাধারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৩/৮৫)

২৪৮৭

ছন্দে ছন্দে এলে নৃত্যের তালে তালে, কার পানে চলে' গেলে জানি না,

তুমি কার পানে চলে' গেলে জানি না।

মোর মন-সরোবরে ভাষার অতীত তীরে কেন যে জেগেছিলে বুঝি না।।

আলোকের রথে প্রভু তুমিই সারথি,

আস-যাও-ঝলকাও না মানিয়া বার-তিথি।

তোমার অপার দানে মমতার অবদানে লীলার জগৎ করো রচনা।।

ভালবাস সবাইকে সবাই তোমাকে, কৃপানিধি তব সম নেইকো সপ্তলোকে।

তুমি আছ তাই আছি, করুণাধারায় বাঁচি, সাথে থেকে' পূর্ণ করো সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৩/৮৫)

২৪৮৮

বর্ষণস্নাত এই সন্ধ্যায় কেতকী-পরাগে প্রীতি ভেসে' যায়।

চেনা-অচেনা বেড়া ডিঙিয়ে মনের ময়ূর অসীমের পানে ধায়।।

নীপনিকুঞ্জে আজি দোলা লেগেছে, বেণুকার বনে শ্যামলিমা এসেছে।

গৈরিক তৃণ সবুজ হয়েছে, দু'কূল ছাপিয়ে নদী সুদূরে হারায়।।

গৃহকোণে একা বসে' গান গেয়ে যাই,

আর কেউ না থাকুক তোমাকে শোণাই।

ঝঞ্ঝাধ্বনির মাঝে সুর খুঁজে' পাই, বাহির-ভিতর তৃপ্তিতে উপচায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৩/৮৫)

২৪৮৯

সেই কৃষ্ণা রজনী এসেছিল, তমসায় ছেয়ে ফেলেছিল।
ছিনু পথহারা এলে ধ্রুবতারা, দিশার নিশানা ধরা গেল।।

যখনই ভাবি সে রাতের কথা, ভীতিগহ্বরে বিহ্বল ব্যথা।
সহায়ের তরে সে কী আকুলতা, তোমার শ্রুতি তা' শুণেছিল।।

তোমার করুণা ভোলা নাহি যায়, অলখ পরশে সে যে দোলা দেয়।
তব ইচ্ছায় সবে আসে যায়, এ সত্য ফুটে' উঠেছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৩/৮৫)

২৪৯০

রাত্রির তপস্যা এই ভরা অমাবস্যায়।
তুমি আছ আর আমি আছি প্রভু অনন্ত দ্যোতনায়।।

সুর হারিয়েছি আমি যত বার, তুমি ভরে' দিয়েছিলে বারে বার।
তোমারই সুরেতে নাচে সংসার, অমানিশা ভেসে' যায়।।

অমার আঁধার শাশ্বত নয়, তাতে উপচিয়া জ্যোতিঃকণা বয়।

তাতেই নিহিত তব পরিচয়, হেসে' ভেসে' যাও অলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৩/৮৫)

২৪৯১

এই ঝিরঝিরে দখিণা বায় বাঁধনহারা মন কোথা ভেসে' যায়।
সঙ্কোচের জড়তা থাকে না, নভের বলাকা মোর ডানা মেলে' ধায়।।

কী যে এল, কী যে গেল, খোঁজ রাখি না,
কে যে মোরে জিনে' নিল, তাও জানি না।
সুমুখ পানে চাই, প্রাণ ভরে' গান গাই, ছন্দে সুরে চিনিতে অচেনায়।।

মুক্ত বলাকা সম আকাশে উড়ি, গ্রহ–তারাদের সাথে আলাপ করি।
সবারে সঙ্গে নিয়ে সমাজ গড়ি, বিভেদের বেড়া মন ভেঙ্গে' দিতে চায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৩/৮৫)

২৪৯২

ঝড়–ঝঞ্ঝায় বরষায় তুমি এসেছিলে অমানিশায়।
ক্ষুদ্র কুটিরে রুদ্ধ দ্বারে ঘুমিয়ে ছিলুম নিরালায়।।

অনুক্রমণিকা

দ্বারে করাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে' দিলে, ইঙ্গিতে মোরে বাহিরে ডাকিলে।
বলিলে, এসো, প্রাণ ভরে' হাসো, নব রূপে দেখো বসুধায়।।

ক্ষুদ্র কুটির বড় হয়ে গেল, বিশ্বভুবন একাকার হ'ল।
নীহারিকা–তারা নিকটে এল, মন ভরে' গেল প্রীতিধারায়।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৩/৮৫)

২৪৯৩

তারার মালার সাজে আকাশ নূপুরে বাজে, বলে মোর সুখের নাই সীমানা।
এককে নিয়ে মেতে' আছি, এককেই ভালবেসেছি,
এক ছাড়া দ্বিতীয় জানি না।।
নীহারিকায় ছায়াপথে গন্ধমধুর মলয় বাতে।
পূর্ণ আশার স্বর্ণরথে ওতঃপ্রোত তারই সাথে, তারেই ঘিরে' আমার সাধনা।।

তোমরা সবাই প্রিয় আমার, আমি তোমাদের সবাকার।
সবার দুঃখে–বেদনাভার তুলে' নিলুম কাঁধে আমার।
ঊর্ধ্ব লোকে চলো, থেমে' থেকো না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৩/৮৫)

২৪৯৪

সেই ঝঞ্ঝা-ভরা অন্ধকারে তুমি এসেছিলে আমার দ্বারে।
ঘুমে অচেতন আচ্ছন্ন মন, দ্বার খুলে' ডাকি নিকো ভিতরে।।

জলসিক্ত বেশে দাঁড়িয়ে ছিলে, ঝঞ্ঝার শিহরণে কাঁপিতেছিলে।
তবু ঘুম ভাঙ্গে নি, উঠে' দ্বার খুলি নি, কেন যে প্রিয়তম বলো আমারে।।

অপেক্ষমান ছিলে সারা প্রহর, মোর ত্রুটি জমেছিল স্তর 'পরে স্তর।
কেন বজ্রালোকে জাগাও নি আমাকে সেবা দিয়ে তোমারে তুষিবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

২৪৯৫

সবাকার সে যে আঁখির তারা, তারে চিনি না, তারে জানি না।
আছে কাছে কাছে তবু দেখি না, কেন বুঝি না, বুঝি না।।

অন্ধ মোহ মোরে ঢেকেছিল, ছন্দহারা মন কেঁদেছিল।
তমসা সরাতে ছন্দ ভরিতে তারে ডাকি, কেন যে সে এল না।।

তারই ছন্দে নাচে বিশ্ব সারা, একা আমি কেন রব ছন্দহারা।

তারই দ্যুতিতে হাসে গ্রহ-তারা, মোর পানে কেন সে তাকায় না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

২৪৯৬

ঈশান তোমার বিষাণ বেজেছে, অলসতা দূরে সরে' গেছে।
জড়তার গ্লানি থাকিতে পারে নি, প্রাণোচ্ছলতা হেসেছে।।

সুপ্তা ধরণী জাগিয়া উঠেছে, নব কিশলয়ে শোভিতা হয়েছে।
ফুলে ফলে রঙে ভরিয়া গিয়াছে শুভ ভাবনার দ্যুতি মাঝে।।

আর কেহ নাই পথ রোধিবার, অসূয়া অশিব ছোট ভাবনার।
মুক্ত গগনে জ্যোতিষ্ক সনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

শিব = মঙ্গল; অশিব = অমঙ্গল; অসূয়া = হিংসা

২৪৯৭

তন্দ্রা যদি আসে হে প্রভু ভেঙ্গে' দিও,
দম্ভ যদি জাগে ধূলোতে মিশিও।।

তোমারে যদি ভুলি, বিপথে যদি চলি,

বজ্রের হুঙ্কারে আমারে শাসন করিও।।

এসেছি কাজ করিতে, তব পথ ধরে' চলিতে।
তোমাকেই নিয়ে থাকিতে, এ সত্য মনে ভরিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

২৪৯৮

আলোর রঙে মনের রঙে মিলিয়ে দিলুম এ সন্ধ্যায়।
বাকী পুঁজি বৃথাই খুঁজি, নেই তা' মনের মণিকোঠায়।।

খুঁজেছি যা' জীবন ভরে', চেয়েছি যা' নিজের তরে।
সবই দেখি আছে ভরে' পূর্ণ প্রাণের দীপশিখায়।।

আমার রঙে সন্ধ্যারাগে হারিয়ে গেল অনুরাগে।
সব হারিয়ে এককে পেয়ে আছি একের ভাবনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

২৪৯৯

দূর অম্বরে সন্ধ্যাসায়রে যে রক্তলেখা লিখে' দিলে।

তাহার চিহ্ন হবে না জীর্ণ, মন থেকে মোর কোন কালে।।

তব রঙে আমি মিলেমিশে' গেছি, আমার 'আমি'-রে হারায়ে ফেলেছি।
তোমার প্রীতিতে হাসি-অশ্রুতে বাঁচার আনন্দ দিলে ঢেলে'।।

রঙ নিয়ে প্রভু করে' চল খেলা, চারিদিকে তব রঙে ভরা মেলা।
সে লীলার রসে অমৃত রভসে প্রিয় তুমি মোর কাছে এলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

২৫০০

আলোকের দূত ছুটে' এসেছিল, বলেছিল মোরে কাণে কাণে গানে গানে।
জগৎটা নয় জেনো অভিনয় বাস্তব জোয়ারের উজানে।।

ঊষার উদয় সাঁঝের বিলয় একই দেবতার ইঙ্গিতে হয়।
সত্য দেবতা, নিত্য বিধাতা, এ সত্য জেনো মনে প্রাণে।।

জীবনে কোথাও ফাঁকি রেখো নাকো, ভাবের ঘরে বাকি থাকে নাকো।
যে সত্য ভরে হৃদয়ে গভীরে তাকে মেনো অকপট মনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

সূক্ষ্য রসনাভূতির পথেই মানুষের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস জেগে- ছিল। ইন্দ্রিয়বোধের সীমা পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠাই শিল্পসাধকের কাম্য, শিল্পসাধকের আদর্শ'। তাই এই শিল্পসাধক, আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, ললিতকলার উপাসক যদি তার চলার পথটি ঠিক রাখতে চায় তবে তাকে অধ্যাত্মসাধক হ'তেই হবে। জীবনটাকে বা জগতের সব কিছুকে যে অধ্যাত্মভাব নিয়ে' দেখো থাকে সে-ই সব কিছুর মধ্যে একটা সুক্ষ্ম রসঘন সহজ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এই সহজ সত্তাকে যে যত বেশী উপলব্ধি করেছে, যত বেশী আপন বলে' বুঝেছে, কলাস্রষ্টা হিসেবে সে তত বেশী সার্থকতা লাভ করেছে। প্রাতিভা শক্তির অধিকারী হয়েও যে এই সুক্ষ্মর সহজ সত্তাটুকুকে খোঁজে না, ভাবধারা যার দিক্- ভ্রষ্ট-পালছোঁড়া তরণীর মত, তার পক্ষে সার্থক শিল্পসৃষ্টি একেবারেই অসম্ভ। কারণ তার মানসদেহের দিক্‌ভ্রান্তি লেখায়-রেখায় প্রতিফলিত হয়ে এক অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার বস্তুই সৃষ্টি ক'রে বসে।

-শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার